মিনি বার্তা

একটু প্রেম দাও

আমাকে একটু প্রেম দাও। যে প্রেম নরম জ্যোৎস্নার মতো অথবা রজনীগন্ধার মতো মৃদু সুবাসে আমাকে আচ্ছন্ন করবে অতি ধীরে। জোনাকির আলোর মতো আমার প্রাণে আলো জ্বালাবে অথবা বঞ্চনার তীব্র হতাশাকে অঙ্গারে পরিণত করবে হৃৎপিণ্ডকে। যে প্রেম আমাকে নিয়ে যাবে ঈশ্বরের কাছে অথবা শয়তানের কাছে, সেই প্রেম একটু দাও আমাকে।

- ফাহমিদা আমিন

বায়জীদ বোস্তমী, চট্টগ্রাম থেকে

অসহায়

যেমন বন্যার পানি মানুষের ঘরবাড়ি আর মানুষের মন কেড়ে নিয়ে চলে যায়, ওই মানুষটা সব কিছু হারিয়ে খোলা আকাশের নিচে বসবাস করে ঠিক ওই রকম করে এখনো বেচে আছি শুধু একটি মেয়ের কারণে। শত চেষ্টা করে আজো তার নামটা আমার মন থেকে মুছে ফেলতে পারিনি। তবুও ওই মেয়েটিকে ১৪ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবসে জানাই আমার প্রাণঢালা ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা। সে কি আমার এই শুভেচ্ছা মেনে নেবে?

- মোশাররফ হোসেন সেন্টু

বিজয় নগর, ঢাকা থেকে

রফিক

শতাব্দীর নতুন বছরের শুরুতেই ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৩–এর ভালোবাসা দিবসে তোমাকে দিলাম আমার হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা। আমি বোকা, ভীরু। আমাকে তোমার মতো করে গড়ে নিও। তুমি সব সময় এতো গম্ভীর থাকো কেন? তুমি কি পচিশ বছরের সেই হারানো উচ্ছল যৌবনে ফিরে আসতে পারো না? তোমার এই নীরবতা আমাকে প্রচণ্ড কষ্ট দেয়। রফিক আমাকে কষ্ট দিও না প্লিজ!

- রুবী, *বানরগাতী বাজার, খুলনা থেকে*

রোকসানা

কতোদিন তোমার সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পারি না। মাঝে মধ্যে অতীতের কথা মনে পড়ে। তখন নিজের অজান্তেই চোখের পানিতে বুক ভেসে যায়। কতোই না অব্যক্ত কথা দীর্ঘ দিন ধরে লুকিয়ে আছে আমার হৃদয় মাঝে। তুমি তো জানো, তুমি ছাড়া আমার সুখ–দুঃখের কথা শোনার মতো কেউ নেই। তবু কেন সব জেনেশুনে আমাকে কষ্ট দিচ্ছো?

- রাতুল, *ওয়াবদা রোড, খাগড়াছড়ি থেকে*

শরীফ

তোমার কাছ থেকে এতো দূরে বসে আছি পথ চেয়ে ফাল্গুনের গান গেয়ে। তুমি বিনা এ ফাগুন বিফলে যায়। তাই ফাগুনের এই স্নিগ্ধ মনোরম আবহাওয়ায় তোমার কথা স্মৃতিতে বেজে ওঠে বার বার।

ভালোবাসা দিবসে তোমার স্মরণে পাঠিয়ে দিলাম আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের ভালোবাসার ডালি তোমার উদ্দেশ্যে তোমার হৃদয়ে ঠাই করে নেয়ার প্রত্যাশায়।

- **তানিয়া,** *দোলখোলা, খুলনা থেকে*

R খা

কেন মিথ্যা আশ্বাসে একজন সরল মানুষকে, গভীর সংকটে ফেলে দিয়ে অন্যর ঘরের বধূ হয়ে চলে গেলে? তুমি ভীষণ স্বার্থপর। ভালো থেকো।

- **টি. ইসলাম,** *চুয়াডাঙ্গা থেকে*

তমা

এই ভালো হলো, তোর কাছ থেকে দূরেই চলে গেলাম। বলতে পারিস এটা আমার নিজ ইচ্ছাতেই নির্বাসন। ভুলতে তো তোকে একদিন হবেই। তাই এখন থেকেই সেই অনুশীলন করছি। আমাকে ভুল বুঝিস না। কারণ তোর সঙ্গে কোনো প্রতারণা করতে পারবো না। প্রতারণা তখনই হবে যখন আমি তোকে গ্রহণ করবো। সমস্ত জীবন তখন নিজেকে অপরাধী মনে হবে। তবে তোর প্রতি আমার ভালোবাসা এক ফোটাও কমেনি। বরং দিনকে দিন বেড়েই চলছে। এতেই আমি খুশি। আমি এমন ডুব দেবো। জানি না কতোদিন পর্যন্ত আমার এই ডুব দেয়া চলবে। এ জন্যে আগের ঠিকানায় চিঠি দিলে আমি পাবো না। ভালো থাকিস সব সময়। পারলে আমাকে ক্ষমা করিস এবং ভুলে যাস।

- **ইলিয়াস হোসেন,** *সউদি আরব থেকে*

বনানী

রিক্ত আমি, নিঃস্ব আমি, তোমাকে দেবার মতো কিছুই আমার নাই।
আছে শুধু মরুর বুকে তোমার জন্য উজাড় করা বুক ভরা ভালোবাসা।
ভ্যালেন্টাইনস ডে–তে তোমাকে দিয়ে গেলাম তাই।

- **শাহাদৎ,** *রিয়াদ থেকে*

নার্গিস

দুঃখ দিও অনন্তকাল। কিন্তু দোহাই তোমার ভুলে যেও না কখনো। এক জীবনে আর কিছুই চাওয়ার নেই।

- **নজরুল,** *রায়পুর, লক্ষ্মীপুর থেকে*

সুনিতা

এখনো আমার বাগানে ফুল ফোটে, ভ্রমর আসে। আসে মাঝে মধ্যে অনেকেই ফুল নেয়ার জন্য। আমি যার প্রতীক্ষা করি আসে না শুধু সে। মানে তুমি। অভিমান কবে ভাঙবে তোমার?

- **ফাকীদ,** *জগদল, সুনামগঞ্জ থেকে*

চান্দা

আকণ্ঠ বিষ পান করে তোমার সামনে এসে যদি বলি, ভালোবাসি তাহলে ফিরিয়ে দিতে পারবে কি?

- **প্রাণ,** *হালিশহর, চট্টগ্রাম থেকে*

লিমনভাই

কাছে না থাকলেও আপনি সব সময় আমার হৃদয়ে থাকেন। আমি আপনাকে খুব ভালোবাসি, খুব বেশি ভালোবাসি।
আপনার আমি।

- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, *ঢাকা থেকে*

আমার প্রত্যেকটি নিঃশ্বাস তোমার এ খামখেয়ালি আর ব্যর্থতার জন্য তোমাকেই দায়ী করবে।
কবে এমন দিন আসবে ভালোবাসার মাপকাঠি ওঠা–নামা করবে না বিয়ের নামে সম্পর্কের মাধ্যমে।

- নামবিহীন, *কিশোরগঞ্জ থেকে*

সুলতানারা

ডেল কার্নেগি বলেছিলেন, পৃথিবীতে ভালোবাসার একটি মাত্র উপায় আছে তা হলো, প্রতিদানের আশা না করে ভালোবেসে যাওয়া। আমি ঠিক সেটাই করে চলেছি। তোমার কাছে ভালোবাসা আর চাইবো না। কারণ তুমি হয়তো আবার দুঃখ পাবে। তোমার মনে দুঃখ দেয়ার চেয়ে সারা জীবন আমার দুঃখ পেয়ে যাওয়াটাই ভালো।

- সুলতান, *চট্টগ্রাম থেকে*

নিঃশব্দবতী

যেদিন তোমাকে দেখলাম সেদিন মনে হলো, আমার মনের আনাচে–কানাচে কার যেন অনুভূতি ছুয়ে ছুয়ে যাচ্ছে। বুঝিনি সেটা তুমি। যখন বুঝলাম তখন বলা হলো না। কারণ তখন তুমি অন্যের।
মোশাররফ হোসেন

– চিত্রাপাড়া, জয়পুরহাট থেকে

মোহনী

সত্যিই মোহিত করেছে আমার নয়ন, ব্যাকুল করেছে আমার হৃদয়।

- আরিফ, *রাজশাহী মেডিকাল কলেজ থেকে*

মণি

ভালোবাসার দেবী ভেনাস তোর অন্তরের কথাগুলো বুঝতে পেরেছিল। তাই তো দীর্ঘ দিন পরে হলেও তুই শাম্মীকে পেয়েছিস। শাম্মী দেরিতে হলেও ভুল করেনি। বন্ধু হিসেবে তোর পাশে না থাকতে পারলেও একটি শুভ কামনা, তোদের ভালোবাসা অটুটু থাকুক।

- রাজু, *ময়মনসিংহ থেকে*

সঞ্চিত

তোমাকে বলছি, যার অপেক্ষায় আছি। একে একে আমার জীবনের সতেরোটি ১৪ ফেব্রুয়ারি চলে গেল। কিন্তু এখনো তোমাকে খুজে পেলাম না। আজ এই ভালোবাসা দিবসে সেই তোমার প্রতি রইলো আমার হৃদয়ের সঞ্চিত সবটুকু ভালোবাসা।

- বিথী, *কালিয়া, নড়াইল থেকে*

প্রিয় জেসমিন

সারাক্ষণ শুধু তোমার স্মৃতি আমাকে ঘিরে রাখে। তোমাকে নিয়ে এতোই ভাবি, তুমি আমাকে নিয়ে কি ভাবো জানি না। তোমার অবশ্য আমাকে নিয়ে ভাবার কথা নয়। কারণ তোমার সঙ্গে আমার ক্ষণিকের পরিচয়। তবে এটুকুই সত্য যে, আমার ভালোবাসা শুধু তোমারই জন্য।

- **আসাদ,** *ছোট দারগাহাট, সীতাকুণ্ড থেকে*

প্রিয়া

তুমি কি জানো, তোমাকে এখনো লবণের মতোই ভালোবাসি। আমার সমস্ত হৃদয় জুড়ে তুমি এখনো আছো, সারা জীবন থাকবে। জানি না তুমি কেমন আছো। তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। তোমাকে কাছে পেতে খুব ইচ্ছে করছে।

- **মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন,** *চট্টগ্রাম থেকে*

Rose (E)

শুরু থেকেই মনে হয়েছিল তুমি বেশ জটিল হলেও এতোটা কঠিন নও। কিন্তু আমার ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে সত্যিই পাথরের মতো তুমি কঠিন হয়ে গেলে। তোমাকে নতুন করে আবিষ্কার করতে হবে ধারণাতেও ছিল না। তোমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে হবে ভাবতেও পারিনি।

- **সূর্যমুখী (L),** *নারিন্দা, ঢাকা থেকে*

প্রিয় ভাবী (R)

পৃথিবীর চারদিক ঘিরেছে এক মহাবিষণ্নতা, আত্মভুবনে ছিলাম যখন শ্রেষ্ঠ অসহায়, চারদিকে ছিল নিষ্ঠুর এক শূন্যতা। হঠাৎ নিস্তব্ধ স্পন্দন প্রাণ পেল ফিরে। বলেছো তুমি স্বপ্নীল রঙে ভালোবাসা মোরে, তোমায় দেখেছি শূন্য হৃদয়ে, দিচ্ছি পূর্ণতা।

- **আবদুল গনী,** *চট্টগ্রাম থেকে*

একই শহরে থেকেও

এ কেমন জানা? একই শহরে থেকেও দেখা হয় না। কেমন এই সখ্যতা? মোবাইল নাম্বার জানার পরও কথা হয় না। বন্ধুত্বের কি ধরন? পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানে পড়েও ছয় বছরে কেউ কাউকে ডাকেনি অকারণ। কিসের এমন প্রকাশ? বিপদের দিনে তৃতীয়জনের মাধ্যমে দিয়েছে সহানুভূতির আশ্বাস। এতো অপেক্ষা কিসের? সবার অনুভূতির জোড়া মেলা শেষ। কি নাম? ভালোবাসা হলে প্রণামি হাজার অবসান হোক এ দীর্ঘসূত্রিতার। আবেগের হোক শব্দময় জাগরণ। চলো ১৪ ফেব্রুয়ারিতে করি মিলিত নিঃশ্বাসের নবীনবরণ।

- **তুষার,** *মিটফোর্ড, ঢাকা থেকে*

হাফিজ

তুমি যেখানে থাকো তোমার এই বন্ধুর কথা ভুলো না। মনে রেখো, তোমার সেই বন্ধু যাকে তুমি একবার দেখেছো। সেই লাবনী যে আজও তোমার বন্ধু আছে, সারা জীবন তোমার বন্ধু থাকবে। তুমি পৃথিবীর যে প্রান্তে থাকো না কেন জানবে তোমার বন্ধু আজো তোমার বন্ধুত্বের আশায় বসে আছি।

- **লাবনী,** *পাইওনিয়ার মহিলা কলেজ, খুলনা থেকে*

রুনা

আজকের এই ভালোবাসা দিবসে যায়যায়দিনের মাধ্যমে তোমাকে জানালাম আমার হৃদয়ের সুগভীর ভালোবাসার কথা। I love you Runa, I love you so much. যে ভালোবাসার ক্ষয় নেই, শেষ নেই। ভালোবাসবো তোমাকে যতোদিন এ দেহে প্রাণ আছে। বিনিময়ে তুমি আমাকে ভালোবাসাই দিও।

- মোহাম্মদ মাহফুজুল হক সবুজ
ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা থেকে

চুক্তি

লেট জাকি–র সঙ্গে আমার চুক্তি হয়েছে যার যেখানেই বিয়ে (অবশ্যই আমার পছন্দের মানুষ হতে হবে) হোক না কেন, যে যেখানেই থাকি না কেন, আমরা সব সময় যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করবো এবং রাখবো যদি আল্লাহ সহায় হয়।

- মণিকা, *উত্তরা, ঢাকা থেকে*

রোমান্টিক

শব্দমালা বলতে পারে হৃদয় কতো স্বর্গীয়
বছরের সবচেয়ে বেশি রোমান্টিক সময়
সুতরাং তুমি আমার ভ্যালেন্টাইনস হবে?

- মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
কিতামি, জাপান থেকে

দুর্বল

আজ তার সঙ্গে মোবাইল দূরালাপনে মনে হলো, সেই দেখে আসা রক্তিম মুখখানা যেন ক্লান্তিতে শুষ্ক, বিবর্ণ হয়ে আছে। কিন্তু কেন? সে কি প্রিয়ার বিরহে না অন্য কিছু। এ প্রশ্ন বড় ক্লান্ত করে তুলছে, বড় দুর্বল হয়ে পড়ছি। মনে হচ্ছে, আমার জাহাজটি যেভাবে ঢেউয়ের আঘাত সহ্য করতে না পেরে ব্যথায় কেপে উঠছে, আমিও প্রিয়তমার বিষণ্ন আবেগহীন কণ্ঠস্বরের আঘাতে দুর্বল হয়ে পড়ছি। তাই তো এই ঝড়ের দিনে কল্পনায় প্রিয়তমার কাছে ফিরে পেয়ে জানতে চাওয়া।

- আমানুর রহমান
লস এনজেলস থেকে

মীরু

তোমার বিয়ের কার্ড পড়ে মুহূর্তক্ষণ নিথর হয়ে গিয়েছিলাম। এক ডাক্তারের সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে যাচ্ছে। মৃত মানুষের চাহনির মতো স্থির চাহনি নিয়ে প্রিয় বন্ধু রুহিতের দিকে তাকালাম। টেবিলের ওপর রাখা আমার হাতের ওপর ওর হাত রাখলো রুহিত। বললো, দুঃখ করিস না বন্ধু!

- আবদুর রাজ্জাক শিপন
সউদি আরব থেকে

প্রিয়া T

জানি, এ সময় তোমাকে বিরক্ত করা আমার ভুল হবে। কারণ এখন তোমার রঙিন জীবনের আনন্দে হারিয়ে ফেলেছো অতীতের সব হাসিমাখা স্মৃতি। T, এই কি তোমার মাথায় হাত দিয়ে সেদিনের কথা দেয়া? আমি তোমাকে ভালোবেসেছিলাম। হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করেছিলাম মনে-প্রাণে। আজ তুমি সেই ভালোবাসাকে অবহেলা করে তিলে তিলে তুষের আগুনের মতো আমাকে পোড়াচ্ছো।

– হতভাগা **S**

মধুপুর, টাঙ্গাইল থেকে

সুন্দর

পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মানুষটিকে ভালোবেসেছি যে আমাকে ভালোবাসে, যে আমাকে আপন করে নেয়, যে আমাকে দিয়েছে সুন্দর ফুল, সুন্দর চিঠি, সুন্দর গান, সুন্দর কথা, সুন্দর সময়, সুন্দর মুহূর্ত। আমি এখন অপেক্ষা করছি নির্দিষ্ট সময়ের। সেই সময় এলে এবং ভালো থাকলে তাকে দেবো সুন্দর ফুটফটে এক শিশু। তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি চঞ্চল।

- সুমি, *ঢাকা থেকে*

শিউলীআপু

শুভেচ্ছা নিও। তোমার কি মনে আছে, আমার এতিম-এর প্রেক্ষিতে তুমি দুটো চিঠি লিখেছিলে? তোমাকে ফোন করতে বলেছিলাম। কিন্তু করলে না। তারপর লেখার ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে গেল। বিশ্বাস করবে কি না জানি না, ক্যাম্পাসে আমার কোনো বান্ধবী নেই। এ জন্য অনেক কষ্টে তোমার খোজ নিতে চেষ্টা করেছি। *চাপাইনবাবগঞ্জ* এবং *মনোবিজ্ঞান* তোমার সম্পর্কে এ দুটো কথাই জানতে পেরেছি। তুমি কি ক্যাম্পাসে আছো আপু? তাহলে লিখছো না কেন?

– তোমার ভাইয়া **আশরাফুল ইসলাম**

রাজশাহী ইউনিভার্সিটি থেকে

ফুজি

প্রথম দর্শনে তুমি আমার মধ্যে যে Heartquake বা হৃদকম্পন সৃষ্টি করেছো তা আমাকে যেন ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত যা থামাতে পারে শুধু তোমার ভালোবাসা। আমি তোমার ভালোবাসা চাই।

- মীর হোসেন, *বীরগঞ্জ, দিনাজপুর থেকে*

অমর

মনে পড়ে প্রয়াত শিল্পী জাফর ইকবালের সেই অমর গান *সুখে থেকো ও আমার নন্দিনী হয়ে কারো ঘরণী।* আল্লাহ তাকে সুখে রাখুক এ প্রত্যাশায়।

- এম.এস আলম খোকন

দোহা, কাতার থেকে

কি চাইলাম, কি পেলাম

প্রেম কখনো হাসায়, কখনো কাদায়, চোখের জলে বালিশ ভেজে, খাওয়া–দাওয়া, নিদ্রা, আরাম সবই হয়ে যায় তার জন্যে হারাম। হায়রে বহুরূপী, বহুলোভী প্রেম! প্রেমের জালে যে একবার আটকা পড়েছে, ডুবে ডুবে জল খাওয়া ছাড়া তার কোনো গত্যন্তর থাকে না। সব কিছু হারিয়ে হায় হায় করে। করে আফসোস, কি চাইলাম, কি বা পেলাম!

- মান্নান মাহমুদ, *দেরা, দুবাই থেকে*

পলাতক

মধুআপা আমাকে বললেন জগলু, আজ এই কয়টা দিন তোমাকে নিয়ে খুব ভেবেছি। তোমাকে বিয়ে করা আমার উচিত হবে না। তবে তুমি আমাকে একটি সন্তান দাও, তাকে নিয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবো। সন্তানটা কার সেটা কাউকে কখনো বলবো না। তাছাড়া সন্তান নিয়ে গাজীপুরে স্থায়ীভাবে থাকবো, কেউ জানতে পারবে না। তাহলে চলো ঈদের পর আমরা ঢাকার বাইরে বেড়াতে যাবো। তাছাড়া তুমি কাজটা আমার বাসায়ও করতে পারো। আমার হয় তোমাকে চাই, না হয় সন্তান চাই তোমার।

বললাম, মধুআপা, আমার দাদুর খুব অসুখ। তাই আমাদের সবার ঈদটা গ্রামের বাড়িতে করতে হবে। আমি আপনাকে ঈদের পর জানাবো।

বলে ঈদের পর আমার চার মাস ছুটি অবশিষ্ট থাকতেই পালিয়ে চলে এলাম কর্মস্থলে। পাঠক ভাই ও বোনেরা, আপনারা আমাকে জানাবেন কি এ কেমন ভালোবাসা?

- মোহাম্মদ জগলু খান
সউদি আরব থেকে

পরী

তোমাকে ভালোবাসার অফার দিয়ে নিজেকে লাঞ্ছিত করার দুঃসাহস দেখাতে পারিনি। পরী, পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকি না কেন, প্রথম দেখার সেই দিনের কথা কখনো ভুলবো না।

- বুলন মুৎসুদ্দী, *ওমান থেকে*

তোর ছোয়াতে

কার ছোয়ায় ব্যস্ত হলো,
আশা এবং স্বপ্ন হলো
ফলবতী মাঠ হলো
স্রোতস্বিনী নদী হলো।
দোয়েল শ্যামার গান হলো।
পাগলপারা এ মন হলো।

- জাহাঙ্গীর কবীর বাপপি, *আবু ধাবি থেকে*

ভালো থেকো

তোমার থেকে আমি ছয় হাজার মাইল দূরে হলেও অন্তরটা তোমার তরে। তুমি ফরহাদ ভালো থেকো যুগ যুগ ধরে। আমার ভালোবাসা তোমার সঙ্গে অনন্তকাল ধরে।

- আলাউদ্দিন আহমেদ, *সউদি আরব থেকে*

আপনি

আপনার মুখের দিক তাকালে মনে হয় চাদ দেখেছি। আপনার জন্য আমি পৃথিবীর সব কিছু ছাড়তে পারি। আপনি হাসলে যেন সারা পৃথিবী আলো হয়। আপনার কণ্ঠে বিধাতা অনেক মধু দিয়েছেন। আপনার চুলের সুগন্ধী আমাকে পাগল করে দেয়।

- জাবেদ ইউনুস, *জেদ্দা, সউদি আরব থেকে*

ছন্দামনি

সব ভাবনার মাঝে তোমাকে ভাবি গভীরভাবে। মূল্যহীন তবুও আমি, ভাবনার এক অফুরন্ত সময় তুমি।

- মিলন, *নওগা থেকে*

রীতু

তুই হয়তো আর কিছুদিন পরেই বাঙালি নারীর মতো লাল বেনারসি শাড়ি ও মাথায় অন্যের পরিয়ে দেয়া সিদুরে বৌ সেজে বিদায় জানাবি তোর অতীতকে। তারপরও আমার ভালোবাসা তোর পথ বেয়ে রবে যুগ যুগান্তর ধরে। তুই–ই আমার প্রথম ভালোবাসা, তুই–ই আমার শেষ। তোর জন্য আমার দুয়ার সব সময় খোলা থাকবে যখনি আসিস না কেন, তোকে হাসি মুখে বরণ করে নেবো।

- পল্লব, *জয়নগর, চট্টগ্রাম থেকে*

পলা

আমি কি তোমাকে ভালোবেসে খুব বেশি পাপ করেছি? আমার ভালোবাসা যদি তোমার জন্য পাপ হয় তাহলে পৃথিবীর সকল কষ্টের ছোয়া নিয়ে ধীরে ধীরে ক্ষয় করে দেবো আমার এ জীবন। আর জীবনের শেষবেলায়ও বলে যাবো আমি তোমাকে ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি। আমি যদি ভালোবেসে পাপ করে থাকি তাহলে তুমিও পাপী, কারণ তোমার মায়াবী দুটি চোখের দৃষ্টির কারণেই আজ আমার এ পরিস্থিতি।

- মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন সুমন
মিরপুর, ঢাকা থেকে

রাজন

যে জিনিস বেচে থাকে হৃদয়ের গভীর গহ্বরে, নক্ষত্রের চেয়ে আরো নিঃশব্দ আসনে, কোনো এক মানুষের তরে এক মানসীর মনে। তাই ভালোবাসা।
তোমারই সেই আমি

– নাম ঠিকানাবিহীন

সোনা

তুমি ভালো থেকো সব সময়। আমার দোয়া এবং শুভ কামনা তোমায় ঘিরে রাখবে আজীবন। এভরি মোমেন্ট আই লাভ ইউ।

– তোমার ফুরিয়ে যাওয়া **প্রেরণা,** *ঠিকানাবিহীন*

শরৎবাবু

জানি না তুমি কবে আসবে কিংবা আদৌ আসবে কি না। তবুও তোমার অপেক্ষায় বসে আছি। যতোদিন তুমি না আসো ততোদিন অপেক্ষায় থাকবো।

- নীলিমা ইসলাম হৈম

বায়েজিদ বোস্তামী রোড, চট্টগ্রাম থেকে

বিথী

আমাকে কাছে পাওয়ার ইচ্ছা কি তোমার হৃদয়ে একবারও জন্মায়নি? সর্বক্ষণই তোমাকে নিয়ে ভাবি। ভালোবাসার এদিনে শপথ করতে চাই, না হোক তোমার–আমার মিলন কিংবা মালা গাথা তাতে কি! তবুও তোমাকে ভালোবাসবো যুগ যুগ ধরে। হ্যা, আমার এ ভালোবাসা যদি সত্যি না হয় তাহলে বলবো, পৃথিবীতে সত্য বলতে কিছু নেই। যদি বলো আমার ভালোবাসা হচ্ছে ছলনা তবে বলবো, ভালোবাসা আর ছলনা হচ্ছে জমজ দুবোন।

- মাসুক, *যশোর সেনানিবাস থেকে*

ফুল (শাহানাজ পারভীন)

স্বপ্নের মায়ায়, সুখের অনুভবে আজন্ম লালিত ভালোবাসার স্বপ্ন আমার প্রতীক্ষার প্রহর থেকে কবে মুক্তি পাবে?

- নূরুল আলম সুজন, *পটিয়া, চট্টগ্রাম থেকে*

স্মৃতির রুনা

ঈশ্বরদী হাসপাতালে তোমায় দেখেছি। এসএসসি কেমন হয়েছিল? তোমাকে খুজে পাইনি, আমার মুখে দাড়ি ছিল।

- দেওয়ান সবুজ, *ঈশ্বরদী, পাবনা থেকে*

তুলি

কেন তুমি ডাকলে আমার নাম ধরে?
কাছে এসে আবার কেন যাও সরে?
এই তো ছিলাম একা একা
যখন তোমার পাইনি দেখা,
আপন খেলায় ডুবে ছিলাম অন্তরে।

- বজলু, *রাজশাহী থেকে*

অনন্ত

ভালোবাসা দিবসে সব ভালোবাসা তোমাকে দিলাম। ভালোবাসার দিনে ভালোবেসে তোমার হাতটা একটু ধরতে দিও।

- **অবনী,** *চট্টগ্রাম থেকে*

প্রিয় ফুল

তোমাকে যে শরৎচন্দ্রের *দত্তা* বইটি দিয়েছিলাম, পড়েছো তো? *দৃষ্টিপাত* বইটি ফিরিয়ে দিলে কেন? আমি তো তোমায় বলতে পারিনি ভালোবাসি। তুমি লাইব্রেরিতে আসা বন্ধ করে দিলে কেন? আমি একা তোমার চেয়ারটায় গিয়ে বসি। হয়তো তুমি খুব ব্যস্ত তোমার ভুবনে। কিন্তু আমি কি ভুলতে পারি, সময়ের বিচারে সংক্ষিপ্ত, আমার বিচারে ব্যাপকতম সুখকর মুহূর্তগুলো। আমি এই সাধারণ ছেলে কি ভুলতে পারবো তোমার মুক্তঝরা হাসির কথা?

- **আবুল খায়ের টিটু,** *কুমিল্লা থেকে*

দিপ

আমার বিন্দুমাত্র অভিযোগ, রাগ নেই। শুধু একটাই কষ্ট হয়, আপনার বিয়ের দুই দিন আগেও যখন আপনার সঙ্গে আমার কথা হয় তখনো কি আমাকে বলা যেতো না, যেখানে আমার ব্যাপারে যে কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা আপনাকে দিয়েছিলাম। আপনাকে কতো অপরিসীম শ্রদ্ধা করি তা কি জানতেন? হয়তো এ রকম না করে খুব ভালোভাবে একটা সম্পর্ক শেষ করা যায়। তাহলে হয়তো চার পাশের এতো অসহনীয় অপমান সহ্য করতে হয় না, নিজেকে ছোট লাগে না।

- **মেহেক,** *চাদপুর থেকে*

নদী

তোমায় নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে চাই। যদি তোমার বিশ্বাস হয় আমার হাতে হাত রাখতে তবে সেই বিশ্বাসের সম্মান রাখবো। পরম বিশ্বস্ততায় চোখের চার পাশের সমস্ত নোংরামিগুলোকে পদদলিত করে নতুন পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন নিয়ে তোমায় ভালোবাসতে চাই। কারণ প্রকৃত ভালোবাসা মানুষকে আলোকিত করে, অসাধারণ করে তোলে। আমি শুধু তোমার নদীতে একটাই তরী হতে চাই।

- **সিমন,** *ফরিদপুর থেকে*

রাশেদ

আমাদের যোগাযোগের দূরত্ব যতো বেশিই হোক, আমাদের মনের দূরত্ব একদমই নেই। তাই এই বিশ্বাসে এবার ভ্যালেন্টাইনস ডে-তে আশা করছি তুমি আসবে, আনন্দে ভরিয়ে দেবে আমার এই দিন। তুমি আসবে কি?

- **R,** *দিনাজপুর থেকে*

অমানবি (সনেট)

১৪ ফেব্রুয়ারিতে তোমাকে পড়ে মনে
আজি কি রচিব কাব্য তোমার স্মরণে,

মনের সব ভাষা আজ উজাড় করে
বেদনার ছন্দে পাঠাবো তোমার তরে।
পিছু ফিরিয়া আসি আবার এই ভেবে
দুঃখের কাব্য তোমার পছন্দ কি হবে?
হয়তো বা ভাববে পাগল হয়ে গেছে
ভাববে না আমাকে পাগল ভালোবাসে।

ভালোবাসোনি, বাসিবে না তাও নিশ্চিত
এতেই কি অপরাধ হবে না কিঞ্চিৎ?
ভালোবেসে না পারলে এসো বন্ধু ভাবে,
হয়তো এ দুঃখ কিঞ্চিৎ দূর হবে।
আমার সকল দুঃখ হবে অবসান,
একবার যদি বলো ভালোবাসতাম।

- সীনা ইবনে আনছারী

মেলান্দহ, জামালপুর থেকে

বৃষ্টি

হাজার হাজার গাড়ি বুকের ওপর দিয়ে যাবে, হাইজ্যাকার বোমা ফাটাবে। কিন্তু আমি দাড়িয়ে থাকবো শক্ত পাথরের স্তূপ হয়ে যদি তুমি থাকো আমার পাশে।

- মোহাম্মদ সহিদুল ইসলাম আকাশ

বরিশাল থেকে

পারুল

১৪ ফেব্রুয়ারি আমার জন্মদিন ও ভালোবাসা দিবস। এদিন তোমাদের এক সঙ্গে দেখতে চাই আমার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে। সরাসরি নিমন্ত্রণ দেয়া সম্ভব নয়। তাই আমার প্রিয় পত্রিকার আশ্রয় নিলাম। পৃথিবীর সব ফুল চিনি না, এমনকি সবার গন্ধ সম্পর্কেও অবগত নই। যতো ফুল চিনি এবং তাদের গন্ধ জানি সবগুলোর সুরভি তোমাদের জন্য।

- শাহ আলম, *ঘাটাইল, টাঙ্গাইল থেকে*

পরী

তোমাকে যে কতোটুকু ভালোবাসি তা বলে বোঝাতে পারবো না।এ ভালোবাসার সাগরের গভীরতা কতোটুকু তা কিভাবে বলি? সেই প্রথম দিন থেকে ডুবতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু আজও তটের সংস্পর্শ পাইনি। চাদ কি জানে সে হৃদয়ের কতো গভীরে আলোড়ন তোলে?

ইনাম, *চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি থেকে*

প্রিয়া

ভালোবাসা দিবসে তোমাকে জানাই আমার ভালোবাসা। তোমার জন্য আমার এই ভালোবাসা এ পৃথিবী থেকেও বড়।

- হাজি আবুল খায়ের
দাম্মাম, সউদি আরব থেকে

হিরো

এখনো আমি সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মতোই বেচে আছি। আমাকে দেখে বাইরের কেউ জানতে পারবে না, বুঝতে পারবে না যে, আমার বুকের মধ্যে ব্যথা-বেদনা, দুঃখ-আক্ষেপের হিমালয় লুকিয়ে আছে। আমার হাসি-ঠাট্টা, হই-হুল্লোড় দেখে কেউ অনুমান পর্যন্ত করতে পারবে না এতো বড় বিয়োগান্ত নাটকের আমিই হিরো।

- এস. আলম, *সউদি আরব থেকে*

মাঝ রাতে

জানতে পারলাম তার পত্রমিতালী বন্ধু ঢাকার জয়কে সে বিয়ে করেছে। এখনো তাকে ভুলতে পারি না। মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে কথা বলি তার ছবির সঙ্গে।

- এস.এম শিমুল , *সউদি আরব থেকে*

হয়তো মণি- ও

ভালোবাসায় যদি অপবিত্রতা স্থান পেয়েই যায় তাহলে সে ভালোবাসার মিলন খুব কমই ঘটে। এটা সবার জীবনের অমূল্য সম্পদ। ১৪ ফেব্রুয়ারি এলে মনে পড়ে প্রথম ভালোবাসার কথা। হয়তো মনিও আমাকে মনে করে এ ভালোবাসা দিবসে।

- মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
আল রিক্কা, কুয়েত থেকে

নায়না

মনে পড়ে না দুরন্ত সেই সব দিনের কথা! দুঃখ বিলাসী আমার আজ ওই দিনগুলোই পুজি। এতোটা কষ্ট পেতে হবে, এতোটা কাদতে হবে আমায় পাচ বছর আগে বুঝতে পারিনি।

– নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

মিলা

তোমার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর তোমার দেয়া জিনিসগুলো আস্তে আস্তে প্রায় সবই বেচে দিয়েছি। আমাকে লেখা তোমার চিঠিগুলো বেচে দিয়েছি কেজির দরে। রোমান্টিক কথা দিয়ে সাজানো চিঠিগুলোর ওজন হয়েছিল মাত্র বিশ গ্রাম যার দাম পেয়েছিলাম এক টাকা। কিন্তু এই এক টাকা দামের কাগজগুলো এক সময় আমার কাছে ছিল অমূল্য সম্পদ। তাই ভাবি মাঝে মধ্যে ঠকে গেলাম না তো? তবে তোমার দেয়া সব ফ্যান্সি উপহারগুলো বেচেছিলাম ভালো দামে। কিন্তু বেচতে পারিনি তোমার দেয়া আঘাতটা। তুমি কি তা কিনবে? তুমি চাইলে শস্তায় ছেড়ে দেবো।

- খালিদ বিন আজাদ, *বঙ্গভবন, ঢাকা থেকে*

লুবনা

মনে কি পড়ে যে রাতে দুজন দুজনকে কথা দিয়েছিলাম কখনো কেউ কাউকে ছেড়ে যাবো না। একজনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার অংশীদার হবো অন্যজন শত প্রতিকূলতাকে প্রতিহত করে। সহস্র বাধার প্রাচীর ডিঙিয়ে হলেও জয় করবো আমাদের ভালোবাসা। তোমার কি সে স্মৃতি মনে পড়ে?
কিন্তু বাস্তবতার কাছে হার মানতে হলো তোমাকে। আজ তুমি অন্যের ঘরনী। কিন্তু আজও আমার দিন কাটে অতীতের হাজারো স্মৃতিকে বুকে ধারণ করে। তোমাকে না পাওয়ার ব্যথা আজও আমাকে কাদায়।

- মাহবুব, *শিরোমণি, খুলনা থেকে*

প্রিয় তমা

আমরত্বের প্রত্যাশা নেই, নেই কোনো দাবি-দাওয়া। নশ্বর এই জীবনের মানে তোমাকে শুধু চাওয়া।

- এ.এস. করিম, *ময়মনসিংহ থেকে*

তুহিন

ভালোবাসা মিলনে মলিন, বিরহে উজ্জ্বল। তবু বিরহের উজ্জ্বলতা আমি চাইনি। চেয়েছিলাম মিলনের মলিনতা। কিন্তু... কি থেকে যে কি হয়ে গেল।
নিজ হাতে খুন করেছি তোমার ভালোবাসাকে, সাজানো স্বপ্নকে। কাউকে কষ্ট দিয়ে কেউ কোনোদিন সুখী হতে পারে না, আমিও পারিনি সুখী হতে। তোমার দুচোখ জলে ভরিয়ে সুখী হতে চাই না।
এখনো অপেক্ষায় আছি, তোমার ওই পাচ তারা থেকে কিছু গুলি বেরিয়ে আসুক আমার বুকটা লক্ষ্য করে। বুলেটে ঝাঝরা হয়ে যাক বেচে থাকার লোভী কামনা। যখনই কষ্ট হয়, চিৎকার করে কেদো। কান্নাতেও সুখ আছে। আমাকে ক্ষমা করো না কোনোদিন। প্রাণ ভরে অভিশাপ দিও।

- ঝিনুক, *ঠিকানাবিহীন*

ঠিক এক বছর আগে

আজ ভালোবাসা দিবস। কিন্তু পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি অন্য রকম এক ভালোবাসার কথা। আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু, সবচেয়ে আপন বন্ধু, ওর নাম হাবিবুর। তাকে ছাড়া কোনো কাজ করি না। তার বাবা গরিব। তার পেছনে টাকা খরচ করতে নারাজ, বরং পারলে কিছু আদায় করেন।
আমি প্রস্তাব দিলাম তোমাকে পড়তে হবে। মানুষের মতো মানুষ হতে হবে। বইপত্র সব আমি দেবো। তুমি শুধু আমার সঙ্গে পড়বে। তারপর পরীক্ষা, ভালো রেজাল্ট, আরো নানান রকম স্বপ্নের জাল বুনি দুজনে। ভালোই কাটছিল দিনগুলো। এক সঙ্গে পড়ি, খেলি, খাই। সত্যি বলতে কি ওকে একদিন না দেখলে থাকতে পারতাম না। বুঝে গেলাম তার জীবনের সঙ্গে আমার জীবন একীভূত হয়ে গেছে। কিন্তু সে ছিল প্রতারক। বন্ধু হয়ে বন্ধুর সর্বনাশের ব্রত নিয়ে এগিয়ে এলো। হাবিবুরের চেহারাটি ছিল নিষ্পাপ। কিন্তু সেটা যে মুখোশ ছিল তা বুঝলাম। তবে অনেক পরে সুন্দর মুখ দেখে মানুষ চেনা যায় না। স্বভাবে যে সুন্দর নয়। তার স্পর্শ, তার রীতি-নীতিকে মানুষ ঘৃণা করে। সে শুধু জ্বালা দেয়, দেয় বেদনা। তার সুন্দর মুখ দেখে মানুষ তৃপ্তি পায় না।

অবশেষে বুঝতে পারলাম তার অসৎ উদ্দেশ্যের কথা। দিনটি ছিল ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২। প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা খেলাম তার ব্যবহারে। মানুষ এতো নিচে নামতে পারে? আজই ফর্ম পূরণের শেষ দিন এইচএসসি পরীক্ষার। সিদ্ধান্ত নিলাম, পরীক্ষা দেবো না। কিন্তু বাবা মায়ের মুখের দিকে চেয়ে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে বাধ্য হলাম। প্রচণ্ড মানসিক চিন্তার কারণে পরবর্তী তিন মাস পড়াশোনা করতে পারলাম না। নিজেকে অসহায় লাগে। ফলে রেজাল্ট যা হবার তাই হলো।

এক বছর পর আজ আবার ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইনস ডে। আজ এই ভালোবাসা দিবসে শুধু একটাই প্রশ্ন, কেন বন্ধু রূপে মানুষ মানুষের ক্ষতি করে। ভালোবাসার যদি কোনো দাম না থাকে তাহলে কেন আমরা এতো ঘটা করে সেন্ট ভ্যালেন্টাইনস ডে পালন করি?

- ইউসুফ, *জয়পুর, কুষ্টিয়া থেকে*

সেহের

সময় যেন হঠাৎ থেমে গেছে। হাওয়া, খুশবু, রাত সব রুদ্ধশ্বাসে এই অপেক্ষায় যেন আমি তোমার কিছু লিখি। সেহের, তোমার হাওয়ার গতি বলবো নাকি সময়ের অশ্রু, হৃদয়ের কম্পন বলবো, নাকি শ্বাস-প্রশ্বাসের খুশবু। তোমায় স্মরণ করি তো কলিগুলো সব ফুটে ফুলে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে। সকাল হয়তো মনে হয় তুমি, তোমার কালো কেশ ভোরের শিশিরে ভেজা। আর আমি তোমার গভীর দুটো চোখে আদরে ব্যস্ত। সকালের স্বর্ণালী রোদকে মনে হয় তুমি, তোমার রূপকে চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। বিকেলের জ্বলন্ত সূর্যের আলো তোমায় চম্পা রঙের ফুল পরাচ্ছে। তোমার খুশবু আমাকে মাতাল করছে। যখন রাত তার আচল চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। পূর্ণিমার চাদ তার নিজস্ব গতি ভুলে তোমার রূপ সৌন্দর্যকে দেখছে। তখন আমার দুচোখ বন্ধ করে নিই। এমনিভাবে তুমি আমার হৃদয়ে ধীরে প্রবেশ করে যাও।

সেহের, তোমার পছন্দের প্রায় সব জিনিসই আছে এখানে। গোলাপ ফুল, হাস্যোজ্জ্বল বিকেল আরো কতো কি। উফ, যদি তুমি থাকতে! কিন্তু তুমি কি করে থাকতে? তুমি তো আছো আমার প্রত্যেকটা শ্বাস-প্রশ্বাস, স্মৃতিতে, হৃদয়ের কম্পনে।

- আবু সাউদ, *সউদি আরব থেকে*

এক মিনিট, প্লিজ

শফিক রেহমানভাই, প্লিজ, আজকের এই দিন ১৪ ফেব্রুয়ারিতে এক মিনিটের জন্য চোখ বন্ধ করে ওর (আমার প্রিয়তমের) ভালোবাসার অদৃশ্য অনুভূতি অনুভব করে ওর ভালোবাসার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন। তারপর চোখ খুলে গ্রহণ করুন আমাদের সবার অনেক ভালোবাসা।

- ইয়াসমীন, *জুরাইন, ঢাকা থেকে*

টুনটুনি পাখি (রুনীআপা)

১৪ ফেব্রুয়ারি তোমাদের বিয়ের ১২ বছর পূর্ণ হচ্ছে। তুমি-দুলাভাই, অর্ণব, অয়ন-কে নিয়ে শান্তিতে থাকো। ভালোবাসার এই দিনে মনের গভীর থেকে রইলো তোমার জন্য শুধু ভালোবাসা।

- সূর্য (রবি), *ঠাকুরগাও থেকে*

স্বপ্নাকে বলা হলো না

তাদের বাড়িতে অনেকবার আসা-যাওয়া হলো। এভাবে চার বছর কেটে গেল। সে এইচএসসি পাস করে ডিগ্রিতে ভর্তি হলো। কিন্তু বলা হলো না দীর্ঘ চার পাচ বছরের জমানো হৃদয়ের কথাগুলো। হঠাৎ একদিন শুনতে পেলাম তার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। এবং বিয়ে হয়ে গেল। ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে বেচে থাকতে হলো আমাকে।

তার বিয়ের পর থেকে চায়না, জাপান, কোরিয়াসহ এশিয়া-র দশটি দেশে প্রফেশনাল কাজে ভ্রমণ করলাম। কতো বিদেশি সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে আমার পরিচয় এবং ওঠা-বসা। কাউকে স্বপ্নার সঙ্গে তুলনা করতে পারছি না। কারণ স্বপ্না যে আমার প্রথম ভালোলাগা-ভালোবাসা। হাজার ফুলের সৌরভে সুরভিত হোক তোমার জীবন।

- এম.এস আলম , *জাপান থেকে*

শ্রেয়া

ভুলি নাই, ভুলি নাই, নয়নে তোমারে হারায়েছি প্রিয়া, স্বপনে আছো তাই।

- সুমন চৌধুরী, *বক্সবাজার থেকে*

ভালোবাসি বলেই এতো ভালোলাগা। ভালোবাসি বলেই মসজিদ, মহল্লা, স্কুলের রুনাআপাকে ভুলতে না পারা।

- মৌমেলা মাইনুর মুন্সী রেহেনা, *যশোর থেকে*

প্রেয়সী ফরিদা

আজ আমাদের ভালোবাসার দুই বছর পূর্তি হলো। কেটে গেল দুটো বসন্ত। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলোতে আমরা একে অপরের অনেক দূরে অবস্থান করছি। তাই মতিহারের সবুজ চত্বর রাজশাহী ইউনিভার্সিটি থেকে ভালোবাসা দিবসে তোমাকে জানাচ্ছি আমার হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা। ভালো থেকো।

এই প্রত্যাশায়

তোমার জীবন সঙ্গী

মনি, *রাজশাহী থেকে*

তিতির

তিতিরকে বলবো তোমাকে কোনো দিন ভুলতে পারবো না তোমাকে ক্ষমাও করতে পারবো না। কারণ তুমি ছিলে আমার প্রথম প্রেম, প্রথম ভালোবাসা। কখনো তোমাকে ভুলতে পারবো না। প্রথম প্রেম কেউ কোনোদিন ভুলতে পারে না। আমার লেখাটা যদি যাযাদি ছাপে তাহলে আমার কষ্ট কিছুটা দূর হবে।

- পলাশ শর্সা , *ইটালি থেকে*

বেলী

দুই একটা ছেলের জীবন অনেকের কাছে খেলনা পুতুলের মতো। বেলীর উদ্দেশ্যে বলবো, বেলী, তুমি নিষ্ঠুর, তুমি মায়াবিনী, ঘাতকিনী, কালনাগিনী। এই লেখা যদি তুমি পড়ো তাহলেই আমার লেখা সার্থক। আসলে এ পৃথিবীতে কোনো মেয়েই ছেলেদের মন বুঝতে চায় না। তুমিও আমাকে বুঝতে চাওনি। বেলী ফুলের মতো এতো সুন্দর একটা নাম তোমার সঙ্গে মানায় না।
বেলী, আমি তোমাকে ভালোবাসতাম, এখনো বাসি এবং ভবিষ্যতেও বাসবো। কিন্তু কোনোদিনও তোমাকে পেতে চাইবো না।

- শফিকুল ইসলাম খোকন , *ফরিদপুর থেকে*

তুহিনা

আজ এই দিনে আমার একান্ত কামনা, তুমি জীবনে অনেক বড় হও। আমি কোনোদিন কিছুতেই তোমার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামবো না। কারণ তাহলে তুমি হেরে যাবে, এবং একটু হলেও কষ্ট পাবে। আর তুমি কষ্ট পাবে এটা আমার চাওয়া নয়। তুমি রাঙ্গা প্রভাতের ওপর ভেসে থাকা কাচা রোদের মতো সুন্দর হও। মাটির ওপর আকড়ে থাকা দুর্বার মতো নির্মল হও। গোধূলির বাতাসের মতো স্নিগ্ধ ও ফুলের পাপড়ির মতো রঙিন হও। হীরা, মুক্তার মতো দামি হও। চাদের বাকা হাসির মতো সবার কাছে প্রিয় হও।
এই কামনায়।

- মালেক, *কক্সবাজার থেকে*

আসফিয়া

জীবনের আকা–বাকা পথে পেয়েছি তোমায়,
ভুলে যেও না যেন কভু তুমি আমায়।
ভালোবাসতে দাও তোমায় জীবনের তরে,
আমার জন্য ভালোবাসা নাইবা রইলো তোমারি অন্তরে।
তোমায় ভালোবেসে মরতে পারলে এ জীবন হবে মোর ধন্য,
নাইবা রইলো তোমার অন্তরে মায়া মোর জন্য।
এই মন, এই প্রাণ তোমারি নামে লিখে দিলাম,
হিসাব করে দেখবো না তো তার বিনিময়ে কিইবা পেলাম।
ভালোবাসা এমন জিনিস যা হিসাবের নয়,
তারি লাগি যুগে যুগে ভালোবাসা অমর হয়।
ভালোবাসা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন অতি দৃঢ় বিশ্বাস,
না হয় শেষ হবে না যে বুকে জমা অতি দীর্ঘ নিঃশ্বাস।
আমার মনে তোমার নাম তা কি তুমি জানো না,
তাই তো তোমার ভালোবাসি আসফিয়া সুলতানা।

- এমএস মজুমদার , *জেদ্দা থেকে*

স্বপ্নচারিণী

আমার মনের প্রিয়জনটি একটিবার যদি কাছে আসে, প্রাণ ভরে দেখে নিই তারে। তন্ময় হয়ে তার কথা শুনি। কিন্তু কোনোদিন তার চোখে চোখ রেখে ভালোবাসার কথা বলা হয়নি। সে শুধু স্বপ্নে আসে, স্বপ্নে চলে যায়। এমনি আমার স্বপ্নচারিণী। তাকে স্বপ্নেই বার্তা পাঠাতে হয়, যা বলার বলতে হয়। কিন্তু ১৪ ফেব্রুয়ারিতে যদি সে না আসে তবে কি ভালোবাসা দিবসে কাউকেই ভালোবাসা জানাতে পারবো না।

ভ্যালেন্টাইনস ডে-তে যাযাদির সকল পাঠকদের প্রতি রইলো একরাশ ভালোবাসা।

- **খন্দকার নাজিবুল হাসান সপ্তয়** , *রাজশাহী থেকে*

নীলা

অন্যান্য দিনের মতোই রাস্তার পাশে দাড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছি। হঠাৎ পেছন থেকে হাই নির্ঝর, শুনে ঘুরে দাড়াতেই দেখি নীলা। একটি রিকশা আমার ঠিক পাশেই এসে দাড়িয়েছে। মনে হচ্ছে, পৃথিবীটা ভন ভন করে ঘুরছে কিংবা সুনীলের ১০৮টি নীল পদ্ম তখন আমার হাতের মুঠোয়। তারপর থেকে নিয়মিত ক্লাস, নিয়মিত আড্ডা দেয়া আমার প্রতি মুহূর্তের শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো। মাত্র দুই তিন মাসে হয়ে উঠলো সে আমার আত্মার একজন। আড্ডা হয় প্রতিদিন আর স্থায়িত্বও কমপক্ষে দুই ঘণ্টা। শুধু শুক্রবারগুলো কাটে বড় ছটফট করে। আমি জানলাম তার অতীত আর সেও আমার। কিন্তু আজো তাকে বলতে পারিনি নীলা, আমার আত্মায় তুমি ছাড়া কারো বসতি নেই। হয়তো সে বুঝতে পারে। তার নির্লিপ্ত ব্যবহার আমাকে আরো ভীত করে তোলে পাছে না তার বন্ধুত্বকেই হারাই। আজ ১৪ ফেব্রুয়ারি সেন্ট ভ্যালেন্টাইনস ডে। এই ভ্যালেন্টাইনস ডে-তে তাকে জানাই আত্মা নিংড়ানো ভালোবাসার সহস্র গোলাপ।

- **নির্ঝর**, *পার্ক মোড়, রংপুর থেকে*

নূপুর তোমাকে

মেঘ ভালোবাসে আকাশকে। তাই তার কাছে বার বার ছুটে আসে। কিন্তু তাকেও ভূপাতিত হতে হয়। তেমনি আমিও তোমার ভালোবাসা পতিত হয়েছি অনেক দূরে। তা আমার দেহখানি মাত্র। তুমি এখন অন্যের ঘরে। আমার দেহের অভ্যন্তরের মন তোমাকে প্রতি বছর এই ভালোবাসা দিবসে প্রাণভরে স্মরণ করে।

জানি না, তুমি আমাকে কতোটুকু মনে রেখেছো। আমি যে তোমাকে এখনো ভালোবাসি তার প্রমাণ হচ্ছে এই ক্ষুদ্র একটি লেখা। ১৪ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবসে তোমাকে জানাই হাজারো কালো গোলাপের শুভেচ্ছা যা দিয়েই তুমি আমাকে একদিন কাছে পাবার প্রতিজ্ঞা করেছিল। তোমার সুন্দর জীবন আরো সুন্দরতম হয়ে উঠুক। আমি যেন শুধুই বেচে থাকি, এর বেশি কি চাইতে পারি কাছের মানুষ দূরে গেলে!

- **শামসুল**, *মিরপুর, ঢাকা থেকে*

আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবস। এ উপলক্ষে এ চিঠির শুরুতে যাযাদির সম্পাদক শফিকভাইসহ সকল সম্পাদক, লেখক, সমালোচককে আমার প্রাণঢালা ভালোবাসা। ভালোবাসার শক্তি অসীম। ঘৃণার শক্তি সীমিত। ভালোবাসা দিবসে এই অসীম শক্তির প্রেরণায় উজ্জীবিত হোক সাইপ্রাসে অবস্থানকারী লেখক শাহনেওয়াজ বিপ্লব। এবং বায়তুশ শরিফ আদর্শ কামিল মাদ্রাসার ছাত্র সাবেক আজিজুল হকভাই। ভালোবাসা মানুষকে কমিশনার, এমপি, মন্ত্রী ছাড়াও কবি, প্রেমিক, ভিক্ষুক এবং পাগলও বানায়।

ওই পাগলের ভালোবাসায় সিক্ত হোক মুখতার, জিকু, জাবেদ, ওমায়ের, তানশির, আরিফ প্রমুখের হৃদয়। ভালোবাসা মনে শ্রদ্ধার আসন পাকা করে, কৃতজ্ঞতায় উদ্ভাসিত করে মন। শ্রদ্ধেয় কবি জাফরউল্লাহ, কামরুল ইসলাম শিমুল, দেলোয়ার হোসেনভাইকে ভালোবাসা দিবসের শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা।

- **আবদুল কাদের**, *ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম থেকে*

তুই

তোর আর আমার মধ্যে কি আমি জানি না। তবে তোর প্রতি আমার যে অনুভূতি তা যদি ভালোবাসা হয় তাহলে তোকে প্রচণ্ড ভালোবাসি। আমি ভবিষ্যৎ জানি না, জানি না জীবন আমাকে কোথায় নিয়ে দাড় করাবে। তবে কখনো তোর পাশে দাড়াবো না। তুই আমাকে ডাকিস না, কোনো সাড়া পাবি না।

ভালোবাসার অর্থ সারা জীবন কাছে থাকা, পাশে বসা না। ভালোবাসার অর্থ শুধু ভালোবাসা। আমি তোকে সারা জীবন ভালোবেসে যাবো।

- **ডিয়াম**, *বনানী, ঢাকা থেকে*

হৃৎপিণ্ড

নিঝুম সন্ধ্যা কিংবা বর্ষার বিকেলে যদি সেই মানুষটার কথা মনে পড়ে? সে যতোই খারাপ হোক না কেন। তার প্রতি একটা সহানুভূতি আসে। তাকে যতোবার ভুলতে চাই, ততোবারই সে ফিরে আসে।

- **অদৃশ্য আত্মা,** *যশোর থেকে*

ফাহিম

লোভের মাদকতায় তোমাকে, তোমার ভালোবাসাকে ছেড়ে এসেছি। কিন্তু মনটা রেখে এসেছি তোমার কাছে, সত্যিকারের ভালোবাসার কাছে। বারে বারে, প্রতিক্ষণে এ মন সেই প্রথম ভালোবাসাকেই অনুভব করে। জানি, তোমার কাছে ফেরার পথ নেই আমার। কারণ যদি তুমি ফিরিয়ে দাও তবে তো জহিরও ঠাই দেবে না আমাকে। আজ ভালোবাসার দিনে আমার এক জীবনের সবটুকু ভালোবাসা কেবলই তোমাকে, শুধুই তোমাকে।

- **জয়া,** *সাভার, ঢাকা থেকে*

নাম

আমি আর হাছিনা ঠিক করেছি ২০০৪ সালের শেষ দিকে বাচ্চা নেবো। হাছিনা ছেলের নাম ঠিক করে রেখেছে। ছেলের নাম হলো, সোয়াদ সাদমান আরাফ জালার এবং আমি মেয়ের ডাক নাম ঠিক করেছি নিকু, পুরো নাম এখনো ঠিক করিনি।

- জালালউদ্দিন, *কদমহাটা, মৌলভীবাজার থেকে*

বিজয়া

তোমার চাওয়া শুনে আমার মাথায় নিমেষেই বজ্রপাতের শক শুনতে পেয়েছিলাম। তারপরও ডায়রির ভেতর থেকে এক এক করে সবগুলো চিঠি বের করেছিলাম। আমার সামনে সবগুলো তুমি ছিড়লে। তখন আমার কোনো কষ্ট হয়নি। মনে হয় অনুভূতিগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শেষে ফ্লোরে ফেলে নিজ হাতে আগুন ধরিয়ে দিলাম। ছাইগুলো পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখি কালো একটা দাগ পড়ে গেছে। এমন একটা দাগ আমার হৃদয়েও পড়েছে। ফ্লোর ভেঙে ফেললে বা নতুন আস্তরণ দিলে মুছে যাবে সব। কিন্তু আমার হৃদয়ের কালো দাগ কি কখনো শেষ হবে।

- মামুন, *মিরপুর, ঢাকা থেকে*

লিজা

এখন কোথায় তুমি, কোথায় আমি? কে রাখে কার খবর। হয়তো বা বেচে আছো, হয়তো বা নেই! থাকলে সুখে থেকো মোর কামনা এই।

- রফিক, *নারায়ণগঞ্জ থেকে*

মা

পৃথিবীতে আমার মা-ই আমার সব, আমার বাবাও আছেন। কিন্তু বাবা চাকরির কারণে আমাদের তেমন সুযোগ দিতে পারেন না। ভাইবোনদের মাঝে আমি ছোট। তারপরও সবার উপরে আমার মা। এই মায়ের সঙ্গে আমার যতো হাসি, আনন্দ, অভিমান ইত্যাদি। মায়ের সঙ্গে আমি যথেষ্ট ফৃ।

- লোকমান উদ্দীন, *মিরসরাই, চট্টগ্রাম থেকে*

শুভ কামনা

সত্যিকার অর্থে যাকে ভালোবাসা যায় তাকে কোনোদিন অভিশাপ দেয়া যায় না, তার কোনো ক্ষতি করা যায় না। হৃদয়, যেখানেই যে অবস্থায়ই থাকুক, সব সময় চাই ভালো থাকুক, সুখে থাকুক, ওর মনের মতো করে ক্যারিয়ার গড়ুক।

- নিপু, *নারায়ণগঞ্জ থেকে*

বার্লিন প্রাচীর

আমার আবেগ, প্রেম, ভালোবাসা, ক্ষোভ, দুঃখ, চাওয়া-পাওয়া, রাগ, অভিমান, আমার সকল প্রার্থনা শুধু একজনকে ঘিরেই। সে আর কেউ নয়, আমারই রাম্পু আমারই জনম কষ্টের ভালোবাসা। যার ভালোবাসার মাঝেই খুজে পেয়েছি জীবনের উপলব্ধি। যাকে পাবার ব্যাকুলতায় খুজে পেয়েছি জীবনের সৃষ্টিশীলতা। তবুও রাম্পু আমার নয়, আমার হতেই পারে না। কারণ আমি যে বড্ড হতভাগা যার চাওয়া-পাওয়ার বিন্দুপাত্র মূল্য নেই। কারণ আমাদের চাওয়া-পাওয়ার মাঝখানে যেটা

বার্লিন প্রাচীর হয়ে দাড়িয়েছে সেটা হচ্ছে জাত, ধর্ম, হয়তো এখানেই অপরাধী আমি। এখানেই আমার চরম ব্যর্থতা যার মর্মবেদনা আমি ছাড়া এ পৃথিবীর কেউই বুঝতে পারবে না।

এতোটুকু অন্যায় করেনি সে। আমি তো নামে মাত্র সাধারণ একজন মানুষ। আমি একজনের জন্য কেন ওদের জাত যাবে। কেন সমাজে ওদের মাথা নিচু হবে? আমিই যেহেতু রাম্পুকে প্রাণাধিক ভালোবেসেছি, রাম্পুর তীব্রতা আমাকেই দংশিত করুক। চেয়েছিলাম জাত-বিজাতের বৈষম্য, উচু-নিচুর ভেদাভেদ দুমড়ে ভেঙে ফেলতে। জানতাম না যে, আমি আসলেই অক্ষম, ক্ষমতাহীন একজন।

এখন আমার গৃন কার্ড হয়ে গেছে। নিজের পায়ে শক্তভাবে দাড়িয়েছি। তবুও শান্তি নেই, স্বস্তি নেই মনে এতোটুকু। চাইলেই ক্ষমতার দাপটে ওদের স্বাভাবিক জীবনকে কলুষিত করে ফেলতে পারি, প্রচণ্ড ক্ষতি করতে পারি। কিন্তু আমি এটাই শিখেছি, এটাই উপলব্ধি করেছি, যাকে ভালোবাসো তার ক্ষতি করতে নেই।

- শিমুল আহমেদ মইন , *ইটালি থেকে*

যদি মনে পড়ে

আমি জানি কখনো হবার নয়, তারপরেও যদি কখনো কোনো এক চাদনি রাতে আমার কথা মনে পড়ে, তাহলে ওই খোলা আকাশের দিকে চেয়ে দেখো, দেখবে তোমার মাথার ওপর ছোট তারা হয়ে জ্বল জ্বল করে জ্বলছি। কিংবা কোনো এক শীতের সকালে যদি আমার কথা মনে পড়ে। তাহলে তোমার পদতলের ওই দূর্বা ঘাসের দিকে চেয়ে দেখো। দেখবে দূর্বা ঘাসের আগায় শিশির বিন্দু হয়ে ভাসছি। তোমার ভালোবাসার নির্দশন এটি যা আমার নিজের মনের অভিব্যক্তি।

- এম. এইচ মাসুদ, *রিয়াদ থেকে*

মেয়েরা কেন এমন হয় ?

পুরনো স্মৃতি শুধু মনে পড়ে। শুধু ভাবি যাকে এতো ভালোবাসি, ভালোবাসতাম, এখনো ভালোবাসি সে কেন এ রকম ব্যথা দিল। যার জন্য সেন্ট ভ্যালেন্টাইনস ডে-র উপহার দিয়ে ফেরার পথে গাড়ি না পেয়ে রাত এগারোটায় ডাকাতের ভয়কে তুচ্ছ মনে করে আট কিলোমিটার পথ পায়ে হেটে বাড়ি ফিরি। এই কষ্টটাকে তুচ্ছ মনে করি। কারণ আমার প্রেমিকার মন জয় করতে পেরেছি বলে। প্রতি ঈদ নববর্ষ, তার জন্মদিনে তাকে *হলমার্ক* থেকে কার্ড কিনে উপহার দিতাম। জানি না মেয়েরা কেন এমন হয়।

- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, *ইটালি থেকে*

শুভাশীষ

মুন্নী আর ঝুনু সময়ের তিমির হলেও স্বপ্না আমার ভালোলাগার উচ্ছ্বাস দর্পণ। এই ব্যস্তময় প্রবাস জীবনের অন্তর্নিহিত দ্বীপ থেকে তার মঙ্গল কামনাই করছি। এই চলমান ব্যস্ত জীবনে শুভাশীষ ছাড়া তেমন কিছুই যে নেই আমার কাছে।

- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, *জাপান থেকে*

তুচ্ছ মাধ্যাকর্ষণ

সম্পূর্ণ নতুন ও অপরিচিত ছিল। কিন্তু তাকে এখন মনে হয় কতো না আপন। এই আকর্ষণ কোনো জাগতিক বা মহা জাগতিকও নয়। আমার বিশ্বাস, মাধ্যাকর্ষণও এর কাছে তুচ্ছ। আমি চাই সেই ঝড় যেন থেমে না যায়, বরং প্রবল আক্রোশে ফেটে পড়ুক আমার হৃদয় মোহনায়। কেননা ভালোলাগাতেই নিহিত আমার সুখ–শান্তি, আশা–স্বপ্ন আর ভবিষ্যতের রঙিন রামধনু।

- আবু ফাত্তাহ শোভন, *কুমিল্লা ইউনিভার্সিটি থেকে*

S

আমার জানা ছিল না মানুষের এক শরীরে এতো রকম চরিত্র লুকিয়ে থাকে! মানুষ কি করে ছয় সাত বছরের একটা স্বপ্নময় স্মৃতিকে ভুলে যেতে পারে তা ভেবে পাই না। তোমার জীবনে আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে এটা তো জানিয়ে দিলেই পারো। এভাবে লুকোচুরি খেলার কি মানে আছে?

- তোমার R, *সেতাবগঞ্জ দিনাজপুর থেকে*

বন্ধু!

প্রথাবদ্ধ বর্ণমালার বর্ণনার বাহুল্যের অন্তরালে ভালোবাসার মৌলিক রূপ নিক্ষিপ্ত করলাম বলে ভেবো না, এটা কথার মাধুর্য, সাহিত্য রস। কারণ বাস্তবতার স্পষ্টতর রেখা যে ভালোবাসার মধ্যে গভীরভাবে দেখা দেয় সেটা বস্তুত সমগ্র ভালোবাসার মধ্যেও, সমস্ত সাহিত্যের মধ্যেও তার রূপটি ফুটে ওঠে। এবং তার সুরটিও নিজ আত্মায় প্রকাশ করে। তুমি কি আমার হৃদয়ের ব্যাকুলতা বোঝো? বুঝলে উত্তর দিও।

- আনিসুর রহমান টোকন, *মেহেরপুর থেকে*

আলোকিত

আমি এখন ভালোবাসার শুভ আলোয় আলোকিত। নিজেকে তার সামনে মেলে ধরতে আর কোনো জড়তা, কুণ্ঠা বা ভয় নেই। অন্যদিকে সে জানে, এই আমি সেই আমি নই।

- স্বপ্না, *হাজীপুর, মাগুরা থেকে*

মামুন

স্মৃতিগুলো আমাকে ক্রমে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে। জানি না এভাবে কতোদিন বাচবো। খুব প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, মামুন, তবে কি চার বছর ধরে আমার সঙ্গে অভিনয় করেছো? একবারও ভাবলে না এ ব্যথা সহ্য করবো কিভাবে। আমি ভুলতে চাই না তোমাকে। জনম জনম ধরে তোমায় ভালোবেসে যাবো। ভয় নেই, ভালোবাসার দাবি নিয়ে তোমার কাছে যাবো না।

- নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

M

এতোদিন জেনেছি মেয়েরা ছেলেদের ব্যথা দিয়ে থাকে। অথচ আমার বেলায় উল্টো ঘটনা ঘটলো। তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে সার্থক মানুষ। কারণ তুমি আমাকে কাদাতে পেরেছো। তুমি আমার জীবনটা তছনছ করে দিয়েছো। তবুও বলবো তোমাকেই ভালোবাসি।

- S, *শার্শা, যশোর থেকে*

অনুভূতি

কবিতার জন্য হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা
আমি কবিতা–কে ভালোবেসেছি,
এ ভালোবাসা গভীর রাতের, আমার একাকীত্বের, আমার সারা জীবনের,
কবিতা–র প্রথম লাইন দুটো শব্দের নিখুত গাথুনি
আমার আবেগ, হৃদয় ও অনুভূতি দিয়ে অনুভব করেছি।

- বিধানচন্দ্র পাল , *বোদা, পঞ্চগড়*

শিম্মি

প্রতিটি মানুষের একটা নিজস্ব আকাশ থাকে, আমার সে আকাশ তুমি। নিজস্ব যে অরণ্য গড়েছি সেখানে শুধু তোমারই বিচরণ। মিথ্যা বলবো না, আমার প্রতিটি ভোর আসে তোমাকে ভেবেই। রাতে ঘুমের দেশে যাওয়ার সময় যে ভাবনা আমাকে আচ্ছন্ন করে সে শুধুই তোমাকে নিয়ে। তোমাকে পাওয়ার শর্তে পৃথিবীকে হারাতে আপত্তি নেই। তোমাকে ছাড়া বাচবো না, এর চেয়ে বড় কোনো সত্যি নেই।

- নাসিম, *সাভার, ঢাকা থেকে*

ঘোষণা

আজি এ ভালোবাসার দিনে
জানিয়ে দিলাম তোমায়
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভালোবাসা আজ
তোমার তরে, ভালোবাসি যারে।

- নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

অবাঞ্ছনীয়

অপরের জিনিসকে নিজের মতো করে ভালোবাসা যায়। কিন্তু সেই ভালোবাসার প্রতিদানে কাছে রাখা যায় না। আর যে জিনিস ভালোবাসার প্রতিদানে কাছে পাওয়া যায় না তাকে না ভালোবাসাই বাঞ্ছনীয়।

- হাফিজা মিরাজ, *সাতক্ষীরা থেকে*

ইমন

আসলে তোমাদের মতো ছেলেরা ভালোবাসার মর্যাদা দিতে জানে না। যে তুমি আমার জন্য এতো পাগল ছিলে সে তুমি কিভাবে এতো বদলে গেলে? আমি শুধু তোমাকে দূর থেকে দেখি আর মনে করি, এই তুমি কি সেই তুমি যে ছিলে আমার ভালোবাসা! কোনোদিন যদি আমার এই লেখা তোমার চোখে পড়ে তাহলে আমার একটা অনুরোধ, আমার নামে কোনো খারাপ কথা বলবে না।

- লতা, *খুলনা থেকে*

পাষাণী উম্মে

মেয়েরা আসলে ছলনাময়ী, প্রতারক। মেয়েদেরকে বলি, এভাবে ছেলেদেরকে নিয়ে খেলবে না। এতে আপনাদের ক্ষতি। কারণ অনেকে কষ্ট সইতে না পেরে এসিড মারে। আমি এর পক্ষপাতীও নই। যারা এই হীন কাজ করে তাদেরকে ঘৃণা করি।

আমার সেই ভাবীকে বলছি, আপনি আমার জীবনটাকে নিয়ে জুয়া খেলেছেন। এভাবে অন্য কোনো ছেলের জীবন নিয়ে আর খেলবেন না। এটা আমার অনুরোধ। আপনি যে খেলায় মেতেছেন তা আপনার ভবিষ্যৎ জীবনে কাল হয়ে দেখা দেবে। তখন পেছনে ফেরার পথ পাবেন না। এখনো সময় আছে, হয়তো এরই মধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে। তোমাকে কোনোদিনও ক্ষমা করবো না যতোদিন বেচে থাকি এটা আমার ওয়াদা। প্রেমের প্রমাণ হিসেবে চিঠিগুলো রেখে দিলাম।

– নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া থেকে

লেলিহান

বিস্মৃতির অন্তরালে স্মৃতির পর্দা উন্মোচিত হলে
শুধু কুকড়ে কান্না আসে
লেলিহান অগ্নিশিখা হয়ে যায়নি তো ফিকে
এমনি জ্বলছে বারো মাসে।

- ইয়াসমীন, *ইডেন কলেজ, ঢাকা থেকে*

দেবী

তাজমহল গড়তেও চাই না, ভাঙতেও চাই না। সুদিনের অপেক্ষায়।

- সপু *পলাশ, নরসিংদী থেকে*

উজাড় করা

লন্ডনে জাহানারা, তাজু, জামাল, কামাল, মইন, ইব্রাহিম, লাল, রূপ রোষণা, ছালেহা, আদরের জলি, রাজু, সেজু, পলি, শাহনাজ, আমেরিকায় থায়লন, সুপিয়ন, জিলু, জালাল, দুলাল, মৌসুমি, পারভীন, বেবী, ডেজি, ফেন্সি। কুয়েতে ডেইজি, কাসেম, নাসিফ, নওসিন ও নওরিন তোমাদের প্রতি রইলো বাংলাদেশ থেকে সেন্ট ভ্যালেন্টাইনস ডে–র স্মরণে প্রীতি শুভেচ্ছা এবং অন্তরের অন্তস্থল থেকে উজাড় করা গভীর ভালোবাসা।

- ধনু মিয়া, *কাদিরপুর, মৌলভীবাজার থেকে*

বিষাদের ভাজে

ভালোবাসা দিয়েছিলে অন্তহীন চিঠি ভরে। তোমার বদলে এখন তোমার স্মৃতিরা আছে। কথাগুলো জমা আছে বিষাদের ভাজে। অপেক্ষায় নষ্ট সময় মনে পড়ে বারে বারে। আমার জীবন কাটে ঠিক এমনিভাবে। তাই তো ভালোবাসা দিনে। প্রিয় যাযাদির মাধ্যমে তোমাকে হৃদয় থেকে ভালোবাসা ও গোলাপের শুভেচ্ছা জানাতে বড্ড ইচ্ছা করে।

- মোহাম্মদ আলী স্বপন , *সিঙ্গাপুর থেকে*

শুধুই তুমি

যার শূন্যতা, ভালোবাসা প্রতি মুহূর্তে আমাকে অস্থির করে তোলে, যার চিঠি এবং টেলিফোনের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করি সে শুধুই তুমি।

- **এম.ডি.এইচ.এস**, *ঢাকা থেকে*

মিমি

ভালোবাসা দিবসে ভালোবাসার শুভেচ্ছা নিও। মিমি ভালোবাসা দিবসে তোমার হাত ধরে হাটতে মনটা আমার ব্যাকুল হয়ে আছে। মিমি, ইফ ইউ ওয়েট ফর মি অনলি ফাইভ ইয়ারস, তাহলে যে কেরেই হোক তোমাকে আমার সোনা বৌ করে তুলবো।

- **রুবেল্** *পাবনা থেকে*

প্রেম বর্জিত শহরের আস্তাবল থেকে

অজন্তা! আজ ১৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ভালোবাসা দিবস। আজকের এই দিনে আমার গোলাপ বাগানের প্রিয় গোলাপগুলো অনেকটা ঘুম ঘর থেকেই চুরি জহয়ে যাবে। শেষ রাতে সূর্যের ঈর্ষায় জ্বলে-পুড়ে বৃক্ষের ডাল হতে ঝরে পড়া বেলি আর জুই ফুটবে রমণীর খোপায়। আর বিকেলের রোদগুলো যখন জোড়া-জোড়া ভালোবাসা এবং চুমোয় চুমোয় শহরের পার্কগুলোতে ফুটবে, আমি তখন হাজার হাজার মাইল দূরত্বের এক প্রেম বর্জিত শহরের আস্তাবল থেকে নেড়ি কুকুরের মতো আর্তনাদ করে উঠবো, হ্যাপি ভ্যালেন্টাইনস ডে।

- **হৃদয়** *মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে*

হাসান

তুমিই তো প্রথম আমাকে ভালোবাসার নাম শুনিয়েছিলে। তবে আজ কেন দূরে সরে গেলে? কিন্তু জেনে রেখো, যতো দূরেই তুমি থাকো না কেন, আমি শুধু তোমাকেই ভালোবেসে যাবো মরণের আগ পর্যন্ত।

- **সানজিদা সুলতানা** , *দেবিদ্বার, কুমিল্লা থেকে*

নীলিমা

একদিন আমি আর আমার বন্ধু হাটছি। হঠাৎ দেখতে পেলাম নীলিমা তার বন্ধুর সঙ্গে রিকশাতে যাচ্ছে। কিন্তু তখন যে ভালো লাগার অনুভূতি পেলাম তা কোনোদিন ভুলতে পারবো না। এটাই নীলিমার সঙ্গে শেষ দেখা। জানি কোনোদিন হয়তো তাকে খুজে পাবো না তবু কল্পনার পটে যখন সেই চিরচেনা শান্ত-স্নিগ্ধ নীলিমার মুখটা ভাসে, আশ্চর্য ভালোলাগায় মনটা আচ্ছন্ন হয়। তাই তো এতো বছর পরও আমার অনুসন্ধানী চোখ তাকে খুজে বেড়াচ্ছে। তাকে আমি খুজে যাবো আমৃত্য নীরবে-নিভৃতে।

- **নাম ও ঠিকানা প্রকাশ অনিচ্ছুক** , *ঢাকা থেকে*

সমান্তরাল

আমরা দুজনে সমানভাবেই একে অন্যকে অনুভব করি। কিন্তু বাস্তবতার কারণে সেটাকে ভালোবাসায় রূপ দিতে পারছি না। প্রিয় পাঠক বলবেন কি? বাস্তবতার এ দেয়াল কিভাবে ভাঙবো?

- **নবীন চৌধুরী**, *কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা থেকে*

পাগলি বৌ

সূচনা আমার জান, আমার প্রাণ।
সূচনা আমার প্রেম, আমার ভালোবাসা।
সূচনা আমার হৃদয়ের স্পন্দন।
সূচনা আমার জীবনের দুর্গম চলার পথের সঙ্গী।
সূচনা আমার গর্ব, আমার অহংকার।
সূচনা আমার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।
সূচনা আমার স্বপ্ন, আমার কল্পনা।
সূচনা আমার পাগলি বৌ।

- **এ নেওয়াজ**, *রিয়াদ সউদি আরব থেকে*

মুক্তা

যদি কারো মুখে পাও আমার মরণ খবর, দূর থেকে হলেও দেখে যেও আমার কবর।
আমার প্রেম ছিল কতোটা খাটি সেই কথা জেনে আমার কবরে দিও এক মুঠো মাটি।
আমি মরে গেলে তুমি যাবে আমার কবরের পাশে অথবা প্রার্থনার জন্য যাবে বলতে, মনির, ভালোবাসি তোমাকে।
আমি মৃত্যুর আগের সময় পর্যন্ত বলে যাবো। মুক্তা, ভালোবাসি তোমায়, তোমাকে হারিয়ে আমি আমার মরণ চাই।
আর এটাই আমার শেষ চাওয়া।

- **মোহাম্মদ মনির হোসেন**, *নারায়ণগঞ্জ থেকে*

সারাক্ষণ

২১ তারিখ সকাল থেকেই অস্থির ছিলাম। অবশেষে দুপুরের দিকে ওরা এলো শরীয়তপুরে। দেখা হওয়ার মুহূর্তে দুজন সামান্য একটু হাসলাম। কিন্তু কোনো কথাই যেন কারো মুখ দিয়ে বের হলো না। আমরা সবাই মিলে দুপুরে আমার ফুপুর বাড়িতে খেলাম, তারপর ঝটপট তৈরি হতে শুরু করলাম। কারণ বিকেলে শুরু হবে অনুষ্ঠান। আমার ছোট বোন আমাকে একটি শাড়ি দিয়ে বললো, এটা শাহীনভাইয়া তোমার জন্য এনেছে। পরে শুনেছি শাড়ি কেনার ইতিহাস। শাড়িটি পরেই আমি অনুষ্ঠানে গেলাম।
অনুষ্ঠানে এসে একটু নির্জনতা পেলাম। আমি কোনো কথা না বললেও শাহীন অনবরত কথা বলে যেতে লাগলো। সব কথাই ছিল দীর্ঘ দিন বিচ্ছেদ শেষে আজ মিলনের আনন্দের বর্ণনা। শাহীন কয়েকদিন শরীয়তপুর বেড়ালো, তারপর আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকায় ফিরে এলো। ওর অস্থিরতার

জন্য সেখানে আমার চাকরি করা হলো না। ওর ইচ্ছে সারাদিন, সারাক্ষণ আমি ওর কাছে থাকি। আমারও তাই ইচ্ছে প্রতিটি দিন, প্রতিটি সুন্দর ক্ষণ শুধু নয়, প্রতিটি ভ্যালেন্টাইনস ডে আমরা এক সঙ্গে কাটাই।

- **জেসমিন আক্তার মুক্তা** , *ঢাকা থেকে*

সবার উপরে

অঞ্জলি ভেবেই পাচ্ছে না, আজ তার জন্মদিনে আশফাক ঠিক কি সারপ্রাইজ দেবে। প্রায় চার বছর হলো আশফাকের সঙ্গে পরিচয়। এ সময়টাতে তাকে যতোই দেখেছে ততোই মুগ্ধ হয়েছে অঞ্জলি। মূলত আশফাকের ব্যক্তিত্বই বেশি আকর্ষণ করে অঞ্জলিকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে ভাবে, ইশ, যদি তাকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পেতাম! না, না তা ভাবা পাপ। আশফাক মুসলমান আর সে হিন্দু। এ সম্পর্ক হবার নয়। নিয়তিকে দোষে, কেন যে হিন্দু হয়ে জন্মালাম। চোখের কোণ দিয়ে দুফোটা জল গড়িয়ে পড়ে।

হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ, অঞ্জলি।

আশফাকের ভরাট কণ্ঠ শুনে অপ্রস্তুত হয়ে চোখ মোছে অঞ্জলি।

কি ব্যাপার, আজকের এই খুশির দিনে চোখে জল?

না, কিছু না। তা মশাইয়ের সারপ্রাইজটা কি আধ ঘণ্টা লেট করে আসা?

ভেরি ভেরি সরি, ক্ষমা চাচ্ছি! তোমার জন্য পাত্র ঠিক করে ফেলেছি। কেমন সারপ্রাইজ বলো তো?

ঠাট্টা রাখো তো!

বিলিভ মি! ঠাট্টা নয়, একেবারে সত্যি। পাত্র এখন স্বয়ং তোমার সামনে দাড়িয়ে।

অঞ্জলির হার্টবিট মিস হলো। চোখ তুলে তাকালো আশফাকের দিকে, এই মুহূর্তে সিরিয়াস দেখাচ্ছে তাকে।

অঞ্জলি, আই লাভ ইউ!

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলো না অঞ্জলি। কি বললে!

বিশ্বাস করো অঞ্জলি, আমি তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকে ছাড়া বাচবো না।

আশ্চর্য এক ভালোলাগার অনুভূতি ছুয়ে যায় অঞ্জলির দেহ, মন। কিন্তু এ হয় না আশফাক। পরিবার, সমাজ কেউই আমাদের ভালোবাসার স্বীকৃতি দেবে না।

বি প্র্যাকটিকাল অঞ্জলি। আমরা দুজনেই প্রাপ্ত বয়স্ক। স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার আমাদের রয়েছে। জন্মের ওপর তো আমাদের হাত নেই। সবার উপরে মানুষ পরিচয়টাই মুখ্য, ধর্মের ব্যাপার এখানে গৌণ। অঞ্জলি, তুমি পাশে থাকলে দেখো, আমরা সকল প্রতিকূলতাকে জয় করবোই। কি, আসবে না আমার সঙ্গে? আশফাক হাত বাড়িয়ে দেয়।

অঞ্জলি চোখে এখন আনন্দের কান্না। আশফাকের চোখে চোখ রাখে অঞ্জলি, নিজ হাতটা উঠিয়ে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরে সেই বাড়ানো হাত। ভালোবাসা ধর্ম-বর্ণ-জাতি-সম্প্রদায় মানে না, আরো একবার প্রতিষ্ঠিত হয় সে সত্য।

- **নীড়** *ময়মনসিংহ থেকে*

প্রিয় ডলি

আমার অব্যক্ত কথাগুলো তোমাকে অনেকবার শুনিয়েছি। আমি তোমাকে ভালোবাসি এটাই সত্য। কিন্তু ভালোবাসা দিবসে আমরা একে অপরের অনেক দূরে অবস্থান করছি। তাই লাভ সিটি থেকে তোমাকে জানাচ্ছি আমার ভালোবাসা। তোমার ভালোবাসার অপেক্ষায় রইলাম যতো দিন বেচে আছি।

- মনির, *রাজশাহী থেকে*

রিনা

কথা দিয়েছিলে এক বছর পর এই ভালোবাসা দিবসে রমনার *ক্ষণিকের মিলন* গাছের নিচে দেখা হবে। জানি তুমি ভুলে গেছো। এখন তুমি অনেক উচু পদের মানুষের সঙ্গে চলাফেরা করো। আমাকে এখন আর তোমার সঙ্গে মানায় না।

যদি কখনো আমাকে প্রয়োজন হয় ডেকো। তোমার জন্য কাব্যের হৃদয় দুয়ার উন্মুক্ত।

- কাব্য, *কারওয়ানবাজার, ঢাকা থেকে*

সুজনা

কল্পনাগুলো গাঢ় উজ্জ্বল হয়ে ডানা মেলেছি আর আমি উড়ছিলাম। ইতিমধ্যে প্রেমিক–প্রেমিকার সম্পর্ক ছাড়াও আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তার সেতুবন্ধন গড়ে উঠলো। হঠাৎ এক ঝড় এসে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। স্বপ্নগুলো বেলুয়াচুড়ির মতো খান খান হয়ে ভেঙে যায়। ভেবে পাই না আমার কি দোষ ছিল, আমার ভালোবাসায় তো কোনো খাদ ছিল না। হতাশায় ডুবে যেতে থাকি অন্ধকার জীবনের দিকে। হতাশার মাঝেও কখনো কখনো মনে হতো দিন তো ফুরিয়ে যায়নি। আমার হৃদয়ের চাওয়ার তো খাদ নেই। সুজনার ভুল একদিন ভাঙবেই। সেদিন সুজনা নিশ্চয় ফিরে আসবেই। আমার বিশ্বাস মিথ্যা হয়নি। সুজনা এখন আমারই অস্তিত্বের সবটুকুতে।

- খাজা ফখর উদ্দীন আলী আহমেদ , *ঠিকানাবিহীন*

মা- বাবাহারা

শামীম কয়েকদিন পর একটি চিঠি পাঠায় তাতে লেখা ছিল আমি যেন ওকে ফিরিয়ে না দিই। আমার তখন পরীক্ষা ছিল। তাই আর উত্তর পাঠানো সম্ভব হয়নি। পর পর পাচটা চিঠি আসে আমি তার কোনো উত্তর দিই না। তারপর থেকে আমরা কেউ কাউকে লিখি না। শুধু মাঝে মধ্যে ফোনে কথা হয়। তার বেশ কিছু দিন পর শামীমের এক বান্ধবী আমাকে খুব অনুরোধ করে বলে, আমি যেন ওকে বিয়ে করি, আমার স্বপ্ন নিয়ে শামীম বেচে আছে। আমি ছাড়া পৃথিবীর কেউ ওকে বুঝবে না। শামীমের কথাগুলো ওর বান্ধবী আমাকে বলে যা শামীম মুখে বলতে পারেনি।

আমি কি পারবো নিষ্ঠুর পৃথিবীর সমস্ত বাস্তব উপেক্ষা করে শামীমের পাশে দাড়াতে? আমি যে মা বাবাহারা একজন মানুষ। আমি কি পারবো ভাইবোনদের অবাধ্য হতে? যাদের মা নেই তারা তো আমার এই কষ্টটা একটু বেশি বুঝবেন।

- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, *ঢাকা থেকে*

সুযোগ পেলে

আমি একজনকে ভালোবাসি, তাকে সে কথা মুখ থেকে বলা হয়নি। জীবনে বলা হবে কি না জানি না, সুযোগ পেলে অবশ্যই বলবো। তাকে আমার প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসি।

- **জাহিদ,** *কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে*

ইরাবতী

আমার সমগ্র সত্তা জুড়ে তোমার উপস্থিতি। আমার কবিতা, গান, উপন্যাস সবখানেই তুমি। এমনকি মেডিটেশনে মনের বাড়ির ড্রইংরুমে সবুজ শাড়ি, নীল টিপ, আদুল পা, খোলা চুলে হাজির হও তুমি। অথচ হাত বাড়িয়ে তোমাকে আমি ছুতে পারি না। এ কেমন খেলা ইরা?

- **নীরজ,** *সিলেট থেকে*

ইমন

আমি তোমার ছিলাম, আছি এবং পৃথিবীর শেষবেলাতেও তোমারই থাকবো। আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি, তুমি এতো ভালো কেন বলো তো?

- **দোলা,** *দিনাজপুর থেকে*

U

আমি তোমাকে ভালোবাসি এটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। এখানে বাধা দেয়ার কোনো অধিকার তোমার নেই, বিনিময় দেয়ারও প্রয়োজন নেই।

- **বাবু** *লালবাগ, ঢাকা থেকে*

প্রত্যাশা

আজ এই ভালোবাসা দিবসে আমার হৃদয়ের সকল পুঞ্জিভূত ভালোবাসা কান্তাভাবীর সমীপে নিবেদন করলাম। সেই সঙ্গে আলমগীর ও তার সহধর্মিণীকে জানাই একগুচ্ছ লাল গোলাপের সুবাসিত শুভেচ্ছা। তার মাধ্যমেই পেয়েছি এ ভাবীর দেখা। ভাবী কি আমার এই ভালোবাসাকে তার নিভৃত হৃদয়ে এতোটুকু স্থান দেবে? সেই প্রত্যাশায় রইলাম।

- **মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম,** *চট্টগ্রাম থেকে*

রুমেলভাইয়া

শুনলাম তোমার বিয়ের জন্য পাত্রী দেখা হচ্ছে। তুমি সুখী হও এই কামনা করি সারা জীবন। আজকে আমাদের বাড়িতে তোমার আসার কথা ছিল। তোমাকে দেখার জন্য আমার মন খুব উদগ্রীব ছিল। কিন্তু তুমি এলে না। কেন এলে না তুমি? তোমাকে যে আমার খুবই দেখতে ইচ্ছে করছে। শুনেছি, তুমি নাকি চার মাস ঢাকায় থাকবে। তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না অনেক দিন। আমার সামনে পরীক্ষা। অথচ সকাল, সন্ধ্যা, দুপুর, বিকেল এমন কোনো মুহূর্ত নেই যে, তোমাকে আমার মনে পড়ে না। জানি না ভালোবাসার এ কোন চক্রে পড়লাম। এসব থেকে দূরে থাকার চিন্তা করেছি ছোটবেলা থেকেই। কিন্তু আমার যে কি হয়েছে, শুধু তোমার কথা মনে পড়ে।

আমাদের সকলেরই জীবন তো একটা। আর এই জীবনে যাকে ভালো লাগবে তাকে কেন পাবো না? একজনকে পছন্দ করি। কিন্তু আরেকজনকে বিয়ে করতে হবে এ কেমন জীবন আমাদের? এ কুড়ি

বছর বয়স পর্যন্ত এই প্রথম কাউকে আমার ভালো লাগলো, তাকে কখনো জানাতে পারবো না যে, আমি তোমাকে পছন্দ করি। এ কেমন নিয়ম–নীতি আমাদের সমাজের? তাহলে ভালোবাসা কি শুধুই কচুপাতার ওপর দোলায়িত এক বিন্দু পানি? আমাদের পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থার জন্য আমরা মেয়েরা অনেক কিছুই মুখ ফুটে বলতে পারি না।

তোমাকে ভালোলাগে – আমার এ কথাগুলো কি শুধু আমার স্বপ্নই হয়ে থেকে যাবে?

- নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

ঝর্ণা

যদি এই লেখাটি তোমার চোখে পড়ে আর যদি লেখাটি পড়ে তোমার চোখের দুই ফোটা জল তুমি ফেল, তাহলেই মনে করবো তুমি আমাকে ভালোবাসতে কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারোনি। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তোমার জন্য অপেক্ষা করবো। আমার মৃত্যুর পর তুমি আমাকে চিনে নেবে আত্মার আত্মীয়তায়।

- R, *চট্টগ্রাম থেকে*

K

তুমি কেন এতো রাগ করো আমার সঙ্গে? আসলে আমি বুঝতে পারি না, কখন কি বলি। প্লিজ, এই ভ্যালেনটাইনস ডে–তে তুমি আর রাগ করে থেকো না। আমি চিঠি লিখে তোমার উত্তরের অপেক্ষায় থাকলাম।

- ইসমত আলম রেশমা, *রংপুর মেডিকাল কলেজ থেকে*

ভালোবাসার রাত

আমি নিশ্চিন্ত মনে হোটেলের রুমে ঢুকেই দরজা লাগিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। কল্পনায় রূপার চিঠি নিয়ে ভাবছিলাম এ চিঠিতেই রূপার এবং আমার দশ বছরের ভালোবাসার ঝড়ঝঞ্ঝা, সাফল্য, ব্যর্থতার শেষ সিদ্ধান্ত। ওর – আমার প্রেমের স্মৃতি রোমন্থন করে শিহরিত হচ্ছিলাম। এর মধ্যেই ভাবনার ছেদ পড়লো। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ, খুলতেই ওয়েটারের সহাস্য প্রশ্ন কিছু লাগবে ভাই? লাগলে বলুন। এখানে...

বিস্তারিত বর্ণনায় বুঝিয়ে দিল আমি এ হোটেলেই পঞ্চাশ থেকে একশ টাকার বিনিময়ে সারা রাত অফুরন্ত ভালোবাসা পাবো। এ ভালোবাসার জন্যই কি এক যুগের সঞ্চিত ভালোবাসা হৃদপিণ্ডে জিইয়ে রেখে নিজকে রক্তাক্ত করেছি অনবরত! প্রচণ্ড বৃষ্টির রাতে ওকে বারান্দায় একা পেয়েও বন্য হইনি।

যাহোক, ওয়েটারকে কিছু লাগবে না বলে ফেরত দেয়ার পর আধঘণ্টা পর আব্বার বয়সী একজন এসে একই প্রস্তাব দেয়। জীবনে প্রথম কোনো আবাসিক হোটেলে রাত যাপনের অভিজ্ঞতা নিয়ে আর দেরি না করে হোটেল থেকে বের হয়ে আসি।

রেল লাইনের কংক্রিট, রড, পাথরের মাঝে আবেগী দুনিয়ার বাস্তবতা দেখতে থাকি। এরপর রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে ট্রেন আসে। বন্ধুকে অনেক মানুষের ভিড় থেকে খুজে বের করি। ওকে নিয়েই নির্ঘুম রাত শহরে হেটে হেটে একটি নির্মল, সুন্দর সোনালি সকাল এবং ভালোবাসার চিঠির জন্যে

অপেক্ষা করতে থাকি। কতোটা আবেগী ভালোবাসার তাড়নায় ওই রাতে নির্ঘুম কাটিয়েছিলাম রূপা আজো জানতে পারেনি।

- **নিজামউদ্দিন,** *জেদ্দা থেকে*

ইন্দোনেশিয়ান

আমি যখন সিঙ্গাপুর ছিলাম তখন একটি মেয়েকে ভালোবাসতাম। মেয়েটিও আমাকে খুব ভালোবাসতো। মেয়েটি ছিল ইন্দোনেশিয়ার। খুব সুন্দর মেয়ে। সিঙ্গাপুর ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা করতো। মেয়েটির বাসা আর আমার বাসা পাশাপাশি ছিল। প্রতিদিন ওর সঙ্গে দেখা হতো কাজে যাওয়ার সময়। ও মাঝে মধ্যে আমাকে ফলো করতো আমিও মেয়েটিকে ফলো করতাম। এভাবে আস্তে আস্তে আমার সঙ্গে পরিচয় হয়।

একদিন ওর নাম জিজ্ঞাসা করি।

ও বললো, আগে আমার নাম বলতে।

আমি বললাম, আমার নাম পদ্ম।

ও বললো, আমার Winney.

এভাবে মেয়েটির সঙ্গে আমার খুব ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠে।

একদিন মেয়েটি আমার হাতে একটি চিরকুট দিয়ে বললো, আজ আমি খুব ব্যস্ত কথা বলতে পারবো না। Dont mind. OK.

মেয়েটি চলে যাবার পর আমি সেটি খুলে দেখি তার মধ্যে লেখা আছে –

Dear.
Man loves money.
Bee loves honey.
Rose loves dew.
But I love you.

- **পদ্ম,** *কোরিয়া থেকে*

অভিভূত

আমার ব্যক্তিগত ছোট একখানি লাইব্রেরি রুম আছে। নাম *লি গ্রন্থ সমাহার।* বর্ষপূর্তি ১৫ এপৃল ২০০২। আমার ক্লাসমেট শিল্পী আচার্য। সে ১৩ এপৃল বই কেনার জন্য টাকা দিয়ে বললো, আমি পূজার কারণে তোমার লি গ্রন্থ সমাহারের বর্ষপূর্তি দিনে থাকতে পারবো না। তুমি তোমার পছন্দ মতো বই কিনে নিও। এ আমার লি গ্রন্থ সমাহারের বর্ষপূর্তি দিনের উপহার। শিল্পীর সঙ্গে আমার তেমন ঘনিষ্ঠতা নেই। ওর প্রয়োজন হলে আমার রুমে এসে বই, নোট নিয়ে যায়। ক্লাসে সামান্য মাঝে মধ্যে কথা হয়। উদ্বোধনী দিনে আমার অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে সেও এসেছিল। ছবিও আছে সবার সঙ্গে। আমি ভাবতেও পারিনি একটা বছর সে মনে রেখেছে ১৫ এপৃল আমার লি গ্রন্থ সমাহারের বর্ষপূর্তি। আমি স্রোতস্বিনী ভালোবাসায় ভেসে যেতে থাকলাম। অভিভূত হলাম, লি গ্রন্থ সমাহারের প্রতি ওর ভালোবাসা দেখে।

- **লি প্রিয়তমা,** *সুলতানপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে*

মায়া

আমি জানি আমার এই লেখাটি অবশ্যই চোখে পড়বে। আমি বিশ্বাস করি যে, আমার ভালোবাসার পত্রিকা (তোমারও প্রিয়) ভালোবাসা দিবসের *ভালোবাসা* সংখ্যায় আমাদের ভালোবাসার এই সাধারণ কথাগুলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার মনের পরিবর্তন হবে এবং আমার সীমাবদ্ধতার দিকে না তাকিয়ে আমার ভালোবাসার দিকে তাকিয়ে তুমি ফিরে আসবে। আমি এও বিশ্বাস করি যে, যাযাদির প্রতি আমার ভালোবাসাই তোমাকে ফিরে পেতে আমাকে সহায়তা করবে। সেই অপেক্ষায় রইলাম।

- **নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক,** *টাঙ্গাইল থেকে*

F

যদিও ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ থেকে বাংলাদেশে ভ্যালেন্টাইনস ডে পালিত হওয়া শুরু হয় ভালোবাসা দিবস হিসেবে কিন্তু প্রিয়জন না থাকাতে শুভেচ্ছা জানাতে পারিনি নয়টি বছর। গত বছর স্বদেশের মাটিতে সন্ধান পেলাম আমার প্রিয়জন তোমাকে। তাই ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ সালে প্রথম ভালোবাসার শুভেচ্ছা জানালাম তোমাকে।

- **আমিন,** *ইটালি থেকে*

সোনিয়া

তোমাকে যদি কাছে না পাই, শূন্য হয়ে যাবে আমার সবই। আমারই বুকে যদি তুমি না থাকো, আধারে হারাবে আমার সবই।

- **খোকন,** *বন্দারহাট, চট্টগ্রাম থেকে*

রনি

২০০৩ সালের ভ্যালেন্টাইনস ডে-তে তোমাকে জানাই সারা পৃথিবীর যতোটুকু ভালোবাসা আছে সবটুকু তোমার জন্য। এবং আমার হৃদয় মন্দিরে লুকিয়ে রাখা যতোটুকু ভালোবাসা আছে সবটুকু ভালোবাসা তোমার জন্য।

- **হাজি বাসার,** *সউদি আরব থেকে*

কান্তা

আমাদের অলিখিত বাসর রাতটি জীবনের পাতা থেকে মুছে দিলাম। সুস্থ থেকো, ভালো থেকো।

- **আরিফ হাসান,** *ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে*

উদ্দেশ্যহীন বাতাস

কেমন আছো, কোথায় আছো জানি না। শীতের শুরুতে অন্তরের অন্তস্থল থেকে শুভেচ্ছার আভাস রইলো। কোনো এক বসন্তের পাগলা হাওয়ার সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার। পড়ার ফাকে বলেছিলে একদিন, ভালোবেসে ফেলেছি তোমায়।

কিন্তু তা তো বলোনি, ভালোবাসি বাক্যটি বসন্তের মতোই ছিল ক্ষণিক। কেন একটি কোমল হৃদয়ের রক্ত ঝরালে বন্ধু? আমি তো আমার পৃথিবীতে সুখেই বিচরণ করছিলাম। আমার অপরাধ কি ছিল বলতে পারবে বাতাস? হ্যা, বলতে পারবে একটি হৃদয়ে রক্ত ঝরানোই তোমার অভ্যাস, প্রতারণার

মধ্যেই যার বাস। তোমার পথ চলার কাটা হতে চাই না। তুমি সুখে থেকো, ভালো থেকো, কোনো এক পল্লীগ্রাম থেকে এটাই চাই।

- **ফাতেমা লিপি** *নবীনগর থেকে*

ছোট ভাইকে বলছি

জীবনের সব চলা, সব ছন্দপতন তোকে ঘিরে। দিন যায় দিন আসে আর এই যাওয়া–আসার পবিত্রময় একই পথে মন দিয়ে চলার কথা ছিল আমাদের। কিন্তু... আসছে ভালোবাসা দিবসে তোকে দূর থেকে বলি, হ্যাপি ভ্যালেন্টাইনস ডে। ভালো আছি, ভালো থাকবি।

- **তুলি,** *শার্শা, যশোর থেকে*

লিমন

তোমাকে প্রচণ্ডভাবে ভালোবেসে ফেলেছি। এই ভালোবাসার কথা তোমাকে অনেকবার বলার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু লজ্জায় বলতে পারিনি। যতোদূর সম্ভব তুমিও আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসো। হয়তো আমাকে হারানো বা অপমানের ভয়ে তুমি ভালোবাসার কথাটা বলতে পারছো না। তাই তোমাকে সাহস যোগানোর জন্য আমার এই ছোট আবেদনটুকু যাযাদি *ভালোবাসা* সংখ্যায় তুলে ধরছি। এই লেখাটি তোমার দৃষ্টিগোচর হলে সামনাসামনি কথা বলো। কেমন?

- **দিলারা**, *দিনাজপুর থেকে*

পান্না

মন খারাপ করো না প্রিয়তমা। তোমাকে তো ভালোবাসতে চাই পরিপূর্ণভাবে। কিন্তু আমি কি করবো বলো, লক্ষ্মী–সোনা? মন যে চলে যেতে চায় অন্য কোথাও। তারপরও তোমাকে ভালোবাসি। বাসতে ইচ্ছা করে। ইচ্ছা করে পৃথিবীর সমস্ত ভালোবাসা উজাড় করে শুধু তোমাকেই দিই। পারি না। এ আমার চরম ব্যর্থতা। ভালোবাসা দিবসে তোমার জন্য রইলো আমার হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা। ভালো থেকো। যদি অবসর হয় তাহলে আমাকে ভালোবেসো। জামিলকেও আমার পক্ষ হতে ভালোবাসা জানিও।

- **মিতুল**, *বোয়ালমারী, ফরিদপুর থেকে*

মিতু

তোমাকে ভালোবাসার কারণে আজ আমি দেশ ছাড়া। পারিবারিক শান্তি বিনষ্ট হতে পারে। তাই আড়াই বছরের প্রবাস জীবনে একটি চিঠিও দিইনি তোমাকে। কিন্তু বিশ্বাস করো, এক মুহূর্তের জন্যও তোমাকে ভুলতে পারিনি। প্রতিটি নিঃশ্বাসে তোমার কথা মনে পড়ে। সারাক্ষণ শুধু তোমার কথা ভাবি। প্রতি রাতে স্বপ্নে দেখি তোমাকে। তুমি কি আমার কথা একটুও ভাবো? নাকি ভুলে গেছো? আজ ১৪ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবসে তোমাকে জানাই একরাশ প্রীতি ও লাল গোলাপের শুভেচ্ছা।

- **আয়াতুল্লাহ** , *জেদ্দা, সউদি আরব থেকে*

রওশন

যেখানেই থাকো ভালো থেকো। সুখে না হয় দুঃখে আমায় ডেকো। ভালোবাসার এই দিনে যদিও তোমার থেকে আজ আমি অনেক দূরে। ভেবে নিও তবুও আছি, থাকবো তোমারই খুব কাছাকাছি।
When you have problems, remember me. I will always be beside you.

- হৃদয় (আর স্কয়ার) , *রিয়াদ থেকে*

পার্লি

তুমি বলো, আমাকে ভুলে যাও, তাতে তোমার মঙ্গল হবে। কিন্তু কি করে ভুলি বলো? তুমি যে আমার রক্তে মিশে আছো। তাই তোমাকে ভুলতে হলে আমার শরীরের সমস্ত রক্ত ধুয়ে ফেলতে হবে। সেটা কি সম্ভব বলো?

- কচি ডাব, *বানিয়াচর, গোপালগঞ্জ থেকে*

লিপি

ভালোবাসা দিবসে তোমার কাছে আমার প্রশ্ন, কি এমন অপরাধ করেছি যার কারণে নিজেকে খুব হীন মনে হচ্ছে। তোমাকে ভালোবেসেছি বলেই কি আমার অপরাধ? তবে ক্ষমা করো। তোমার যোগ্য করে নিজেকে তুলতে পারলাম না বলে খুব কষ্ট হলেও নিজেকে আড়াল রাখার চেষ্টা করছি। তাই বিয়ের অনুষ্ঠানে বাড়িতে থেকেও যাইনি।

তোমাকে ভালোবাসি ভাবতে খুব ভালো লাগে আমার। কিন্তু কষ্ট পাই যখন মনে হয় আমার এই ভালোবাসা নিরর্থক। ভালোবাসার কষ্ট কাকে বলে তার পুরোটাই তোমার কাছে থেকে পেয়েছি। তারপরও কোনো অভিযোগ নেই আমার। পৃথিবীর সব সুখ ভালোবাসার বুকে ধারণ করে বেচে থাক এ আমার আমরণ প্রত্যাশা। তোমাকে ভালোবেসে পেলাম অবহেলা, বঞ্চনা, তারপরও ভালোবাসা দিবসে তোমার জন্য আমার সবটুকু ভালোবাসা।

- A, *ময়মনসিংহ থেকে*

তুমি কি পারবে ?

তুমি হয়তো কখনো কোনোদিন জানবে না যে তোমাকে ভালোবেসেছিলাম। অথচ তোমার চিন্তায় সহস্র রাত আমার কেটেছে নিদ্রাহীন। আমার বিষণ্নতায় কবরের বুকে জমেছে কান্না। যদিও হৃদয়ে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে তবুও তোমাকে ভালোবাসি তা বলতে পারিনি। কতোবারই বলতে চেয়েছি, মনে হয়েছে তুমি পারবে না। তুমি কি পারবে? তুমি কি পারবে আমাকে ভালোবাসতে?

- R, *যশোর থেকে*

অপেক্ষায়

প্রিয়তমা মণীষা, তুমি আমার হৃদয়ের সীমাহীন আকাশে চিরদিনই ধ্রুবতারার মতো চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। হয়তো কোনোদিনই তোমাকে আপনজন করে বুকে টেনে নিতে পারবো না। তবুও শেষ নিঃশ্বাস থাকা পর্যন্ত তোমাকে কিছুতেই ভুলতে পারবো না। জানি না, ক্ষুদ্র পরিসরের এই জীবনে তোমার সঙ্গে আর কোনো মিষ্টি আলাপ হয় কি না। জানি না, আমার হৃদয়ের লুকানো এই কথাগুলো

কোনোদিন তোমাকে বলতে পারি কি না। তবুও তোমাকে শেষ কথাটা বলার জন্য জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করে যাবো। আমার কথাটা যদি এই জানমে তোমাকে নাও বলতে পারি তাহলে তোমার কাছে আমার এই শেষ অনুরোধ, পরজনমে হলেও তুমি আমার কথাগুলো শুনবে। আমি সেদিনের অপেক্ষায় থাকলাম। তুমি ভালো থেকো, সুখে থেকো।

- এম. ফরিদ উদ্দিন, *মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে*

জান

বাহ্যিকভাবে তুমি আজ অনেক দূরে। কিন্তু অন্তরের মণিকোঠায় তুমি আজীবন বন্দী থাকবে। এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভ্যালেন্টাইনস ডে উপলক্ষে যাযাদির মাধ্যমে তোমার প্রতি রইলো আমার অনেক ভালোবাসা। সুদূর কুয়েতে তুমি ভালো থেকো। এই কামনায় তোমারই

- লিপি, *পাগলা, নারায়ণগঞ্জ থেকে*

রোবট

ডলিকে আমি এখনো সুদূর প্রবাসে থেকে অনুভব করি এবং ভালোবাসি। সেই ভালোবাসা আলোর চেয়ে বেশি না। ডলি আমি আমার কথা রেখেছি, প্রবাস জীবনেও তোমাকে মনে রেখেছি। আর তুমি যখন আমাকে চেয়েছো সেই সময়টা একটু লেট হয়ে গেছে। তাই সময়ের ব্যবধানে আজ তুমি-আমি এক হতে পারিনি শুধু তোমার কারণে। আমি এখন কি করবো। আমি তো এখন রোবট। রোবটকে যেমনি মানুষে চালায় নিজে চলতে পারে না, তেমনি আমাকেও আরেকজনে চালায়। এরপরও বলো আমি কি করবো। অবশেষে তোমাকে, শিল্পী, রূপা, বন্ধু কাউছার, জাকারিয়া, মিজান, জিল্লু, শাহিন, সানজিদা, তানু, আপা, আকাশভাই, বাচ্চুভাইসহ সবার প্রতি রইলো আমার সেন্ট ভ্যালেন্টাইনস ডে-র শুভেচ্ছা।

- শাখাওয়াত হোসাইন সুজন , *সউদি আরব থেকে*

সাথী

জানি কোথায় আছো, তাও জানি সুখে আছো। তাই তো ভুলে আছো। পারবো না ব্যক্ত করতে কাগজ কলমে লিখে। হৃদয়ে জমানো আবেগগুলো। দেখে যেও একদিন এ হৃদয়টা চিরে কতো যে শোক। আছে হৃদয়টা ঘিরে বলবো, শুধু তাই শুভেচ্ছা জানিয়ে, দূর আকাশের পানে তাকিয়ে ডাকি তোমায়, ফিরে আসে প্রতিধ্বনি আসো না তুমি।

- সজীব, *কুমিল্লা থেকে*

নিঝুমের মা

অফিস থেকে বাসায় ফিরে ক্লান্ত শরীরটাকে যখন ইজিচেয়ারে সপে দিই ঠিক তখনই তোমার কথা মনে হয়। তোমার স্পর্শ অনুভব করি। ভুলতে বসা সেই কফি-চকলেটের স্বাদ আমাকে মনে করিয়ে দেয়। নতুন করে কি আবার শুরু করা যায় না?

তোমার প্রয়োজন আমার জন্য যতোটুকু তারচেয়ে বেশি প্রয়োজন আমাদের মেয়ের জন্য।

আমরা এখনো তোমার অপেক্ষায় আছি।

মনা, *পাবনা থেকে*

তারেক

সত্যি, তুমি বড় নিষ্ঠুর তারেক। কিন্তু আমি জানি না কেন তোমার এই নিষ্ঠুরতাকে বেশি ভালোবাসি। হঠাৎই তোমার পেছন থেকে জড়িয়ে ধরা, গলায় চুমু খাওয়া, আমি কখনো রেগে হাত ছাড়িয়ে নিতে চাইলে, হাত চেপে ধরা আর তোমার বলা *একটু পর পর ফুলে ওঠো কেন* প্রতিটি সময় আমি ভালোবাসি। তাই তোমার দেয়া শত অপমানের পরও বার বার তোমার কাছেই ফিরে আসি। আসলে তোমাকে বড় বেশি ভালোবাসি।

- ইভা *ঢাকা থেকে*

আঞ্জুবানু

নিউ ইয়র্ক সিটির আলো ঝলমল রূপালি পর্দায় লক্ষ্য তারার মাঝে নীল আকাশের নিচে তুমি স্বর্গ সুখে আছো। মনে পড়ে এক রাতের ভালোলাগা ভালোবাসায় দুজন দুজনার মাঝে হারিয়ে গিয়েছিলাম। সেন্ট ভ্যালেন্টাইনস ডে-তে কামনা করি তুমি চিরসুখী হও।

- সামছুল ইসলাম , *কুলাউড়া, সিলেট থেকে*

কুসুম

তোকে আমি মাঝে মধ্যে বকাঝকা করি, কঠিন কথা শোনাই। এবং রেগে গেলে হয়তো দুই একটা চড়-থাপ্পড়ও দিই। তাতে মনে হয় তুই আমার ওপর ভীষণ রকম ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে যাস। তুই বুঝিস না কেন, তোর সঙ্গে আমার এতো কথা কাটাকাটি, মারামরি? নাকি বুঝেও না বোঝার ভান ধরিস? আমার বকাঝকা, কঠিন-কঠোর কথা, মারামারি আসলে সবই তোর প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসার অংশ। এই ভালোবাসা দিবসে একজন সেন্ট ভ্যালেন্টাইনস তার হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা তোর কাছে সমর্পণ করলো।

মতি মিয়া , *ময়মনসিংহ থেকে*

জানালার পাশে

আমি প্রতিদিনের মতো আজো দাড়িয়ে আছি জানালার পাশে। যে জানালার পাশে দাড়িয়ে একদিন তুমি কেদেছিলে। সেদিন হতে তোমার প্রতি আমার প্রচণ্ড রকম ভালোবাসা জন্মেছে, কিন্তু সেদিন শত ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তোমার কাছে এসে তোমার চোখের জল মুছে দিতে পারিনি। হয়তো সেটাই আমার ব্যর্থতা ছিল। সেই দিনের সেই স্মৃতি আজো আমার হৃদয়ের মাঝে বড় কষ্ট দেয়। কারণ তোমাকে আমার জীবনের চেয়ে বড় বেশি ভালোবেসে ফেলেছি।

- বীথি দেবনাথ, *বরিশাল থেকে*

জিনা

কবি নজরুলের ভাষায়, যৌবনে যার প্রেম হয়নি তার জীবন ব্যর্থ। আমার বেলায় হয়েছে তার উল্টো। এই ছোট জীবনে প্রেম এসেছে। কিন্তু এই প্রেমের কারণে আমার জীবন এখন হতাশায় জড়ানো এক লাশের মতো। ২০০১ সালের ৩ আগস্ট আমার ভালোবাসার নাট্যমঞ্চে স্থায়ীভাবে প্রবাসী নায়কের শুভ আগমন ঘটলো। বিদেশি রিয়ালের হাতছানি তুমি উপেক্ষা করতে পারলে না। যদি চলেই যাবে

তবে কেন ভালোবাসার নেমপ্লেট লাগিয়ে অভিনয় করেছো। কি অপরাধ ছিল আমার? তোমাকে অন্ধের মতো ভালোবাসতাম এই জন্য?

সেই ভালোবাসাকে পুজি করে আমার হৃদয়টাকে কাচের মতো ভেঙেছো। উপহার দিয়েছো অসহ্য যন্ত্রণা। তোমার জন্য এখন আর কাদি না। তবে তোমাকে ভালোবাসি না এ কথা বলতে পারবো না। এখন তুমি অন্যের সুখের সংসার সাজাতে ব্যস্ত। আমি বেচে আছি মরার মতো। ভালোবাসা দিবসে কামনা করি সুখে সারা জীবন কাটাও। এই কামনা করে তোমার দেয়া উপহার নিয়ে আমি এক হতভাগা ধুকতে ধুকতে এগোচ্ছি হতাশাগ্রস্ত জীবনের পথে পথে।

– নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে

র

হঠাৎ করে এমন নিভৃতচারী হলে কেন বলো তো? অন্যকে সীমার বাধন ছেড়ে আসার আহ্বান জানাও আবার নিজেই চার দেয়ালের ক্ষুদ্র সীমায় নিজেকে আবদ্ধ করে রাখো এ কেমন বৈপরীত্য? দ্বিধা কার? অন্যকে বঞ্চিত করতে গিয়ে নিজেই বঞ্চিত হচ্ছো বেশি তা কি বুঝতে পারো না? তাছাড়া কারো প্রতি বিশ্বস্ত থাকা নিশ্চয়ই অপরাধ নয়, কি বলো?

ও হ্যা, আর একটা কথা, মিঠু ও বিশ্বজিৎ, এর গান বরাবরই আমার পছন্দ। তোমার পছন্দ প্রশংসানীয়। কিন্তু আমার পছন্দ শুধু বাংলা গানেই সীমাবদ্ধ নেই। সুস্থ শরীর ও মনের অটুট বন্ধনে দিনাতিপাত করো এটাই আমার চাওয়া।

- রিশা, *ঠিকানাবিহীন*

মণি

তোমাকে ভালোবাসি কি না বুঝতে পারি না। তবে এতোটুকু বুঝি, আমার মনের বেশ বড় একটা অংশ জুড়ে তোমার অবস্থান। ভালো থেকো।

- কমল, *সায়দাবাদ, ঢাকা থেকে*

মুন্নী

তোমার মতো অপরূপ সুন্দরীকে আমি ইয়ে... হিসেবে ভাবতেই অবাক লাগে। কুড়েঘরে থেকে কখনো অট্টালিকার স্বপ্ন দেখতে চাই না আমি। শুভ কামনায়।

- আসলাম হোসেন, *বাগেরহাট থেকে*

সুখী

আমি সুখী, মহাসুখী, পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ। যে আমার এই সুখের মহানায়ক, ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে তাকে জানাই আমার হৃদয়ের গভীর থেকে গভীরতম ভালোবাসা।

- সাহানা, *জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি, ঢাকা থেকে*

লাকী

তুমি আমাকে মন দিয়ে ভালোবাসো না। যদি তাই বাসতে তবে আজ চার বছর হলো, এর মধ্যে অন্তত একবার আমার খোজটা নিতে পারতে। এই ভালোবাসা দিবসে আমার যতোটুকু ভালোবাসা আছে সবই তোমার জন্য, শুধুই তোমার। যেথায় থাকো ভালো থেকো, সুখেই থেকো।

- **মুরাদ পারভেজ,** *পাবনা থেকে*

প্রথম এবং শেষ

টুম্পা, আমি তোমাকেই বলছি, এবারও ১৪ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবসের সকাল ১০টা থেকে সেই ওয়াপদার সামনে অপেক্ষা করবো। প্লিজ, আমাকে আর অপেক্ষা করিও না। অপেক্ষা করা কতো কষ্টের তা কেবল যে করেছে সেই জানে।

আমি তোমাকে সারা জীবন ভালোবাসবো। শুনেছি জীবনের প্রথম প্রেম কেউ কখনো ভুলতে পারে না। আমিও তোমাকে কখনো ভুলতে পারবো না। কারণ তুমি আমার প্রথম এবং শেষ প্রেম।

- **ব্লাডি (S)**, *ঢাকা থেকে*

সোমাআপু

তোমার প্রতি রইলো সেন্ট ভ্যালেন্টাইনস ডে-র শুভেচ্ছা। আপু, তোমাকে আমি বড় বোনের মতো মনে করতাম। আপু তোমার পরিবারের প্রতিটি মানুষ ছিল চমৎকার মনের মানুষ। আপু, তুমি আমাকে ভুল বুঝলে এটা ভাবতেই নিজেকে ধিক্কার জানাই প্রতিটি দিন। আপু, তোমার মনটা খুব ভালো, তাই তোমার ভালো বন্ধু হতে চেয়েছিলাম যার মধ্যে ছিল শুধুই শ্রদ্ধা আর শ্রদ্ধা।

- **মোহাম্মদ রুবেল**, *রাজবাটী, দিনাজপুর থেকে*

মর্মে মর্মে

মাহমুদা খাতুন মহিলা মাদ্রাসার আমার ব্যাচের সব বান্ধবীদের জানাই ভালোবাসা দিবসে অনেক ভালোবাসা। কোনো এক বিখ্যাত ব্যক্তি বলেছেন, শৈশবের বন্ধু হলো ছায়া দানকারী বৃক্ষের মতো। তোমাদেরকে ছেড়ে এসে এই কথাটা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি, এখনো করছি। আর সেই সঙ্গে ভালোবাসা জানাই পরবর্তী ছয়টি বছর যাদের সঙ্গে কাটিয়েছি সেই বান্ধবীদের। সুখ-দুঃখে যাদেরকে সব সময় সঙ্গী হিসেবে পেয়েছি সেই মদিনাতুল উলুম মহিলা কামিল মাদ্রাসার বান্ধবীদের আজকের এই বিশেষ দিনে বিশেষ ভালোবাসাটুকু অর্পণ করলাম। সত্যি করে বলো তো আমার কথা কি তোদের মনে পড়ে?

- **ফাতেমা ইয়াসমীন**, *টঙ্গী, গাজীপুর থেকে*

সোনাবৌ শারমিন

তুমি আমার প্রথম ভালোবাসা। তোমার মা রাজশাহীতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তারপরে তোমার চিঠি পেয়েছিলাম। কিন্তু আমার বাবার অকাল মৃত্যুতে বেশ কিছুদিন থেকে মানসিক সমস্যায় ভুগছিলাম। এখন সুস্থ। আগের ঠিকানায় আছি। চিঠি লেখো। ভালোবাসা দিবসে তোমাকে জানাচ্ছি অর্ধ প্রস্ফুটিত গোলাপের শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।

- **মনির**, *রাজশাহী থেকে*

মালা

সাত আট বছরের ভালোবাসা মিথ্যা হয়ে গেল। বিয়ে করলে নতুন প্রেমিককে। আজ ভালোবাসা দিবসে তোমাকে জানাই ব্যথা ভরা হৃদয়ের ভালোবাসা। স্বামীকে নিয়ে সুখে থাকো।

এ কামনায় –

- **লিটন**, *লালপুর, নাটোর থেকে*

K

তুমি নেই বলে আজ থেকে জীবন চলবে অন্য পথে। যদি ইচ্ছে হয়, তবে গাজায় দেবো টান সব কিছু ভুলে। যদি ইচ্ছে হয়, তবে দাড়িয়ে যাবো কোনো চলন্ত ট্রেনের সামনে এক তোড়া রজনীগন্ধা হাতে। না, আমি তোমাকে অভিশাপ দেবো না, কষ্ট দেবো না। কেননা একটাই তো জীবন আমাদের, আমাদের ইচ্ছে মতো বেচে থাকার। পরিশেষে বলতে ইচ্ছে করে –

ভালোবাসা তুমি নিকোটিন
আর প্যাথিড্রনের ছড়াছড়ি
নেশায় বুদ হয়ে থাকা
এক নষ্ট যুবক।

- **রুবেল**, *ঠিকানাবিহীন*

S

তোমাকে নিয়ে কতো কবিতা, উপন্যাস লিখেছি সেগুলো তো তুমি দেখেছো। কিন্তু আমি আজো মুখ থেকে ভালোবাসি কথাটা তোমাকে বলতে পারিনি। সুদূর রাজশাহীতে ভর্তি পরীক্ষা দিতে এসেও তোমাকে মন থেকে মুছে যেতে দিইনি। তাই তো তোমাকে আমার ভালোবাসার কথাটা জানালাম।

- **শেখ খুশি**, *যশোর থেকে*

স্বস্তির নিঃশ্বাস

সেজান তার বন্ধুর কথা ভেবে অবাক হলো। কৌশিক বেকার, চামেলিও বেকার। তার বাবারও আয় কম, এরপরও বিয়ে করে সুখে আছে! আর আমি কেন সব থেকেও বিয়ে করতে সাহস পাচ্ছি না। এদিক–সেদিক চিন্তা করে সেজান ঠিক করলো বিয়ের দিন–ক্ষণ। বাসায় জানালো।

কৌশিক বললো, বিয়ের কার্ড অবশ্যই পাঠাবি।

সেজান বললো, তোর চাকরি হলে আমাকে জানাবি।

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বিধাতাকে ধন্যবাদ জানালাম। আমার মনে হলো, এতোদিনের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। সেজানকে জড়িয়ে সারাটা দুপুর কেটে যাবে।

- **নাসরীন সুলতানা** , *শান্তিনগর, ঢাকা থেকে*

জীবন যুদ্ধ

আমার জীবনে অপমানজনক অধ্যায় থেকে বিরত থাকার জন্য দোয়া পড়ি, অনেক দোয়া পড়ি। এটাই আমার কোয়ান্টাম মেথড মেডিটেশন।

অনেক বছর ধরে চলছে আমার জীবনের এ লড়াই। আমি জয়ী হতে চলেছি। জীবনযুদ্ধে আমি যেন পরাজিত না হই।

- **অপরাজিতা** , *কারওয়ানবাজার, ঢাকা থেকে*

সান্তা

আমার মনের অজানা কথাটুকু সরাসরি তোমার কাছে বলতে না পেরে আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু যাযাদির *ভালোবাসা* সংখ্যার শরণাপন্ন হলাম। আমার প্রত্যাশা, আমার বন্ধু লেখাটুকু তোমার কাছে পৌছে দেবে।

পরিশেষে তোমার অবুঝ মনের মঙ্গল কামনা করে এখানেই চিরদিনের জন্য বিদায়ের রেখা টানলাম।

- কবির, *ঢাকা সেনানিবাস থেকে*

লাকী

পবিত্র মক্কা–মদিনায় গিয়ে লাকীর জন্য দোয়া করেছি, হে আল্লাহ, লাকী যেখানেই থাকুক, তুমি ওকে সব সময় ভালো রেখো। কারণ আমি আজো ওকে ভালোবাসি এবং সারা জীবন ওকে ভালোবেসে যাবো।

লাকী, তুমি বললে আমি আজো তোমার কাছে চলে আসতে পারি।

- সাব্বির, *রিয়াদ, সউদি আরব থেকে*

নিকু

আজ এই নিস্তব্ধ রাতের একাকীত্বকে আপন করে নিয়েছি, সেদিনের সেই পড়ন্তবেলার সূর্যের মতো আমার জীবনও ডুবন্ত। চিরঅন্ধকার যাকে কেবল গ্রাস করতেই জানে। আমার জীবনে নতুন এক ভোর নিয়ে স্নিগ্ধ সকালে সূর্যের আবির্ভাব আর হবে না। কারণ সেদিনের সেই লক্ষ্মী, সুবোধ বালকের মতো ছেলেটির কাধে আজকাল অন্য কোনো ললনা নির্ভয়ে মাথা রাখে হয়তো বা! আচ্ছা এমন সৌভাগ্য কি আমার হবে যেদিন একজন ছেলে অন্তত থাকবে যাকে পরম নির্ভরতায় বিশ্বাস করা যায়? ধিক, শত ধিক এই পুরুষ শাসিত সমাজকে।

- মিতু, *ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক*

অমরাবতী

তুমি বলেছিলে ভালোবাসলে সব কিছু পাওয়া যায়। সব কিছুর মধ্যে ভালোবাসা পড়ে না। তারপরেও তোমার জন্য রইলো ভালোবাসা।

- জুয়েল, *নাখালপাড়া, ঢাকা থেকে*

সুমাইয়া

ভালোবাসা মাপার যদি কোনো স্কেল থেকে থাকে তাহলে তোমাকে হাই স্কেলে ভালোবাসি। আজীবন ভালোবাসি। প্রেমের সম্রাজ্ঞী ভেনাসের শুভ্র বুকে যতো না মাধুর্য তারও বেশি মাধুরী মিশিয়ে তোমার অনুকূলে এই ভালোবাসা দিবসে ভালোবাসাসহ শুভেচ্ছা বাণী যাযাদির মাধ্যমে পাঠিয়ে দিলাম।

- শায়েদ, *ঢাকা থেকে*

T

তার নাম ‘টি’। প্রতিদিন আমার কলেজ মিস দিয়ে ইস্পাহানি কলেজে গিয়ে বসে থাকতাম তাকে এক নজর দেখার জন্য। এসব বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে এইচএসসি পরীক্ষা শেষ হলো। আমার অবহেলার ধরুন রেজাল্ট কিছুটা খারাপ করলাম। আমি স্টার মার্ক পেলাম। আর সে আবার স্ট্যান্ড করলো।

কিছুদিন আগে শুনলাম তার এনগেজমেন্ট হয়ে গেছে। তাই এখন আমার ভর্তি পরীক্ষার জন্য পড়ালেখা করতে ইচ্ছে করে না।কি হবে আমার জীবন গুছিয়ে? কার জন্য গুছাবো? কি পাবো নষ্ট জীবন থেকে? জীবন থেকে আমার পাওনা পেয়ে গেছি তা হলো, ভালোবাসার নীল কষ্ট। এখন শুধু অপেক্ষা যদি কখনো পথ ভুল করে আমার দরজায় এসে সে হাজির হয়? আমাকে না পেয়ে যদি সে কষ্ট পায়, যদি সে ফিরে যায়?

- F, *চট্টগ্রাম থেকে*

তুমি আর আমি

আমি তোমার জানালার পাশের আম গাছ হবো। তুমি চড়ুই হয়ে ঠোট ঘষে দিও আম গাছের ডালে। আমি প্রচণ্ড আদরের অসহ্য সুখে মরে গিয়েও ফিরে পাবো নতুন জীবন।

- প্রেরণা, *ঠিকানাবিহীন*

প্রিয় মা

আজ ভালোবাসার দিনে তোমাকে জানাই আমার আন্তরিক ভালোবাসা। তোমাকে রেখে ভাগ্যের তাগিদে আসা এই প্রবাস জীবনে গত তিন বছর। চিন্তা করো না মা। হতাশা ছুড়ে ফেলে অচিরেই আসবো তোমার মমতা মাখা আচল তলে। দোয়া করি আল্লাহর কাছে, সে যেন তোমাকে অনন্তকাল সুখে রাখেন ধরণীর বুকে।

- মুখতার হোসাইন, *ফুড গার্ডেন, চট্টগ্রাম থেকে*

লক্ষ্মী বোন

সউদি এসেছি অনেক দিন হয়ে গেল। এবার দেশে ফেরার পালা। বাবা, মা, ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলের জন্য উপহার নিতে হবে। এই জন্য ভীষণ সমস্যায় আছি। কার জন্য কি নেয়া যায়? এই ভাবনায় রাতের ঘুম হারাম। ছোট বোন আকলিমাকে চিঠিতে লিখেছি, তোর জন্য কি আনতে হবে আমাকে জানিয়ে দিবি। অথচ সেই বোন আমাকে অবাক করে দিয়ে চিঠিতে লিখেছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

ভাই, আজ অনেক দিন হয় আপনাকে দেখি না। তাই যতো তাড়াতাড়ি পারেন বাড়িতে চলে আসেন। আমি আপনার কাছে কোনো কিছুই চাই না। শুধু চাই আপনি অতি শিগগিরই দেশে চলে আসেন। আপনি আমাকে কিছু না দিলেও আমি অসন্তুষ্ট নই। বরং আপনি দেশে এলেই আমি খুশি। আমি চাই, আপনি এসে আমাদের সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে যান। ছয় বছর হয়ে গেল আপনাকে দেখি না। আপনার কথা মনে হলে আমার বড় কষ্ট হয়। আসা করি, চিঠি পাওয়া মাত্র চলে আসবেন। এতে যেন ভুল না হয়।

ইতি –

আপনার ছোট বোন, ***আকলিমা***

সত্যিই সেদিন ছোট বোনের চিঠি পেয়ে অনেক কেদেছি এই ভেবে যে, আমার মতো সৌভাগ্যবান আর কে হতে পারে। জীবনে অন্য যাই হোক, একটা লক্ষ্মী বোন পেয়েছি।

- আনোয়ার হোসাইন , *সউদি আরব থেকে*

প্রাণের বন্ধুরা

আজ এই ভালোবাসা দিবসে তোদের কথা যে বড্ড মনে পড়ছে। তোরা সবাই আজ আমার কাছ থেকে অনেক দূরে। খুব মিস করছি তোদের। আমার প্রিয় বন্ধু, তাসলিম, সঞ্জীব, পলি, শাহজাহান, সোমাকে অনেক ভালোবাসা, সঙ্গে একটি লাল গোলাপের শুভ্র শুভেচ্ছা।

- **সেতু**, *পাবনা থেকে*

ফুয়াদ

আল্লাহতায়ালা ভালো থাকার জন্য আমাদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তোমাকে দেখে আমার মনে হয়েছে, আমাদের বন্ধুত্ব হলে দুজনেই বেশ ভালো থাকবো। আমি এর বেশি কিছু চাই না, শুধু অনাবিল বন্ধুত্বই আমার কাম্য। এই চিঠিকে আবার প্রেমপত্র বলে ভুল করো না।

- **অনামিকা**, *ময়মনসিংহ থেকে*

একতরফা

একদিন হঠাৎ করে কিছু না বলেই একটি মেয়েকে ভালোবেসেছিলাম। তবে তাকে সে কথা কখনো জানাতে পারিনি। এমনকি কোনোভাবে বোঝাতেও পারিনি। সব সময় এই নিয়ে ভয়ে থাকতাম ও যদি আমাকে অবহেলা করে। ওকে দেখার জন্য অনেক পদ্ধতি প্রয়োগ করেছি, কাজ হয়নি। বলেছিলাম ওকে, আমরা ভালো বন্ধু হতে পারি এই আশায় তবুও ওর দেখা পাবো। চেয়েছিলাম আমার মতো করে একা ওকে ভালোবাসতে। আমার স্বপ্নের মাঝে ছিল সুন্দর, সুন্দর আর সুন্দর। এবং সে ছিল মীম।

আজ পর্যন্ত তিন বছর চলে গেল। মীম আমাকে এড়িয়ে চলে। একতরফা ভালোবাসার আনন্দ আমাকে পেয়ে বসেছে। আমার আছে শ শ স্বপ্ন সবই অবাস্তব জানি। বাস্তবতা প্রচণ্ড নিষ্ঠুর হতে পারে তাও আমি জানি। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে, ওকি কখনো কাউকে ভালোবেসেছিল? তাহলে অন্তত আমার কষ্টটা বুঝতো। কিন্তু কিভাবে বুঝবে, ওকি জানে আমি ওকে ভালোবাসি এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ভালোবাসবো। ভালোবাসা দিবসে মীমকে অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।

- **মোহাম্মদ হোসেনুজ্জামান চৌধুরী** , *চট্টগ্রাম থেকে*

লাবণী

লাবণীর সঙ্গে পরিচয় হবার পর অনেক কথাই হয়। কিন্তু আমার ভালোবাসার কথাটি তাকে জানিয়ে আসতে পারিনি। তাই দীর্ঘদিন পর যাযাদি আমাকে সুযোগ করে দিয়েছে কথাটি জানানোর। সবশেষে আমার অনুরোধ রইলো যেন যাযাদি আমার ভালোবাসার মানুষটিকে বলে দেয় যে, লাবণী, আমি তোমাকে ভালোবাসি এবং ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে একটি নিষ্পাপ ভালোবাসা রইলো শুধু তোমার জন্য।

- **মামুন**, *গাজীপুর থেকে*

অনুরোধ

প্রেমিক প্রেমিকার জন্য একটি অনুরোধ, ভালোবাসতে হলে ভালোবাসার প্রতি শ্রদ্ধা রাখো। আমার ভালোবাসার স্বপ্নকন্যার নাম সাথী, তাকে আমি সারা জীবনের সাঙ্গী করে নিলাম।

- **মোহাম্মদ হান্নান শিকদার রাজু** , *ঢাকা থেকে*

ও

প্রতি বছর ও আমাকে যাযাদির *ভালোবাসা সংখ্যা*–সহ একটি দামি কার্ড পাঠায়। যদিও কখনো আমার থেকে উত্তর পায়নি। এ যেন ওর নিঃশব্দ ভালোবাসা। আমি এবার প্ল্যান করেছি, এ বছরের ভালোবাসা সংখ্যাটি আমিই আগে ওর কাছে পাঠাবো। তাতে ও যা বোঝার বুঝে নেবে।

- **তাবাসসুম ইসলাম** , *ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক*

রনি

আজ এই মুহূর্তে তোমাকে বলার মতো আমার কিছুই নেই। নেই কোনো অভিযোগ, অনুযোগও। আমি মৃত্যুর পথ ধরে এগোচ্ছি আর তুমি নতুন জীবনের। তোমার বাসর হবে ফুলে ফুলে সুশোভিত। ততোদিনে আমার কবরের ওপরে হয়তো বা জন্ম নেবে এক হাত দূর্বা ঘাস।

- **রোকন খান,** *চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি থেকে*

শিহরণ

জীবনের প্রথম প্রেম ভালোবাসা হয়তো এমনই হয়। লজ্জা, সংকোচ এবং ভয় এই তিন থাকতে হয়, তাই তো প্রেম আর ভালোবাসার অন্ধ গহীনে পদচারণ। কি যে বিশ্বাস ও মনের মিল আজো চিন্তা করলে সারা শরীরে শিহরণ জাগে। এও কি সম্ভব ছিল! ভুলে যেতাম আমাদের পেশা ও কর্মপরিধির ক্ষেত্র এবং ব্যাপ্তির কথা।

- **নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক,** *খুলনা থেকে*

সযত্নে

আফসানার জন্য লেখা সেই চিঠিটা আজো আছে। রেখেছি সযত্নে কোনো একদিন দেয়ার আশায়।

- **নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক,** *টমছম বৃজ, কুমিল্লা থেকে*

নূপুর

প্রতি রাতে ঘুমের ওষুধ হয় আমার সঙ্গী। প্রতি রাতে তোমার জন্য কাদি। কেন তুমি স্বপ্ন দেখিয়ে আবার ভেঙে দিচ্ছো। তুমি কয়েকদিন না দেখলে তোমার বন্ধবীকে দিয়ে খবর দিতে, তাহলে কি আমি মনে করবো এগুলো তোমার ছলনা ছিল? নূপুর আমার জীবনে তোমাকে যতোটুকু পেয়েছি, আমার প্রতিজ্ঞা, বাকি জীবন তা নিয়েই বেচে থাকবো। তোমার প্রতি কোনো অভিযোগ নেই।

- **অলিন,** *ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক*

দুঃখ নেই

বন্ধুদের জন্য কি করেছি, কি দিয়েছি তা বলবো না। কারণ আমি শিখেছি সবাইকে দিয়ে যাবো, কিছু পাওয়ার আশা করি না। যেটুকু পাওয়ার আশা করি তা হলো, আমাকে আমার বন্ধুরা যেন চলার পথে বাধা না হয়ে দাড়ায়। আমি তো ওদের কোনো কাজে বাধা দিই না। বন্ধুদের জন্য অপমানিত হয়েছি। হাতুড়ির আঘাতের চিহ্ন এখনো আমার শরীরে আছে। মাথা ফেটেছিল। কই কোনো বন্ধু

তো আমাকে একটু দেখতেও এলো না। তবুও আমার দুঃখ নেই। যদি যাযাদির সকল পাঠক পাঠিকা আমাকে একটু ভালোবাসে তাতেই আমার অনেক পাওয়া।

- **মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন,** *সিরাজগঞ্জ থেকে*

বিনিময়

হে মিলকর্তা দয়াময়, যাকে আমি সব দিয়েছি, যার সব পেয়েছি, তাকে কি ভোলা যায় এই জীবনে। তাই আমার ছোট এই জীবনের সমস্ত ভালো কাজের বিনিময়ে তোমার কাছে আমার প্রিয়তমা সুরাইয়াকে চাই। আমীন।

- **মাসুদ চৌধুরী,** *চট্টগ্রাম থেকে*

লাকী

তোমার অপেক্ষায় আজো আমি। কতোদিন ধরে ভালোবাসি তোমার তা আজো জানি না। বলতে পারিনি মুখে ভালোবাসি তোমার। কেন তা বুঝিনি। তুমি থাকবে শুধু এই অন্তরে, দুঃখ দিও না। তুমি চেয়েছিলে মনের ভুলে আমাকে দূরে ঠেলে দিতে। তুমি দিয়েছিলে কেন, সে প্রেম পারেনি কাছে টেনে নিতে। নীরবে শুধু কেদেছি এবং তুমি হেসেছো। এটাই ছিল তোমার মনের হিসাব।

- **মিঠু,** *বাসাবো, ঢাকা থেকে*

দিনারা

আজ কতোদিন হলো তোমার সঙ্গে দেখা হয় না। কারণ আমি তো এখন আর রামপুরা যাই না। ছোট এই দেহটাকে সব সময় কাজে লাগাতে হয়। তাই মনটাও থাকে কর্মব্যস্ত। মাঝে মধ্যে অবসরে যখন তোমার কথা মনে পড়ে, বড় সাধ জাগে, তোমাকে একবার দুই নয়ন ভরে দেখি। কিন্তু কোথায় তুমি প্রিয়া। তোমার সঙ্গে আর কি দেখা হবে না?

- **রফিক,** *উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা থেকে*

শারমিন

কষ্ট পাওয়ার বেদনায় নিজেকে শেষ করে দিও না। খুজে নিও আমার ছায়া অন্য কোনো ভালোবাসায়।

- **জীবন,** *চট্টগ্রাম থেকে*

রাবু

তোমার কি মনে পড়ে না? মনে পড়ুক আর না পড়ুক, তুমি জেনে নাও, আমি কাপুরুষ নই। আসলে আমার আত্মার শুভ্রতাকে এবং তোমার নারীত্বকে কলংকিত করতে চাইনি। এবং আজ এটাই আমার অহংকার। তুমি দোয়া করো, আমার এ অহংকার যেন অটুট থাকে চিরকাল।

- **মৈনাক,** *সিরাজগঞ্জ থেকে*

মিতা

তুমি যদি এ লেখা কখনো পড়ো তবে তোমাকে বলি, অমিতের মতো অন্য কাউকে এভাবে ঠকিও না। এতো আঘাত দিও না। এ খেলা আর খেলো না। প্লিজ, স্টপ ইয়োর হিপোক্রেসি।

- **শামীম হাওলাদার,** *ঢাকা থেকে*

ঈমো

১৪ জানুয়ারি ২০০৩ আমাদের বিয়ের এক বছর পূর্ণ হলো। ভ্যালেন্টাইনস ডে-র মাধ্যমে যেন ভালোবাসাকে চিরঅটুট রাখতে পারি। এক সুখী, সুন্দর ও সাফল্যময় জীবন গড়তে পারি এই কামনায়।

- কাজী জাহেদ, *ইউ.এ.ই থেকে*

শিরিন

আজো আমার সকাল শুরু হয় তোমার কথা ভাবতে ভাবতেই আবার ঘুম আসে তোমাকে ভাবতে ভাবতেই। অর্থাৎ তুমি আছো অলক্ষ্যে, সযত্নে, লুকিয়ে সবার অজান্তে এই মনের গহীন অরণ্যের মাঝে যা মুছে ফেলার নয়। সেদিন ধ্বংস হবে যেদিন মৃত্যু হবে। এক অজানা যত্ন সহকারে বেচে থাকা বুকের মাঝে। এর নাম কি? জানি না। বোধহয় ভালোবাসা।

তোমারই ভাবনায় আসে না ঘুম,
এই রাত যতোই হোক নিঝুম।

- কামরু শাহ, *নেভাল বেস, কুয়েত থেকে*

আজীবন

ওকে আমি প্রচণ্ড ভালোবাসি এবং ভালোবেসে যাবো আজীবন। আমার প্রতীক্ষায় অনেকেই ছিল। কিন্তু এদের মাঝখান থেকে ওকে যে এতো ভালোবেসেছি আমিও জানি না। তাই যায়যায়দিনে বলছি, আমার মতো এই রকম কাজে নিজের বুদ্ধি ছাড়া কারো পরামর্শে হাত বাড়াবে না। এমনকি খালামণিদের বুদ্ধিতে না। তাহলে আমার মতো জীবন হবে। এই ভালোবাসা দিবসে আমার...।

- K-র জন্য **সুমী,** *নরসিংদী থেকে*

শুভেচ্ছা

বাপ্পী, তানজীম, আরমান, নবীন, জনি, রাব্বী, পুটু, জুবেদ, শাহীন, মামুনভাই, শিপন, মনু, এরিন, নীরব, সিথী, দিতা, নিপা, জহুরুল এবং আমার সকল শুভাকাঙ্ক্ষীদের জানাই এক টুকরো ভ্যালেন্টনাইনস শুভেচ্ছা। এদের মাঝে যারা সঙ্গী পেয়েছো তাদের জন্য সফলতা কমনা করছি। আর যারা পাওনি বা পেয়ে হারিয়েছো তাদের নতুন কোনো সঙ্গী আসুক এই কামনায় তোমাদের ভ্যালেন্টাইনস শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিলাম।

- রাজন, *ঢাকা থেকে*

সুবিবেচক

হারুন-অর-রশীদ আমার ক্লাসমেট। ১৯৮৮ সালের বন্যার সময় তার একটি পা কেটে ফেলতে হয় ক্যান্সারের কারণে। তারপর থেকে ক্রাচে ভর দিয়ে হাটে। এ অবস্থাতেই পর পর সাতটি মেয়ের সঙ্গে তার ভালোবাসার সম্পর্ক হয়। সাতজনই তাকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পেতে চায়। কল্পনা নামের একটি মেয়ে তাকে না পেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা চালায়। তারপরেও হারুন নিজের অবস্থার কথা বিবেচনা করে সবগুলো ভালোবাসা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেয়।

- মাহবুব, *জেদ্দা, সউদি আরব থেকে*

প্রতীক্ষায়

বাংলার বুক থেকে বিদায় নিয়েছি ছয় বছর আগে। পড়ে আছি মরুভূমির শক্ত পাথরের দেশ সউদি আরবে। আজ অনেক কিছুই পেয়েছি। বিনিময় হারিয়েছি তার মতো বন্ধু যা আর কখনো ফিরে পাবো না। তবুও প্রতীক্ষায় থাকি তার পান খাওয়া রঙিন ঠোটের একটি চুমুর।

- সায়েদুল ইসলাম দরু , *রিয়াদ থেকে*

জানতে ইচ্ছে করে

কাজ থেকে এসে রাতে ঘুমিয়ে পাড়ি, সকালে উঠে আবার কাজে যাই। এভাবে যন্ত্রের মতো জীবন চলছে। মাঝে মধ্যে জানতে ইচ্ছে করে, ও কেমন আছে। নিশ্চয় ভালো আছে। শুনেছি ওর বিয়ে হয়েছে। কামনা করি ও যেন সুখে থাকে। সুখে প্লাবিত হক ওর জীবন সংসার।

- মোরশেদ, *ইউ.এ.ই থেকে*

বন্ধু

মানুষকে ভালোবাসার অপরাধে অতীতে অনেককে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। ভবিষ্যতেও হবে। কিন্তু মানুষকে ঘৃণা করার অপরাধে কখনো কোনোদিন মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়নি। আর হবেও না। এটাই বুঝি নিয়ম, তাই না?

- নাজ, *দেবিদ্বার, কুমিল্ল থেকে*

ভেবে পাই না

আজ এই ভালোবাসার দিনে ভেবে পাই না তোমাকে আমি ভালোবাসি, নাকি ঘৃণা করি। মাঝে মধ্যে না মনে হলেও আজ কেবলই মনে হচ্ছে সুখী তুমি, আমি অধম, চিরকালই অধম। চাই তুমি সুখী হও। যদিও আমি জানি তুমি সুখী হবেই।

- নামবিহীন, *জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি, ঢাকা থেকে*

নিশান

আট বছর তোকে দেখি না। খুব দেখতে হচ্ছে করে। স্বামী–সন্তান দুটোকে নিয়ে খুব সুন্দর একটা সংসার আমার যতো সুন্দরই হোক না কেন, বার বার, প্রতিবার কম করে হলেও কোটিবার মনে পড়ে। তোকেও অভিশাপ দেবো, পৃথিবীর যতো অশুভ ছায়া আছে তা যেন রাক্ষসের মতো তোকে গ্রাস করে। আজ এ বলেই শেষ করছি। আমাকে ধোকা দিয়ে এক সমাজহীনা মেয়েকে বিয়ে করেছিস। কি পেলি? না পারলি ঘরে তুলতে, না পারলি সঙ্গে রাখতে।

- র, *চট্টগ্রাম থেকে*

ক্ষমাপ্রার্থী

আজকের এই দিনে তুই তোর বুকে হাত রেখে সত্যি করে বলতো আমার ভালোবাসা মূল্যায়ন করার মতো কোনো যোগ্যতাই কি আমার নেই? রাগ করছিস। আমি বলবো, তীব্র ভালোবাসার পাগলামো ভেবে ক্ষমা করে দিস। শেষ সময়ে আজকের দিনের ভালোবাসাটুকু জানিয়ে দিলাম।

– নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

একদিন বুঝবে

জানি তুমিও কষ্ট পাচ্ছো, আমারই মতো পুড়ছো আর অভিশাপ দিচ্ছো আমাকে। ওই তৃতীয় ব্যক্তির কথাকে পাত্তা দিয়ে তার পাতানো ফাদে পা দিয়ে কি ভীষণ ভুল যে তুমি করেছে। একদিন বুঝবে, এই পৃথিবীতে ভালোবাসা বলে যদি কিছু থাকে তাহলে আমার কথা তোমাকে মনে করতেই হবে।

– নাম ও ঠিকানাবিহীন

রুপম

আমার আনন্দের দিনটিকে তুমি শেষ করে দিলে। মনে হচ্ছিল আমি যেন জেগে থাকা একজন মৃত লাশ হয়ে ঘুরে ফিরছি। কষ্ট হলেও থেমে থাকিনি। ধরে নিলাম এটুকু তোমার ভালোবাসার শেষ উপহার। ভালো থেকো।

- কামরুল ইসলাম মুছা, *কিশোরগঞ্জ থেকে*

ফোনের মানুষ

আমার ফোনের মানুষটিকে একশ একটি হলুদ গোলাপের শুভেচ্ছা। আর আমার ফ্রেন্ডদের জন্য গোলাপি গোলাপের শুভেচ্ছা এবং আমার বাড়ির সবার জন্য কমলা গোলাপের শুভেচ্ছা।

- নেহা, *খালিশপুর, খুলনা থেকে*

জুই

তোমাকে আজো ভালোবাসি, তুমি ভালোবাসো আর না ভালোবাসো। আমার দুয়ার তোমার জন্য আজও উন্মুক্ত। সুখে থেকো এই আশায় থাকি।

- ত্রিনয়ন চাকমা , *দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি থেকে*

আজকেও

মানুষ কি এতো সহজেই সব ভুলে যায়। আবার আমি হয়েছি একা আগেরই মতো। তবে ভালো ছেলে নই, এক নষ্ট ছেলে। হয়তো মেয়েরা এমনই হয়। যে আমাকে কথা দিল, ব্যথা দিল এবং মনে তার ছোয়া রেখে গেল। আজকেও তার জন্য রইলো শুধুই ভালোবাসা আর ভালোবাসা।

- শাখাওয়াত হোসেন লিটন, *রাজশাহী থেকে*

প্রিয় বন্ধু প্রিন্স

ভালোবাসা দিবসে তোমার জন্য রইলো আমার হৃদয়ের অনন্ত ভালোবাসা। সেই সঙ্গে কামনা করি সূর্য কিরণের মতো দীপ্তিময় হোক তোমার জীবন।

- মারুফ, *এনায়েতপুর, গোপালপুর থেকে*

রৌপ্য

ক্ষমা করবে না জানি, তবু ক্ষমা চাই। তুমি না ভুললেও, আমি ভুলতে চাই।

- টিটু, ব্যাকটেরিয়া , *ঠিকানাবিহীন*

ছলনাময়ী

তোমার জীবনে আমি তো আসতে চাইনি, কিন্তু কেন তুমি আমাকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে সাময়িক ভালোবেসে বলেছিলে, তুমি আমাকে জীবনে, মরণে ভালোবাসা এবং তোমাকে আমি ভালোবাসার সুযোগ দিতাম, এমনকি তুমি আমাকে একনজর দেখার জন্য ছটফট করেছিল। আসলে তোমার বলা সব কিছুই ছিল শুধু ছলনা।

তোমার ভুলে যাওয়া স্মৃতি,

- শিহাব মাহম্মদ সাগর , *ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে*

S

আমার জানা মতে, কোনো অপরাধ করিনি। তারপরও যদি কোনো কারণে ভুল বুঝে থাকো তাহলে ক্ষমা কি করা যায় না? ক্ষমা কি খুবই দুষ্পাপ্য বস্তু? দীর্ঘ এ ভুল বোঝাবুঝির কারণে সৃষ্ট বিরহের পর আমরা কি আবার আমাদের পূর্ব সম্পর্কে ফিরে যেতে পারি না? দয়া করে আমাকে লিখে জানিও।

– তোমারই **S**, *শ্রীপুর, গাজীপুর থেকে*

বাংলাদেশ ছেড়ে আসার আগে তার আব্বা–আম্মার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমার হতাশাগ্রস্ত ভগ্ন হৃদয়ে তারা সান্ত্বনার প্রলেপ দিলেন। ২০০২ সালের ২৭ আগস্ট সকাল আটটায় আমিরাত এয়ারলাইন্সের বিমানটি আমাদের নিয়ে নিউ ইয়র্কের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো, সেই সঙ্গে আস্তে আস্তে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল আমার বহু পরিচিত সকালবেলার সেই প্রিয় মাতৃভূমিটি। আজ তার কাছ থেকে আঠারো হাজার কিলোমিটার দূরে বাস করি। কিন্তু এখনো সরাতে পারি না তাকে। যৌবনের প্রথমবেলাতে নিজের অজান্তে মনের গভীরে যে স্বপ্ন প্রথিত হয়েছিল তাকে ঘিরে।

- মোহাম্মদ শাহিনুর ইসলাম, *ইউ.এস.এ থেকে*

আফজাল

তুমি আমাকে শিখিয়েছিলে কিভাবে আটটি দাগ দিয়ে S লিখতে হয়। $11.9.19^2$ দিয়ে যে Kiss হয়, তাও তুমিই আমাকে শিখিয়েছিলে। কিংবা মনে করো 143–তে আমি তোমাকে ভালোবাসি বোঝায় তাও শেখালে তুমি। আমি শুধু উপন্যাস পড়তাম। কবিতা আমার মোটেই ভালো লাগতো না। তুমি আমাকে অনেক বুঝিয়েছো কবিতা সম্পর্কে। বিশ্বাস করো জান, এখন আমি কবিতা ভালোবাসি। কারণ কবিতার মজা বুঝে ফেলেছি। বিরহের কবিতাগুলো বুকে বড় বাজে। তোমার কবিতার দোহাই, তুমি ফিরে এসো আমার কোমল বুকে, আর কষ্ট দিও না।

- সুমনা, *দিরাই, সুনামগঞ্জ থেকে*

তানি

ভুলে যাও সব। তোমার বাবা–মা তোমাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নকে বাস্তবতা দাও। পৃথিবীর সব পুরুষই ভণ্ড, প্রতারক, ঠক। তাদের কখনো বিশ্বাস করবে না। বিশ্বাস করলেই সব হারাবে। ঘৃণা করো তাদের, আমাকে। তবে আমি নির্দোষ।

- শান আহমেদ, *ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক*

রোজী

আমি তোমাকে ভালোবেসেছিলাম তা এখনো স্বীকার করি। ভালোবাসার কিছু জলন্ত কয়লা আজো তার আগুন ধরে রেখেছে। তুমি ছিলে আমার উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব এবং পশ্চিম। আমার কর্মসপ্তাহ এবং রবিবারের অবকাশ। আমার সকাল, দুপুর মধ্য রাত। আমার ভাবনা। আমি ভেবেছিলাম আমাদের এই ভালোবাসা বেচে থাকবে অনন্তকাল।

- **মিলন,** *বোয়ালিয়া, রাজশাহী থেকে*

ব্যাকুল মন

সউদি আরব থেকে আজো ১৪ ফেব্রুয়ারিতে অনামিকার জন্য পাঠাই কার্ড ও বিভিন্ন ধরনের উপহার সামগ্রী। শুধু এখন আর ১৪ ফেব্রুয়ারিতে ফুল নিয়ে আসে না অনামিকা। কারণ আজ দুজনের ব্যবধান ছয় হাজার কিলোমিটার। জীবনের প্রথম ১৪ ফেব্রুয়ারির মতো I love you শব্দটা শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে মন।

- **এ. হাসান,** *সউদি আরব থেকে*

হাত বাড়ালেই

এক অনিশ্চিত সময়ে তোমাকে পেয়েছিলাম। নিশ্চয়তার খোজে তখনো বুঝতে পারিনি, আসলে ভালোবাসার জন্ম হয় ভালোবাসার মৃত্যুদিনে। আজ আমার চার পাশে কোথাও তুমি নেই, হাত বাড়ালে তোমার স্পর্শ নেই। বিশাল সমুদ্র তোমাকে ভাসিয়ে নিয়েছে। তারপরও কেন জানি মনে হয়, চোখ বুজলেই তোমাকে দেখি, হাত বাড়ালেই তুমিও হাত বাড়িয়ে দাও।

- **নাজমুল হাসান,** *খিলখেত, ঢাকা থেকে*

প্রিয় লুসী

এই এক দশকে আমি ক্লান্ত। ঢাকা শহরে যোগাযোগ করার কোনো ঠিকানা আমাকে দাওনি। যায়যায়দিনের *ভালোবাসা* সংখ্যায় তাই আশ্রয় নিলাম। প্রিয়তমা লুসী, তুমি ফিরে এসো।

- **ইদ্রিছ,** *চট্টগ্রাম থেকে*

মুন

লক্ষ্মী প্রিয়া আমার। কেমন আছো তুমি? আজ অনেকদিন থেকেই তোমার কোনো খবর জানি না। জানো, এই স্বার্থপর নিষ্ঠুর পৃথিবীতে শুধু তোমাকেই কল্পনা করেছি, স্বপ্নের বাসর সাজিয়েছি শুধু তোমাকে নিয়েই। কিন্তু কি দোষ ছিল আমার? লক্ষ্মী বৌ আমার, আল্লাহকে সাক্ষী রেখে তোমাকে বিয়ে করেছিলাম তা অস্বীকার করতে পারবো না।

আজ আমি বড় একা হয়ে গেছি। তুমি ছাড়া অন্য কারো বুকে সুখ খুজতে চাই না। আজ নিঃসঙ্গ জীবনে অনেক কথাই মনে পড়ে। কতো সুন্দর করে আবেগঘন মুহূর্তগুলো আমরা পার করতাম, তোমার কি মনে পড়ে না? অনেক কিছুই ভুলে থাকতে চাই। কিন্তু পারি না। তোমার প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই। আমাকে কষ্টের অথৈ সাগরে ফেলে দিয়ে তুমি যদি সুখের সাগরে ভেসে বেড়াও তাতেই আমি খুশি।

- **জুয়েল আহমেদ** , *ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে*

তোমার কাছে যাবো

অপার আকাশ হাতের মুঠোয়, পেজা তুলার আকাশ তোমার হৃদয়। তাই তোমার কাছে চলে যাবো। শ্রাবণের ভরা নদী টলমল শাপলার কাছে কাছে চলে যাবো। বৃষ্টি ধোয়া নরম আলোর পরশে তোমার কাছে চলে যাবো। ঝরাফুল মাড়িয়ে তোমার কাছে চলে যাবো।

- **সাগর,** *ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক*

মনে রেখো একজন আছে

তুমি আজ কোথায় কেমন আছো জানি না। দেশে কতোজনকে চিঠি দিলাম, ফোন করলাম, কতো ই-মেইল পাঠালাম কেউ তোমার ব্যাপারে জানতে চাইলে উত্তর দেয় না। জানি তোমার-আমার মধ্যে আজ অনেক পার্থক্য। কিন্তু আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি চাই তুমি শান্তিতে, সুখে থাকো। এই ভালোবাসা দিবসে কতোজনের ভালোবাসার মানুষ এর কথা বলে কতো কিছু উপহার দেয়। আমি না হয় আমার দুঃখ দেয়ার মানুষকে স্মরণ করবো। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভালো থেকো, সুখে থেকো এই কামনা করি। মনে রেখো, একজন আছে যে তার সকল কিছুর বিনিময়েও তোমাকে ভালোবাসে।

- **মোহাম্মদ হিমালয়,** *সউদি আরব থেকে*

রুকসানা

ভালোবাসার অর্থ শুধু ত্যাগ নয়, কিছু প্রাপ্তিও বটে। তাই যখন তোমার কাছ থেকে পাইনি তখন অন্য কারোর কাছে ভালোবাসার অর্থ খোজার ইচ্ছে আমার নেই। এই জীবনে তোমাকে ভালোবেসে পেয়েছি শুধু অবহেলা, বঞ্চনা আর প্রতারণা। বার বার তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু তুমি বুঝেও বুঝতে চাও না। বিনিময়ে তুমি আমাকে যা ভেবেছো তার ভাবতে গিয়েও আজ সত্যিই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এতো কিছুর পরেও ভালোবাসা দিবসে তোমার জন্য আমার সবটুকু ভালোবাসা।

- **মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম,** *সিরাজগঞ্জ থেকে*

কান্তা

আজ ভালোবাসা দিবস। শুভেচ্ছা নিও, আশা করি ভালো আছো। এদিনে শুধু তোমার কথাই মনে পড়ছে। এতোদিন পরেও তোমাকে ভুলতে পারছি না। কারণ জীবনের প্রথম ভালোবাসা তো! প্রথম ভালোবাসা কি কখনো ভোলা যায়?

- **মোস্তাফিজ,** *গুলিস্তান, ঢাকা থেকে*

কুসুম

আমি আজো তোমার ভালোবাসার আগুনে দাউ দাউ করে পুড়ছি। এই মুহূর্ত থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত আমার সমস্ত জীবন শুধু তোমার জন্য। হ্যা বন্ধু, শুধু তোমার জন্য। আমি এই সোনালি পৃথিবীতে যতোদিন বাচি, তুমিই হবে আমার প্রিয় একজন, তুমিই হবে আমার আপন একজন যাকে কখনো মনের অজান্তেও ভুলতে পারবো না।

- **সৈকত,** *রাজশাহী ইউনিভার্সিটি থেকে*

সীমু

আমাকে অভিশাপ দিও সীমু, তোমার অভিশাপগুলো যেন আমাকে ক্ষণে ক্ষণে কষ্ট দেয় সেটাই আমি চাই।

- **রাজ,** *রংপুর থেকে*

হৃদয়

তুমি এতো নিষ্ঠুর কেন? প্রতিবেশী হিসেবেও কি তোমার সঙ্গে কথা বলার অধিকার নেই আমার? আর যদি থেকেই থাকে তবে কেন তুমি আমাকে এড়িয়ে চলো? যাওয়ার আগে তুমি এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে যাবে?

- **মণি,** *ময়মনসিংহ থেকে*

ফেরদৌসি

ভেজা আকাশে উড়তে উড়তে জীবনের সুতায় যদি টান পড়ে কখনো, এসো, বুক পেতে দেবো, আকাশ হবো আর হাস্নাহেনা ফোটাবো। হৃদয় দুয়ার উন্মুক্ত তোমারই জন্য।

- **প্রীতম,** *রায়পুর, লক্ষ্মীপুর থেকে*

মেসেজ

আজ যে আবারও আমার স্বপ্নের সেই মানুষ উচ্ছ্বাসে ভরা, উৎফুল্ল, চটপটে। আমি কখনো হতাশ হলে সে আমাকে উৎসাহ দেয়, বলে থিংক পজিটিভ। Everything will be ok. যখন সে পড়াশোনার কথা বলে, ভবিষ্যৎ প্ল্যানের কথা বলে তখন মুগ্ধ হয়ে শুনি, আমার ভেতরটা আনন্দে ভরে ওঠে। আজ আমার ভালোবাসার মানুষটা একজন আলোকিত মানুষ। ভালোবাসা দিবসে তার জন্য আমার ছোট একটা মেসেজ T-VIRUS.

- **প্রেরণা,** *ঢাকা থেকে*

মিলি

তুমি আমাকে ভালো না বাসলেও আমি তোমাকে মনে-প্রাণে গভীরভাবে ভালোবাসি, সব সময় বাসবো।

- **রনু** *মগবাজার, ঢাকা থেকে*

শিরিন

আমাকে আজরাইল ছাড়া কেউই তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। কারণ ভালোবাসা মানুষকে পাগল বানিয়ে মা,বাবা, ঘর-বাড়ি ছাড়া করে সন্ন্যাসী বানায়। তোমার সেই ভালোবাসা আছে আমার এ অন্তর জুড়ে।

- **মোহাম্মদ সুলতানা হোসেন,** *টাঙ্গাইল থেকে*

ভাগ্যবতী

এ বছর কোরবানির ঈদ উৎসব ও ভালোবাসা দিবস বোধহয় খুব কাছাকাছি থেকে উদযাপিত হবে। তাই তো তোমার কাছাকাছি থাকাটা এ বছর আমার জন্য অনেক সহজ। এবার নিশ্চয় তুমি খুব খুশি হবে।

ভাবতে পারো, এই একটা দিনের জন্য তোমাকে কতো বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। আসলেই তুমি ভাগ্যবতী। সত্যিকার অর্থে মন থেকে কিছু চাইলে তা যে বিফলে যায় না সেটাই দেখলাম। সত্যিই তুমি জয়ী।

- রাজীব, *ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে*

রোমেল

হয়তো আর কোনোদিন আপনার সঙ্গে দেখা হবে না। যদি ভুলে হঠাৎ কোথাও দেখা হয়ে যায় তাহলে ভাববো, সেটা আমার চরম সৌভাগ্য। ভেবে নেবো, এতোগুলো মাস, এতোগুলো বিকেল, এতোগুলো সময় যার প্রতীক্ষায় নষ্ট করেছি সে আমাকে পুরোপুরি ভুলে যায়নি। আরেকটা কথা, আমি অসম্ভব ভালো একটা মেয়ে ছিলাম এবং আছি। আপনার জন্য মনে মনে অনেক কষ্ট পেয়েছি। আপনাকে ভুলতে কোনোদিন চেষ্টা করবো না। এই ভালোবাসা দিবসে কামনা করি, অন্য কোনো মেয়ে যাতে আমার চেয়ে এক বিন্দুও বেশি আপনাকে ভালো না বাসে।

- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, *ঢাকা থেকে*

আরজু

আমাদের প্রথম ভালোবাসার বছরে ভালোবাসা দিবসটিতে তোমাকে খুব বেশি মিস করবো। ভালোবাসা দিবসটিতে প্রেমিকযুগল যখন ভালোবাসার রঙে হৃদয় আল্পনায় ব্যস্ত তখন আমি ব্যস্ত পরীক্ষা নিয়ে। তারপরও শিশির ঝরা মধ্যরাতে একাকী তোমাকে ভেবে পড়ায় মনোযোগ হারাই। তবে এ ব্যস্ততা, এ বিরহ খুব শিগগিরই শেষ হবে। তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা একটি দিনের নয়। ভালোবাসার রঙে জেগে ওঠা নতুন প্রভাতের উষ্ণ শুভেচ্ছা প্রতিদিনের, প্রতিক্ষণের।

- অতসী, *শ্যামপুর, ঢাকা থেকে*

লিজা

আচ্ছা, তোমার নাম দিলাম লীলাবতী। কি পছন্দ হলো না। খুব রাগ করলে? প্লিজ! বলো না, লীলাবতী, তুমি এতো কম কথা বলো কেন? তোমাকে যে আমার খুব ভালো লাগে। তোমার মায়াবী মুখ, তোমার শান্ত চোখ, তোমার মেহেদী নকশা আকা তন্নী ফর্শা হাত, তোমার রূপের নূপুর নগ্ন পা। তোমার মৃদু হাসি আমার যে খুব ভালো লাগে।
তোমার অপেক্ষায় আমি।

– নাম ও ঠিকানাবিহীন

প্রিয় রুবিনা

বিশ্ব নিয়ন্ত্রক, অনন্ত বন্ধু অসীম প্রেমময় মহান স্রষ্টার *জীবন নাটকে* অভিনয় করতে পেরে আমি এখন সার্থক। তোমার ভালোবাসা ছেড়ে সেই অসীম ভালোবাসার সাগরে আমি ডুব দিচ্ছি! তাই তোমার জন্য দুই এক জনম অপেক্ষা থাকা আমার জন্য এখন দুই এক রাত!

– ডা. **মোহাম্মদ আজিজুর রহমান সিদ্দিকী**
বাদুরতলা, কুমিল্লা থেকে

রুম্পা

আমি আজ ঝড়ে ওড়া খড়কুটার মতো। তাই ভুলে গিয়েছি অতীত, মেনে নিয়েছি বর্তমান আর ভবিষ্যৎ কি তা নিজেও জানি না, জানে আমার নিষ্ঠুর নিয়তি। তাই আমারই পথে আমারই হয়ে ফেরারি হয়ো না। সুবোধ, সুদর্শন কারো ঘরনী হয়ো। আমার কথা ভেবো না, আমি স্কাইলার্ক পাখির মতো সুদূর অসীমের দিকে উড়তে থাকবো। ঘুরতে থাকবো প্রকৃতির সরোবরে অরণ্যের গহীনে এডাল থেকে ওডালে। হয়তো বা স্মৃতিপটে ভাসবে কারো মুখ, হাসবে কারো ছবি। তারপর নিশ্চিত গ্রাস করবে মৃত্যু এবং সঙ্গী হবে অন্ধকার।

- **বাচ্চু,** *ডেমরা, ঢাকা থেকে*

ফাইজ

ভালোলাগা থেকেই ভালোবাসা আর এই ভালোবাসার শেষ পরিণতিই বোধহয়, নির্ঘুম রাতে দীর্ঘ নিঃশ্বাসের মাঝে জীবনকে ফিরে পাওয়ার ব্যর্থ প্রয়াস।

- **বাচ্চু,** *কুষ্টিয়া থেকে*

নদী

আমার অক্ষমতাকে তুমি ঘৃণা করো।
মনের কষ্টে অন্যদের মতোই কাদো।
আমি বার বার নষ্ট হয়ে যাই।

- **মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন,** *মিরপুর, ঢাকা থেকে*

সেলিনা

জীবনের ফাল্গুন ঝরা রঙিন ঝলমলে দিনগুলোর দশটি বসন্তকে কেড়ে নিয়ে আমার জীবন থেকে চলে গেছো দূরে, বহুদূরে। আমাকে সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে কুলকান্দির কূলে ভিড়িয়েছো তোমর তরী, বেধেছো ঘর, সাজিয়েছো সংসার। জানি না আজ তুমি কতোটা সুখী হতে পেরেছো। তবে যেখানেই থাকো, যেভাবেই থাকো, ভালো থাকো, সুখে থাকো দিন, প্রতিদিন।

- **আরিফ,** *ধনবাড়ি, টাঙ্গাইল থেকে*

M

কেমন আছো খুব জানতে ইচ্ছে হচ্ছে। ইচ্ছে হলেই তো জানা হয় না। তবুও বলবো, তুমি ভালো থেকো। আর আমি না হয় তোমার অবহেলার মাঝে কোনোভাবে দিন কাটাচ্ছি। M, তুমি আমাকে যাই বলো, আমি সেই তোমার প্রথম ভালোবাসার মানুষটি আজো তেমনটি আছে। এবং আজো সে কোনো রকম হেয়ালি না করে ভালোবাসি যতোদিন বেচে থাকি তোমাকে ভালোবেসে যাবো। তুমি আমাকে না ভালোবাসতে পারো। মনে রেখো, সারাটা জীবন তোমার অপেক্ষায় থাকবো। ভালো থেকো।

- **সোহেল,** *চাদপুর থেকে*

নাসরিন

আমাকে ভালোবেসেছিলে। এখনো তোমাকে ভালোবাসি। আমি এখন কৃষিবিদ হয়েছি। তোমার কৃষি অফিসের বি.এস বাবা নিশ্চয় আমাকে ফেরাবেন না। এই কয়েক মাসের মধ্যে তোমাকে আমার খুবই প্রয়োজন। কিন্তু তোমার ঠিকানাটা?

- **সুলতান মাহমুদ,** *ধামরাইহাট, নওগা থেকে*

বুঝতে পারি না

আমি এখনো উড়নচণ্ডী স্বভাবের রয়ে গেলাম, নীলা, দিনা বুঝতে পারছি না তুমি কি আমার নীলাতে আছো? নাকি আগের দিনাতে ফিরে গেছো?

- **সাইক,** *আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম থেকে*

বনশ্রী

প্লাস্টিকের কাপে এক কাপ চা খেয়ে নিলাম। ট্রেনটা আমাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে স্টেশনটাকে বিদায় দিয়ে। ছোট ছোট গাছ নিয়ে সামনে এক বিস্তার্ণ প্রান্তর আকাশের সঙ্গে কথা বলছে। হয়তো আকাশ তা শুনতে পাচ্ছে না। আমার হৃদয়ে যে কথাগুলো নেচে বেড়াচ্ছে তাও হয়তো তোমার কাছে পৌছাতে পারছে না।

- **রাজীব,** *ব্যাঙ্গালোর, ইনডিয়া থেকে*

সোহাগ

তুমি জানো না সে কতো বড় নারীলোভী। সে চায় একশ পূরণ করতে। ইতিমধ্যে অর্ধ সেঞ্চুরি পূরণ করে ফেলেছে। তোমার কি মনে নেই ও বলেছিল, এতো ফাও খাবো। আমার এই কথাগুলো জানার পর যদি তোমার মনে ওর প্রতি ভালোবাসার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না হয় তাহলে বুঝবো, তুমিও চাও ওভাবে মিশতে। এবং ভাববো, এক হাতের তো দোষ নয়। কেননা এক হাতে তো আর শব্দ হয় না।

- **প্রসাদ,** *যশোর থেকে*

আপু

আমার পচিশ বছরের জমানো সবটুকু ভালোবাসা শুধুই তোমার জন্য। এবং আমার এ অফুরন্ত ভালোবাসাই একদিন নিয়ে যাবে পৃথিবীর ওই প্রান্তে তোমার কাছে।

- **বশির আহমেদ ইমন,** *দক্ষিণ কোরিয়া থেকে*

যাযাদি

আমার পক্ষ থেকে তোমাকে দোয়া করলাম, তুমি যেন যুগ যুগ বেচে থাকো, আমার ছেলেমেয়েরাও যেন তোমার কাছে লিখতে পারে।

- **তিসা,** *খালিশপুর, খুলনা থেকে*

চট্টগ্রামের নাহিদ

ভালোবাসি। কিন্তু কোনোদিন সরাসরি বলতে পারিনি।

- **পারভেজ,** *চট্টগ্রাম থেকে*

পিউলী

ভালোবাসা মোরে ভিখারি করেছে,
তোমাকে করেছে রানী...।

- আলফা চৌধুরী, *শেরপুর, বগুড়া থেকে*

সুমি

প্রথম দেখাতেই আমার মনে হলো, তোমাকে যেন অনেকদিন ধরেই চিনি। আরো মনে হলো, আমি মনে মনে যাকে খুজছি এই সে। মানুষের চেহারা যে এতো মায়াময় হয় তা তোমাকে না দেখলে বুঝতামই না। প্রথম প্রথম কি এক অজানা কারণে দুজন দুজনকে দেখে লজ্জা পেয়ে এড়িয়ে চলতাম। একই বাসায় থাকার কারণে এক সময় সম্পর্কটা সহজ হয়ে গেল। তোমাকে ভালোবেসে ফেললাম।

- রসি, *যশোর থেকে*

নদী

আমার একটি নদী ছিল শীতলক্ষার মতো শান্ত, স্নিগ্ধ, পাছে হারিয়ে যায় এ ভয়ে কখনো বলিনি আমি তাকে ভালোবাসি। অবশেষে মনের সঙ্গে দীর্ঘ সংগ্রামের পর যখন বললাম তখন সত্যিই হারিয়ে গেল। হ্যা, সত্যিই হারিয়ে গেল আমার নদী। বড়ই অভিমানী, অপরূপা ছিল সেই আদরের ঝুমুর।

- হিমু, *কক্সবাজার, চট্টগ্রাম থেকে*

আইরিন

ভালোবাসা দিবসে তোমাকে জানাই হৃদপিণ্ডের রক্ত সেচা হিমোগ্লোবিনের লাল উষ্ণতা।

- ক, *নাটোর থেকে*

চোর হবো

একবার আমার প্রিয় N–এর সঙ্গে দিনে কথা বলতে পারি না বলে তারই আহ্বানে ভালোবাসা দিবসের শুভেচ্ছা জানাতে রাতের অন্ধকারে গিয়েছিলাম তার কাছে। কিন্তু হায় ভাগ্য! চোর বলে ধাওয়া করেছিল তার বাবা। সেখান থেকে চোর হয়েই পালিয়ে এসেছিলাম। আমার প্রিয়ার ভালোবাসা হারিয়ে ফেলেছি সেই কবে। অথচ ইচ্ছে করে প্রতিটি ভালোবাসা দিবসে আরো একবার চোর হই, ইচ্ছে করে চোর হয়ে হলেও তার কাছে ছুটে যাই।

- S, মানিকগঞ্জ থেকে

মুক্তা

যেখানেই থাকো, ভালো থেকো, জীবনে অনেক বড় হও। এই কামনায় বুয়েট ভর্তি পরীক্ষায় তোমার বেঞ্চের সেই ছেলেটি।

- আনোয়ার, *বুয়েট, ঢাকা থেকে*

কালো হরিণী

তোমার ঘন–কালো হরিণী মায়াবী দুটো চোখে লজ্জা খেলা করছিল। মনে হচ্ছিল দুটো বিষের পেয়ালায় মৃত্যু খেলা করছিল। তোমার এই দুটো চোখ আমাকে বাচতে দেবে না। তুমি তাকালে

তোমার চোখের জানালায় আমার মৃত্যুকে উকি দিতে দেখি। তোমার চোখেই দেখেছি আমার সর্বনাশ!

- **লু,** *ঢাকা থেকে*

ফিরে আসবে বোধহয়

আজ বিশ বছর পেরিয়ে গেছে শর্মিলা বেদনা ভরা হৃদয় নিয়ে বলে গেছে। কিন্তু ওর প্রেমপত্রটা আজও বুকে রেখে কাদতে কাদতে ঘুমিয়ে পড়ি। জীবনের অনুভবশালার অপরাহ্নে এসে এখনো মনে হয়, শর্মিলা ফিরে আসবে বোধহয়।

- **ননী গোপাল,** *কিরউ সিটি, জাপান থেকে*

বন্যা

আমার হৃদয়ে ফুলদানিতে সাজানো প্রেমের মুকুল তুমি, কবিতার ছন্দ তুমি। আমার হৃদয়ের আকাশের ধ্রুবতারার মতো বিরাজ করছো তুমি। তুমি আমার জীবনের সমস্তটা অস্তিত্ব জুড়ে থাকবে যতোদিন আমার নিঃশ্বাস চলবে।

- **অপু,** *কুড়িগ্রাম থেকে*

ধ্রুব

না পাওয়ার চেয়ে পেয়ে হারানোর বেদনা অনেক বেশি বেদনায়ক ও অনেক বেশি কষ্টকর।

- **সাবিনা ইয়াসমীন,** *কুমিল্লা থেকে*

Tony

তোমাকে আমার অনেক বছর ধরেই ভালো লাগতো। ভালোবাসার জন্ম দিয়েছো তুমি। তোমার–আমার ভালোবাসাকে অপমান করবে না। তোমাকে ভালো জানি, বিশ্বাস করি। মনে রাখবে, ভালোবাসা আর বন্ধুত্ব কখনো শেষ হয় না।

- **Worme,** *ঢাকা থেকে*

শুধু দুজনই

ভালোবাসার অর্থ হচ্ছে দুটি মনের এক হয়ে চলা যা কেবল ওই দুজনই বুঝতে পারে। লিখে বা বলে তা বোঝানো সম্ভব নয়।

- **মঈন,** *ময়মনসিংহ থেকে*

সাথী

আজ ভালোবাসা দিবসে আমার হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা রইলো। তোমাকে না পেয়ে সুখী হতে না পারলেও তোমার বরকে নিয়ে তুমি সুখী হও এই কামনা করি।

- **সাজিদ (জীবন)** , *পঞ্চবটি, নরসিংদী থেকে*

জান

দুজনের ভিন্ন ভিন্ন সংসার হবে, দুজন থাকবো দুই প্রজন্মে। তবুও আমাদের বন্ধুত্ব আমরা নষ্ট করবো না। দুজন শত দুঃখ–কষ্ট, হাসি–আনন্দে দিন কাটাবো। তারপরও আমাদের পবিত্র বন্ধুত্বের বন্ধন ছিন্ন করবো না।

- **জান,** *ঠিকানাবিহীন*

তবুও

এবার নতুন বছরের প্রথম দিনে তাকে ভালোবাসার কথা জানাতে পেরে খুবই আনন্দিত। জানি সে সহজে তা গ্রহণ করবে না কিংবা আমাকে ফাসিয়ে দেয়ার জন্য তেমন কাউকে বলবেও না। তবুও তাকে এটা লিখেছি, তোমার যদি আমার গালে চড় দিতে ইচ্ছে করে তাহলে অন্য কাউকে নয় আমাকে জানালেই চলবে। দেখবে সত্যি সত্যি গাল নিয়ে আমি হাজির হয়েছি। তুমি ভালো থেকো, খুব ভালো। ভালোবাসা দিবসে এই প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তি।

- **কে.এম আতিক,** *ময়মনসিংহ থেকে*

গিন্নি

মনে রেখো, তোমার জন্য আমার মনের দুয়ার সব সময় খোলা। তোমার জন্য অপেক্ষা করবো ততোদিন পর্যন্ত যতোদিন তোমার বিয়ে না হবে। আর যেদিন তোমার বিয়ে হবে সেদিনই হবে পৃথিবীতে আমার শেষ দিন। কেননা বেচে থাকতে তোমার পাশে অন্য কাউকে সহ্য করতে পারবো না।

- **SL 1912**, *হাটহাজারী, চট্টগ্রাম থেকে*

রেশমা

তোমাকে ভালোবাসি। কেন এতো ভালোবাসি তা কি তুমি জানো? আমার ইচ্ছে করে সারাক্ষণ তোমার সঙ্গে থাকতে, গল্প করতে, বার বার বলতে তোমাকে ভালোবাসি। তুমি কেন বোঝো না, কেন বুঝতে পারো না। তোমাকে ছাড়া আমার কিছু ভালো লাগে না। আর কোনো দ্বিধা নয়, কোনো দেরি নয়, তুমি ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে দাও, দুজনে গড়ি স্বপ্নের ভুবন।

- **খোরশেদ,** *রংপুর থেকে*

রোমিও

আমার সর্বস্ব উজাড় করে তোমাকে ভালোবেসেছিলাম। জীবনের যতোটা ভালোবাসা সবই দিয়েছিলাম। আজ এই ভালোবাসা দিবসে দেয়ার মতো আর কিছুই নেই। তবুও এই ভালোবাসা দিবসে ফিরে দেখো আমাকে, আমার ভালোবাসার দিকে। শুধু একবার মনে করো, আমার প্রথম এবং শেষ ভালোবাসা তুমি রোমিও।

- **মনির,** *মধুখালী, ফরিদপুর থেকে*

পলি

তোমাকে তো অনেক নামেই ডেকেছি। লতা, ছোয়া, চাদ, লক্ষ্মী আরো অনেক নামে। আজ ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে তোমার নতুন নাম রীমা। কেমন হলো বলো তো? আমাদের ভালোবাসার প্রথম বর্ষ ও ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে তোমার জন্য আমার অনেক ভালোবাসা।

– তোমারই **স্পন্দন,** *ঢাকা থেকে*

I love my R

এখন চাই চিৎকার করে ভালোবাসি বলতে। এখন চাই আমার আচলের ছায়ায় তাকে ভালোবাসতে। ভেজা চুলের সিক্ত পানির ছিটায় ঘুম ভাঙতে। এখন চাই, সূর্যাস্ত, সূর্যোদয়ে তার হাত ছুয়ে দেখতে।

- সামান্থা, *দিনাজপুর থেকে*

সবাই তো সুখী হতে চায়

সুখ সবার কপালে সয় না, প্রেম-ভালোবাসা সব মানুষের জীবনে আসে না। নিজের জীবনে পরীক্ষা দিয়ে এই সত্য আমাকে জানতে হয়েছে। সেই ছোটবেলায় রেডিওতে শোনা গানের কথা – *সবাই তো সুখী হতে চায়, কেউ সুখী হয়, কেউ হয় না। জানি না বলে যা লোকে সত্যি কি না, কপালে সবার নাকি সুখ সয় না।*

– নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

দাগ

যাযাদির গত *ভালোবাসা* সংখ্যার *দাগ* শিরোনামে তোমার গল্পটা দেখলাম। আমার বুকের গহীন থেকে তুমি খুড়ে খুড়ে তোমার অস্তিত্ব বের করলে। মনে আছে, যাযাদিতে লেখার জন্য আমিই তোমাকে উৎসাহ দিতাম। আমার মনের মধ্যে তোমার যে ছবি আকা হয়ে আছে তা কখনো মুছে যাবে না। আমি মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছি। তোমাকে হারিয়ে আমি দিশেহারা। তোমার গল্পের প্রতিউত্তর লেখার কোনো ইচ্ছে আমার ছিল না। তুমি যেহেতু আমাকে ছুড়ে রাস্তায় ফেলে দিয়েছো, এরপর আর কিইবা বাকি থাকে। তবুও লিখতে হলো। কারণ এখনো তোমার সেই দাগের কথা মনে আছে। তাই তোমাকে ছোট একটা অনুরোধ করি, তুমি আর যাই করো (আমি জানি সবই সম্ভব) শুধু আমার-তোমার ওই দাগটুকু কাউকে দেখাবে না। প্লিজ, আং ঝাং পাং ঝাং রিং রিংয়ের কসম।

- মোহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দিন, *ঢাকা থেকে*

মেয়েটির নাম এ্যামি এ বছর ভালোবাসা দিবসে তার নাম প্রকাশ করলাম। আগামী বছরের ভালোবাসা দিবসে যাযাদির *ভালোবাসা* সংখ্যা নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করবো প্রবাস নামের জেলে থেকে মুক্ত হয়ে। তবে ভালোবাসার দাবি নিয়ে নয়।

- মোহাম্মদ ওজানা, *কে.এস.এ থেকে*

মারিয়া

মুখ ফুটে কোনোদিনও বলতে পারবো না তোমাকে কতোটা ভালোবাসি। ইউনিভার্সিটির নবীনবরণে প্রথম যখন দেখেছি তখন থেকেই তোমাকে আমার হৃদয়ে স্থান দিয়েছি। কিন্তু কখনো তোমাকে বলতে পারিনি। কখনো বলতে পারবো কি না তাও জানি না। কারণ আমার একটাই ভয়, যদি তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করো। তারচেয়ে তো এই ভালো, তোমাকে একতরফা ভালোবেসে যাবো। যদি আমার ভালোবাসা সত্যি হয় তাহলে হয়তো বা কোনো একদিন তোমার ভালোবাসা আমি পাবো। শুধু সেই দিনটির প্রতীক্ষায় আছি। তাই আজ ভালোবাসা দিবসে সবাইকে জানিয়ে দিতে চাই, আমি তোমাকে ভালোবাসি, খুব ভালোবাসি।

- এ, *আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম থেকে*

স্মৃতি

আমি জানি না তোমারও কি আমার মনে পড়ে! তাই যদি হয় তাহলে কেন তুমি আমায় রাখো দূরে।

- **লেলিন,** *পশ্চিম রামনগর, দিনাজপুর থেকে*

আলমগীর

তোমাকে অনেক বেশি ভালোবাসি। তোমার–আমার মানে আমাদের দুজনের এই পবিত্র ভালোবাসার বয়স আজ প্রায় দুই বছর চলছে। কিন্তু আমার দুঃখের বিষয় হচ্ছে এই যে, আজ পর্যন্ত তোমার সঙ্গে আমার দীর্ঘ সময় নিয়ে কোনো আলাপে যেতে পারিনি। আমার আরেকটি সমস্যা হচ্ছে তুমি এবং আমি একই ক্লাসে পড়াশোনা করছি। যেহেতু আমরা ক্লাস নাইনের ছাত্রছাত্রী সেহেতু বর্তমানে তোমার কাছ থেকে একটু দূরে থাকতে চাই। তার জন্য তুমি আমাকে আবার অন্য রকম মনে করো না।

- **উম্মে মাহমুদা সেলি,** *পতেঙ্গা চট্টগ্রাম থেকে*

দুর্লভ মন

ভালোবাসতাম ওকে আমি। হ্যা, আমার আকাশকেই ভালোবাসতাম। পুরো দুই মাস ওর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল আমার। কিন্তু কখনো সরাসরি কিংবা ফোনে কথা হয়নি। এ দুই মাসে ও যতোগুলো চিঠি দিয়েছে সবগুলো চিঠি ছিল আমার কাছে এক একটা রঙিন স্বপ্নের মতো। আর সে মানুষটি হঠাৎ করে বদলে গেল চরম অপমান সহ্য করতে না পেরে। ওকে অপমান করেছে আমাদের ফ্যামিলির যে কেউ একজন।

ওর মতো মানুষ হয় না পৃথিবীতে। আমার জীবনের সার্থক তা হচ্ছে দুই মাসের জন্য হলেও এমন একজন মানুষের মন আমি পেয়েছিলাম।

- **অর্পিতা,** *ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক*

সাথী

আজ তোমার নতুন জীবন সঙ্গীকে নিয়ে সুখেই আছো। একটু চিন্তা করো, এর আগে কাকে ভালোবাসতে! কি ছিল আমার অপরাধ, আমার জীবন চলার পথের শেষ ঠিকানা যদি নাইবা তুমি জানতে তাহলে আমার একাকী পথের সঙ্গী হতে এলে কেন?

- **এম.এ রাজ্জাক রাজু,** *শাহরাস্তি, চাদপুর থেকে*

পপি

শুধু বন্ধুত্বের বাধনে তোমাকে জড়াতে চেয়েছিলাম কিন্তু হলো না তোমার বিবেকহীন আপা–দুলাভাইয়ের কারণে।

- **রুবেল,** *নাটোর থেকে*

ফারজানা

বাহ! চমৎকার তোমার পরিবর্তন। কল্পনাও করতে পারি না তুমি কেমন করে এমন হয়ে গেলে? কিন্তু একটা সময় ছিল, তোমার–আমার দেখা হলেই *কুছ কুছ হোতা হ্যায়* ছবির শাহরুখ ও কাজলের মতো প্রথমে একে অপরের হাত ছোয়া, তারপর আঙুল দিয়ে নাকে স্পর্শ করতাম। আর তোমাকে

ডাকতাম, পারফেক্ট লিটারারি পার্সন বলে। আজ তা শুধুই স্মৃতি। জীবন চলার পথে যদি কখনো দেখা হয়, প্লিজ, ভুলে যাওয়া হাতের কাজগুলো প্রদর্শন করো।

- শরীফ রায়হান, *ময়মনসিংহ থেকে*

ABUNE

আমি চাই, আমার জন্য তুমি যদি সব যন্ত্রণাই সহ্য করে থাকো তাহলে বাকি কষ্টটুকু সহ্য করে একটু অপেক্ষা করো। তোমারই ছিলাম, তোমারই আছি, তোমারই থাকবো।

- উজ্জ্বল, *ঢাকা থেকে*

সুমি

আজ আমি দূর প্রবাসে। তোমার কথাই শুধু মনে পড়ে। যদি সুন্দর কোনো কিছু করতে যাই, তোমারি ছবি দেখতে পাই।

- ওহিদুর রহমান বিপ্লব, *সউদি আরব থেকে*

ব্যর্থ

প্রত্যেক সেন্ট ভ্যালেন্টাইনস ডে-তে লাবণ্যের সঙ্গে মিলিত হতে চেষ্টা করতাম। তাদের ছাদে বসে আমরা কতো কথা বলেছি। কিন্তু আজ এই প্রবাস জীবনে তার সঙ্গে তিনটি ভালোবাসা দিবস কাটাতে ব্যর্থ হয়েছি। জানি না, আগামী ভালোবাসা দিবসে তার সঙ্গে কাটাতে পারবো কি না।

- গোলাম কবির, *ভেনিস, ইটালি থেকে*

সাবিহা তোমাকে

১৪ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে প্রিয়তমা স্ত্রী জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির ছাত্রী সাবিহা সুলতানাকে প্রবাস থেকে লাল গোলাপ শুভেচ্ছা। আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি।

- মাহবুব ভূইয়া, *ভেনিস, ইটালি থেকে*

দেয়ালবিহীন কারাগারে

এখন এই ভালোবাসা দিবস আসলে আমার কোনো আনন্দ লাগে না। বরং এই দেয়ালবিহীন কারাগারে নীরবে চোখের জল ফেলি। কারণ আমার ভালোবাসার মানুষকে ভালোবাসা দিবসে কথা দিয়ে কথা রাখতে পারিনি।

- বেলাল, *সউদি আরব থেকে*

তারপরেও

প্রবাস জীবন খুব কঠিন জীবন, ইচ্ছা করলেই সব আশা পূর্ণ করা যায় না। তারপরেও আজ তোমাকে জানাই ভালোবাসার শুভেচ্ছা। I love you.

- ফ্রেন্স, *ইটালি থেকে*

পচিশ বছরেও

আমি যে তাকে কতো ভালোবাসি তা সে আজও পচিশ বছর বিয়ে জীবনে বুঝতে পারেনি। আমার যতো দুঃখ, কষ্ট, বিপদ-আপদ যাই থাকুক, তার চেহারা সব সময় উজ্জ্বল দেখতে চাই। আমার সব কিছু নির্ভর করে তার কামরাঙা মিষ্টি হাসির মধ্যে।

- মোহাম্মদ ফজলুল হক খন্দকার

সিঙ্গাপুর থেকে

স্বপ্না

তুমি আমার জন্য কিছুদিন অপেক্ষা করো। দেশে ফিরে এসে তোমাকে আমার জীবনসঙ্গী করে নেবো। সবার প্রতি আমার একটাই অনুরোধ, ভালোলাগা, ভালোবাসার কথাটি ভালোবাসার মানুষটিকে বলতে ভুল করবেন না। আর কেন এ উপদেশ জানেন? কারণ আমি তো আপনাদেরই একজন।

- মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির সিপন

সউদি আরব থেকে

রীনা

আমাকে লোক সমাজে *বাসী* করে দিয়ে তুমি অন্য আরেক জনার কাছে নিজেকে *তাজা* বলে উপস্থাপন করেছো। দুঃখ শুধু এখানেই। আল্লাহর কাছে এখন শুধু একটাই বলি যেন তোমার চেহারাটা মেমোরি থেকে মুছে দেয়। কিন্তু মুছে না।

– নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, জেদ্দা থেকে

শারমীন

বিশ্বাস করো তোমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসি, আজ এই পবিত্র ভালোবাসা দিবসে রাতের অন্ধকারে আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে তোমাকে ডাকবো, তোমার জন্য অপেক্ষা করবো, তুমি আসবে তো?

– নাম ঠিকানাবিহীন

রেণু

তোমাকে ভালোবেসে কোনো বিখ্যাত বা বরেণ্য ব্যক্তি হতে চাইনি। চেয়েছিলাম ছন্নছাড়া জীবনটাকে গুছিয়ে নিতে। চেয়েছিলাম তোমার হাত ধরে জ্যোৎস্না দেখতে বা বৃষ্টিতে ভিজতে। চেয়েছিলাম কোনো নদীর ধারে বসে গদ্য–পদ্য মিশেল দিয়ে ভালোবাসার কথোপকথন করতে। চেয়েছিলাম গাছ–গাছালির আলো–ছায়ার মাঝে চোখে চোখে লুকোচুরি খেলতে।

- জাহাঙ্গীর শ জুয়েল, *বাসাবো, ঢাকা থেকে*

নাবিলা সামজি

আমাকে যখন তোমার স্বপ্ন পুরুষ বানিয়ে নিয়েছো, তোমার স্বপ্ন পূরণে সাধ্যমতো সব কিছুই করবো। তুমি শুধু অনুপ্রেরণা যোগানের জন্য আমার পাশে থেকো।

- আরমান মানিম, *নীলক্ষেত, ঢাকা থেকে*

জোলি

তোমার ভালোবাসা আমাকে আপ্লুত করে, এনার্জি বৃদ্ধি করে। যতো বেশি ভালোবাসো আমাকে ততোবেশি সুন্দর হয়ে ওঠে এই পৃথিবীটা। এই ভালোবাসাকে সঙ্গী করে চলতে চাই সারাটি জীবন। আমার দুর্দান্ত ভালোবাসা আর অফুরন্ত প্রেম তোমার জন্য সব সময়, প্রতিটি ক্ষণে।

- জি.এম কামরুল হাসান শামীম, *ঢাকা থেকে*

মুক্তা

তোমার পথপানে চেয়ে ছোট একটি কাদামাটির বাসনে প্রেম ভিক্ষার জন্য ইশক গলির ফটকে বসে ভালোবাসা অনশন আজি ভালোবাসা দিবসে।

- মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন নীহার, *ঢাকা থেকে*

নাতাশা

তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি। জানি না কোনোদিন তোমাকে বলতে পারবো কি না। ভালো থেকো।

– নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

মিও

আমার মিও, আমার ভালোবাসা, আমার হৃদয়। আমার এ লেখা যখন তোমার চোখে পড়বে তখন তোমার সমস্ত অভিমান, অভিযোগ, রাগ, ক্ষোভ ভেঙে কঠিন হৃদয়ের ভালোবাসা দিয়ে আমার ভালোবাসা নিও।

জাহাঙ্গীর, *ইটালি থেকে*

প্রিয় হৃদয়ের রানী

আমার একান্ত ভালোবাসা, বেচে থাকার আশা প্রেরণা আজ মেঘলা। প্রায় একটি বছর হতে চলেছে, তোমার–আমার হৃদয়ের বন্ধনের। আর এই যায়যায়দিন উপহারের বদলে পেয়েছিলাম তোমার ভালোবাসা। সেই ভালোবাসাকে জানাই আমার হৃদয়ের লাল গোলাপের শুভেচ্ছা। বেচে থাকো তুমি এই সুন্দর পৃথিবীতে অনেক দিন, বেচে থাকুক আমার ভালোবাসা। হে খোদা, তোমায় করি নিবেদন, আমার প্রিয়াকে তুমি করিও যতন।

- মোহাম্মদ সাদিক হোসাইন, *কুয়েত থেকে*

শেষ পর্যন্ত

প্রথমত. আমি তোমাকে চাই
দ্বিতীয়ত. আমি তোমাকে চাই
তৃতীয়ত. আমি তোমাকে চাই
শেষ পর্যন্ত তোমাকে চাই।

- শ্যামলী দাস, *মনিপুরীপাড়া, ঢাকা থেকে*

তুলি

হয়তো ভালোবাসার প্রসারতা এমন ছিল না তোমাকে ধরে রাখি। বিদায়বেলা কোনো এক অস্থির মুহূর্তে তুমি বলেছিলে, মন সমুদ্রের বেলাভূমির মতো।
কোনো ছাপই চিরস্থায়ী নয়
কালের ঢেউ এসে মুছে দিয়ে যায়।

আজ আমরা দুজনই সংসারী। আমার বৌটি চমৎকার একজন মানুষ। তবুও কেন জানি না, তোমার স্মৃতি রোমান্থনে কেটে যায় অলস দুপুর, বিনিদ্র রজনী। আমাদের বিচ্ছেদের যুগপূর্তিতে ভালোবাসা দিবসে তোমার নিরন্তর শুভ কামনায়।

- শরীফ মোতাহার হোসেন
মাদবরচর, মাদারীপুর থেকে

সোনিয়া

আজ ভ্যালেন্টাইনস দিবসে খুব জানতে ইচ্ছে করছে, তুমি কেমন আছো? নিশ্চয় আমার কথা ভাবছো। অথবা এমন একজনের কথা ভাবছো যে আমার চেয়ে অনেক ভালো। আমাকে ছাড়া যদি তাকে নিয়ে সুখী হও, আজীবন আশীর্বাদ করে যাবো, কোনো কৈফিয়ত চাইবো না।

- কবির, *কক্সবাজার থেকে*

নীরব কান্না

১৯৯৫ সালের শেষের দিকে সউদি আরবে আমি চলে আশার পর রিতার বিয়ে হয়ে যায় অন্য জায়গায়। এরপর থেকে রিতা প্রতি বছর ১৪ ফেব্রুয়ারি এলে আমার কাছে একটা করে চিটি দেয়। চিঠির ভেতর বিভিন্ন অপমানমূলক ভাষা থাকে যেমন, আমি ওয়াদা ভঙ্গকারী, বেইমান, বিশ্বাসঘাতক, কাপুরুষ, নির্বোধ ইত্যাদি। অথচ যে বুঝতে চাইলো না কি জন্য আমার পিছটান ছিল। বাবা মারা যাওয়ার পর যখন আমাদের সংসারিক অবস্থা খুবই খারাপ। পাচ ভাই, তিন বোনের মধ্য সবাইর বড় হলাম আমি। ছোট ভাইবোন সবাই তখন স্কুল–কলেজে পড়ে। বর্তমানে দুই ও তিন নাম্বার ভাইকে ডিগ্রি পাস করার পর বিদেশে এনেছি। চার নাম্বার ভাইটি এমএসসি ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে। পাচ নাম্বার ভাইটি ডিগ্রিতে পড়ে। এসব কারণে আজ সাত বছর আমি বিদেশে। এর মাঝে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাড়িতে যাবো। এবং বিয়ে করবো।
কিন্তু এর মাঝে নভেম্বর মাসে বাড়ি থেকে আম্মা ফোন করে খবর দিলেন, আমার সর্বছোট ভাই প্রেম করে বিয়ে করেছে। এখন আমার কাছে আম্মা জানতে চান তার বৌকে আমাদের বাড়িতে ওঠাবেন কি না। কিছুই বলতে পারিনি। শুধু ফোনটা রেখে দিলাম। অথচ এই ছোট ভাইবোনদের কথা চিন্তা করে রিতাকে বিয়ে করতে পারিনি। আব্বা মারা যাওয়ার পর ছোট ভাইবোনদের কথা চিন্তা করে কতো রাত যে আমি ঘুমাতে পারিনি কতো কান্না যে নীরবে কেদেছি তা একমাত্র আমি জানি। এখন মাঝে মধ্যে মনে চাই আত্মহত্যা করি। অবিবাহিত দুইটি বোনের কথা চিন্তা করে এখনো আত্মহত্যা করতে পারিনি। এখন আর কাজের প্রতিও মন বসে না। এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বাড়িতে যাবো না, বিয়েও আর করবো না। এ কেমন প্রতিদান পেলাম ছোট ভাই এবং রিতার কাছ থেকে?

- টিপু, *সউদি আরব থেকে*

নাসরিন

আজ ভালোবাসা দিবসে তোমার কাছে আমার প্রশ্ন, কি এমন অপরাধ করেছি যার কারণে তুমি আমাকে আঘাতের পর আঘাত দিচ্ছো? তোমাকে ভালোবাসি বলেই কি আমার অপরাধ! এটা যদি আমার অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে প্রথমে আমাকে না করোনি কেন? আজ তিনটি বছর পার হয়ে

গেল তোমাকে ভালোবেসেছি। অথচ তোমার মুখ থেকে একটিবারও ভালোবাসি কথাটি শুনতে পাইনি। আমাকে যদি তোমার পছন্দ না হয় তাহলে আমাকে বলে দাও। আমি নীরবে তোমার পথ থেকে সরে দাড়াবো। কোনোদিন তোমাকে আর বিরক্ত করবো না।

- **সাগর**, *গফরগাও, ময়মনসিংহ থেকে*

প্রিয়তমা

দক্ষিণা মলয় বহে মৃদু পায়, আধো ফোটা কলি বাতায়নও পাশে। জোনাকির দ্বীপ গোধূলিবেলায় শুকতারা ভাসে হৃদয়ও আকাশে।

- **আশিক,** *সউদি আরব থেকে*

পারলে এসো

লজ্জা ভুলে এ বছর ঈদে তাকে সম্পূর্ণভাবে চাইলাম কাছে পেতে। কারণ আমার পরিবার আমার জন্য অন্য পাত্র দেখছে।

অনেকে এই সুযোগ হাতছাড়া করতো না। কিন্তু সে অনন্য সাধারণের মতো আমাকে স্বার্থপর বলে ফিরিয়ে দিয়েছে। বলেছে, বাসর রাতে একবারে হবে। যদিও সে জানে পারিবারিক কারণে দুজনের বাসর রাত অসম্ভব। সমুদ্র আমার কোনো ইচ্ছাই সম্পন্ন হতে দিইনি। ভালোবাসা দিবসে আবারও আমি তোমাকেই সম্পূর্ণভাবে চাইলাম। পারলে এসো।

- **মনিকা,** *পাবনা থেকে*

প্রিয় M

আজো তোমাকে ভালোবাসি। তুমি হয়তো আমাকে ভালোবাসতে নাও পারো। কিন্তু আমি তোমাকে ভালোবাসি এবং ভালোবাসবো অনন্তকাল। তোমাকে হয়তো আমি সাহস করে I love you কথাটি বলতে পারবো না। তবে তোমাকে আমি ভালোবাসি। তাই এবার ভালোবাসা দিবসে একটি ফুল দিয়ে মনের কথাটি বলার চেষ্টা করবো।

– তোমার **R,** *বিডিআর, ঢাকা থেকে*

শ্রাবণী

তুমি কেমন আছো? ভালো আছো কি না জানি না এখনো তোমাকে বলতে পারিনি আমি তোমাকে ভালোবাসি তাই যায়যায়দিনের আশ্রয় নিলাম, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

- **শাওন,** *রিয়াদ থেকে*

প্রিয় জেসি

জেমসের মতো বলতে হয়, *ভাবতে পারি না কোনো কিছু আজ তুমি ছাড়া, লিখতে পারি না কোনো কিছু আজ তুমি ছাড়া, কি যে যন্ত্রণা এই পথ চলা।* জেসি, এই ভালোবাসা দিবসে মরুভূমির প্রান্ত থেকে তোমাকে জানাই একটি লাল গোলাপের শুভেচ্ছা ও আমার প্রাণঢালা ভালোবাসা। তুমি সুখে থেকো। এই শুভ কামনায়।

তোমার হৃদয়ের হৃদয়,

- **এম.এ.এইচ রাসেল,** *রিয়াদ, সউদি আরব থেকে*

ভালোবাসি

আসুন ভালোবাসি জন্মদাতা মা-বাবাকে, জীবন সঙ্গিনী স্বামীর ভালোবাসায় কাতর স্ত্রীকে ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সন্তানদেরকে।

- নাসিম, *দোহা, কাতার থেকে*

পছন্দ

২০০২ সালের শুরুতে বিয়ের পর প্রথমবারের মতো ছুটিতে দেশে গিয়েছিলাম। আমি নিয়মিত পত্রিকা ও যায়যায়দিন পড়তাম, কয়েকদিন পর বুঝতে পারলাম আমার প্রিয়তমা স্ত্রী সেটি পছন্দ করে না, বিশেষ করে দুজন যখন রুমে থাকতাম।

একদিন সে বললো, দেখো, তুমি কয়েক মাসের জন্য দেশে বেড়াতে এসেছো। তাই আমি চাই যখন রুমে থাকবো তখন তুমি কোনো পত্রিকা ও ম্যাগাজিন পড়তে পারবে না। এবং অনুরোধ করলো, সে যখন ঘরের কোনো কাজে ব্যস্ত থাকবে তখন পড়লে অসুবিধা নেই।

শুনে কিছুটা আশাহত হলেও যুক্তির কাছে হার মানলাম। এর কয়েক সপ্তাহ পরে যায়যায়দিনের *ভালোবাসা* সংখ্যাটি বের হয়। আমি পড়ে আমার পছন্দের কয়েকটি লেখা তাকে পড়তে বলি। সে পড়ে একেবারে মুগ্ধ। লক্ষ্য করলাম অবসরে শুধু সেটি নিয়ে পড়ে থাকলো। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল, আমার ওপর যে রুল জারি করেছিল আপাতত সেটি ভুলে গেছে।

সে আমায় বললো তোমার যায়যায়দিন এতো সুন্দর সংখ্যা বের করে আগে তো জানতাম না!

- মোহাম্মদ ইব্রাহিম বাবুল, *রিয়াদ থেকে*

হিরা

সবাই বলে আমি নাকি নষ্ট হয়ে গেছি। আমি যদি নষ্ট হয়ে থাকি তা একমাত্র হিরার কারণে। তবুও হিরাকে অভিশাপ দেবো না। এই ভালোবাসা দিবসে দোয়া করি, হিরা যেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সুখী হয়।

- মোহাম্মদ জুলফিকার রাসেল ব্লু
আশাশুনি, সাতক্ষীরা থেকে

অজানা

আমরা এক এক করে সবাই যদি নিঃশেষ হই তবে তোমাদের পৃথিবীতে সোনার হরিণের কর্মকার কে হবে বলো? তোমাকে বলেছিলাম দেখা করতে। কিন্তু দেখা করোনি। হয়তো কোনো একদিন আমাকে খুজবে। তখন আর আমাকে পাবে না।

মোহাম্মদ শাহাদৎ হোসেন

– নলছিটি, ঝালকাঠি থেকে

রেখা

জীবনে যাকে বেশি ভালোবাসা যায়, শুধু সেই সঙ্গী ছাড়া আর কেউ বেশি কষ্ট দিতে পারে না। তাই আমি তোমাকে অনেক বেশি ভালোবাসি। এ জন্য তুমি আমাকে কষ্ট দিলে!

- বাবু, *মাদারীপুর থেকে*

কচুপাতার পানি

প্রেমিকার ভালোবাসা প্রেমিক মনকে যেমন হৃদয়ের ধনে ধনী বানাতে পারে, তেমনি তার জীবনকে দুঃখের সাগরেও ভাসাতে পারে। আসলে প্রেমিকার ভালোবাসা হচ্ছে কচুপাতার পানি।

- আবু সাজেদ ওয়ালীউল্লাহ, *দক্ষিণ কোরিয়া থেকে*

চিত্রশিল্পী হিমু

একদিন তুমিই বলেছিলে, প্রেম হচ্ছে প্রেমিকশিল্পীর মনের ক্যানভাসে আকা এক ধরনের চলন্ত পোরট্রেইট। আজ আমি বলবো, প্রেম হচ্ছে শিল্পিত মিথ্যা।

- পদ্মতরু, *সাভার, ঢাকা থেকে*

জয়িতা

জয়ী, ছোট ছোট করে যখন কথা শিখেছি, বলেছি, মিশেছি তোমার সঙ্গে। ছোট ছোট আনন্দ বেদনার গাথা। ছেলেবেলার সেই ছেলেখেলা থেকে আমি তোমাকে ভালোবেসেছি। তোমাকে ভালোবাসি সেই কবে থেকে তা হয়তো আমি জানি না। জানতেই পারিনি তোমার জন্য কিসের এতো কষ্ট আমার বুকে। সত্যি কি এই কষ্ট মিশ্রিত ভালোলাগার অনুভূতিকেই ভালোবাসা বলে। এ ভালোবাসা কেমন করে হলো, কেমন করে?

- মুর্ত্তজা করিম সোহেল, *রাজশাহী ইউনিভার্সিটি থেকে*

J

সেই প্রথম দেখার ক্ষণে
আমার ছোট এ পাগল মনে
শুধু তোমারই নাম লিখেছি।
পাগল করা সেই বাকা হাসি।
আমার গলায় পরিয়েছে ফাসি
তাই তোমাকে ভালোবেসেছি।

- এ.টি.এম সাইদুর রহমান বুল্টে, *গাইবান্ধা থেকে*

জ্যোতি

বিশ্ব ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে তোমাকে জানাই আমার উত্তপ্ত যৌবনের রক্তিম ভালোবাসা।

- কমল, *ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক*

বারোটা এক মিনিটে

আজো ভ্যালেন্টাইনস ডে-র বারোটা এক মিনিটে চোখ বন্ধ করে রাখি নারগিস আসবে ফুল নিয়ে ভেবে।

- এ.এইচ হৃদয়, *সউদি আরব থেকে*

ব্যথিত

আজ এ ভালোবাসা দিবসে আমি আমার M ও তার স্বামীকে জানাই আমার ব্যথিত হৃদয়ের ভালোবাসা। সুখে থাকো, সুখী হও।

- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক , *গোপালপুর থেকে*

একুশ বছরে

মোহনের কোনো সমস্যা হোক সেটা চাইনি, আজো চাই না। ওর কাছে কোনো সামাজিক বন্ধন চাই না। শুধু চাই একবার আমায় লিখুক। মোহন প্রতিজ্ঞা করেছিল আমাকে কোনোদিন কষ্ট দেবে না। কিন্তু এটাই সত্য, আমার এ ২১ বছরের জীবনে ওর কাছ থেকেই সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছি।

- সোনামণি, *দিনাজপুর থেকে*

অনন্যা

কতোদিন তোমার সঙ্গে হয় না কথা, কতোদিন তোমার সঙ্গে হয় না দেখা। তুমি যে আমার স্বপ্ন, তুমি যে আমার আশা, তুমি যে আমার কল্পনা সে কথা তুমি কি বোঝো না? তুমি ইউনিক, তুমি অনন্যা এই আমার সর্বক্ষণের ভাবনা।

- মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন বাবু

ফরিদগঞ্জ, চাদপুর থেকে

পেতনী

কখনো তোমার ঘৃণা চাই না। ঘৃণা যদিও বা দাও বন্ধুত্বটুকু যেন মুছে ফেলো না। ভালোবাসা চাই না, অন্য কিছুও চাই না। শুধু একটু বন্ধুত্ব চাই। করুণা করে হলেও বন্ধুত্বের মর্যাদাটুকু দিও। এক টুকরো ভ্যালেন্টাইনস শুভেচ্ছা তোমায়।

- প্রেতাত্মা, *বগুড়া থেকে*

তবুও খুজে নেবো

তুমি ছলনাময়ী। তবুও তোমাকে আমি ভালোবাসি। তুমি সুখী হও এই দোয়া আল্লাহর কাছে করি। তুমি সুখী হলে আমি সুখী। তোমার মুখের এক চিলতে হাসির মাঝে আমার ভালোবাসা খুজে নেবো।

- ফয়সাল আহমেদ খান

সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে

ইতি

অপেক্ষায় ছিলাম, অপেক্ষায় আছি এবং থাকবো অনন্তকাল। আদি।

- শাওন সোহবান , *ঠাকুরগাও থেকে*

দিশা

যতো প্রতিকূলতাই আসুক, একদিন তুমি আমার হবেই। বড় বেশি ভালোবাসি তোমাকে।

- সুজন, *কোর্টপাড়া, কুষ্টিয়া থেকে*

ভয়

পুতুকে ভালোবাসি ১৯৯১ সাল থেকে। ভালোবাসার এক যুগ পর ভ্যালেন্টাইনস দিবস উপলক্ষে যায়যায়দিনের মাধ্যমে তাকে জানাই আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে অফুরন্ত ভালোবাসা। আমার ভয় হয় বিয়ের প্রতি তার উদাসিনতার জন্য। ভালোবাসার এই দিনে যাযাদির সকল পাঠকের আশীর্বাদ কামনা করছি আমাদের যেন মিলন হয়।

- সাহেব, *কক্সবাজার থেকে*

F

ভাবছি মিতাকে ভালোলাগার কথাটি জানাবো। কিন্তু আদৌ পারবো কি? ইচ্ছে আছে ১৪ ফেব্রুয়ারি মিতার জন্য একটি উপহারসহ আমার মনের কথাটি ফোনে জানিয়ে দেবো।

- বাদল, *সউদি আরব থেকে*

জলি

ইচ্ছে করে আল্লাহর কাছে বলি, হে আল্লাহ! জলির সঙ্গে আমার ভাই আর বোনের সম্পর্ক করে দাও। আমি প্রেমিক হতে চাই না। ইচ্ছে করে তো পেলাম না। তাই ওকে তো বিয়ে করতেই হবে কাউকে না কাউকে। এ জন্য একটা ভালো ছেলের হাতে দিও বিধি। আমি তাতেই মহাখুশি।

আমি জানি, আমার এই লেখা প্রকাশ হলে জলির হাতে পড়বে পুরো বইটা। এতোটুকু শ্রদ্ধা বোধ থাকলে সে আমার সঙ্গে ভাইবোনের সম্পর্কে অবতীর্ণ অবশ্যই হবে। আমি আশাবাদী।

- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, *ঝিকরগাছা, যশোর থেকে*

রেখা

তুমি হীনা আমি মরুভূমি। তুমিই ছিলে আমার হৃদয় মরুর বৃষ্টি। এখনো তোমারই ভাবনায় অতিবাহিত হয় সময়। চোখ বন্ধু করলেই দেখতে পাই তোমাকে। তোমার কথা ভেবে এখনো দুই চোখের ঘুম পালিয়ে যায়। এখনো তোমাকে একটি বার দেখার জন্য মনের ভেতরে একটি শক্তিশালী ইচ্ছার জন্ম হয়।

- ইকবাল, *পলাশি ব্যারাক, ঢাকা থেকে*

রীনা

চন্দ্র-সূর্যের যৌথ আকর্ষণে পৃথিবীতে জোয়ার-ভাটা হয়। কিন্তু চন্দ্র-সূর্য জানে না তাদের জন্য সমুদ্রে কি ঘটছে। রীনা তোমাকে প্রথম দেখারক্ষণে তুমি আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলে। হয়তো তা তুমি ভুলে গেছো। কিন্তু তা আমার মনে কি ঘটিয়েছে তা কি জানো?

- মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন, *ফেনী থেকে*

সুবর্ণা

সুখের অন্বেষণে কষ্টের গভীর সমুদ্রে আমাকে ভাসিয়ে চলে গেলে তুমি। জানি না প্রত্যাশিত সুখ পেয়েছো কি না। তবে সেদিন যখন গোলাকার পৃথিবীর গোলকধাধায় মুখোমুখি হলাম দুজন তখন নির্বাক এ মনে শুধু একটি প্রশ্নই জেগেছিল, তোমার ছল ছল চোখের নিচে কালো দাগ কেন?

- সজল মাহমুদ, *সাতক্ষীরা থেকে*

ময়নামতির বাপ্পি ভাইয়া

খুব ছোটবেলা থেকে আপনাদের পোশাককে ভয় পেতাম। কারণ মনে হতো ওই বুঝি ডোরাকাটা বাঘ আসছে। তাই আপনাকেও খুব ভয় পেতাম। আরো শুনেছিলাম, আপনি প্রচণ্ড বদমেজাজি। বাবাকে গুলি করে মারতেও আপনার বুক সামান্য কাপবে না। কিন্তু আপনাকে দেখার পর থেকে আপনার সম্বন্ধে সব ভ্রান্ত ধারণা পাল্টে গেছে।

- অনামিকা, *পাবনা থেকে*

কাবি

তোমাকে আমার খুব ভালোলাগে। এই ভালোলাগা থেকে আজ আমি চলে গেছি বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের দ্বিতীয় লাইনে। তুমি ইচ্ছে করলে সকল বাধাকে আমরা শেয়ার করে নিতে পারি।

- মোবারক হোসেন, *নরসিংদী থেকে*

রক্তবিন্দু

মিস K

তোমার তিনটি রক্তবিন্দুতে ভ্যালেন্টাইনস ডে-তে তিনটি K.

– তুমি জানো আমি **K**

অপারগতা

হৃ

সেই কবে, কখন থেকে একটু একটু করে আপনাকে আমার ভালো লাগতে শুরু হয়ে গিয়েছিল তা আজ ভালো করে মনেও পড়ে না। ধীরে ধীরে, ক্রমেই উঠে এসেছেন নির্জন, নিরিবিলিতে আমার একান্ত, নিজস্ব সময়টুকুতে। যখন বুঝতে পারলাম তখন মনে হলো, অনেকটা পথ চলে এসেছি। ফিরে যেতে আর ইচ্ছে হলো না। ভাবলাম কিইবা এমন হবে? কিন্তু ভাবনাটা ছিল একদম ভুল। এর সঙ্গে এমনভাবে যে বেদনায় নীল কষ্টও মিশে যাবে তা একেবারেই বুঝিনি।

এই কষ্ট এবং কষ্টের সুখ আমাকে পীড়া দেয়। আপনাকে আরো বেশি করে ভালোবাসতে ইচ্ছে জাগায়। কষ্ট পাই আপনার কাছে যেতে না পারার অপারগতা, কষ্ট পাই আপনাকে কাছে ডাকতে না পারার অপারগতা।

- নীল রজনীগন্ধা

নীল রজনীগন্ধা

আপনার ছেলে ও ছোট মেয়ের ইচ্ছা অনুযায়ী সাবজেক্টে পড়তে দিন।

- হৃ

মানজুরা সুলতানা

খুলশী, চট্টগ্রাম

যাযাদি চলতি সংখ্যার ২৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত প্রিয় মানুষ- এর লেখিকা- কে তার পূর্ণ ঠিকানা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। - যাযাদি